Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

ডাঃ বেলা দাসগুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্নিত্যানন্দ

ও: গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ

PRESENTED
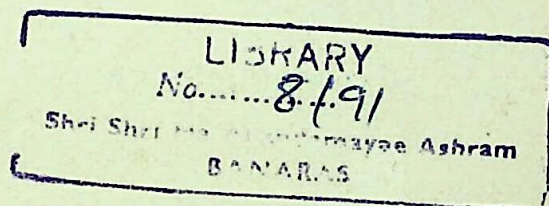
ডাঃ বেলা দাশগুপ্তা, এম. এ ; পি. এইচ্ ডি

মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা।
২১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড : কলিকাতা—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪/৭১

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

২য় অধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যানন্দ পরবর্তী যুগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪/৭।

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গলা সাহিত্য বিশেষভাবে রস-সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণনা করিয়া আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য এবং তাঁহার ও তাঁহার উপাস্য-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে গীতি-কবিতার যে ধারা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত হইয়াছিল তহাই রচনা বৈগুণ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যকে গৌরবের আসন দান করিয়াছে। বাঙ্গলার বৈষ্ণব ভক্তদের রচিত এই সকল কাব্য ও কবিতায় তাঁহাদের আচার্য ও তাঁহার ভক্তপরিকরদের জীবনী ও বৈষ্ণবসমাজের চিত্র বর্ণনার সহিত ধর্মতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্য অথবা তাঁহার সমকালীন বৈষ্ণবচার্যদের জীবনী এবং বাঙ্গলার বৈষ্ণবসমাজ ও বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা করিতে হইলে এই সকল মধ্যযুগীয় কাব্য-কবিতা হইতে উপকরণ-সংগ্রহ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে খ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক পরিকরদের অন্যতম শ্রীমন্নিত্যানন্দ বাঙ্গলাদেশে শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত প্রচারের প্রধান সহকারীরূপে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও ধর্মমত অবলম্বন করিয়া যে বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নিত্যানন্দ-প্রভুর জীবনীও অঙ্গীভূত হইয়াছে। বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্মের পরিপুষ্টিতে নিত্যানন্দের কি দান এবং বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্রের কি প্রভাব—এই সকল বিষয় প্রণিধানের জন্য নিত্যানন্দ জীবনীর স্বতন্ত্র আলোচনার বিশেষরূপ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রথমে ছিলেন যোগসাধক পরিব্রাজক অবধূত, পরে নবদ্বীপ অবস্থানকালে তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তি ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেই ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বাংলার বৈষ্ণবধর্মে জ্ঞান-যোগ-মিশ্রিত ভক্তিধর্মের একটি ধারার যে প্রচলন ছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যে সে প্রমাণ একেবারে অমিল নহে। এ স্থলে উল্লেখ করা হইতে পারে যে, বাঙ্গলার বাউলসম্প্রদায়ে এইরূপ সাধান-ধারার সহিত একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই নিত্যানন্দের জীবনী আলোচনার সহিত তাঁহার ধর্মমতের বিশ্লেষণ গৌড়ীয় ধর্মের সহিত তাহার সম্পর্ক বিচারেরও একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার্য।

সেই উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ শ্রীমন্নিত্যানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহার প্রভাব ও তাঁহার ধর্মমতের বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এই সকল আলোচনার উপকরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্য হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই সংগ্রহের কাজটি অনায়াসসাধ্য হয় নাই। কারণ, প্রথমতঃ, এই বিষয়ে প্রধান বাধা এই যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী কাব্যগুলিতে নিত্যানন্দের জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা চরিতকার-গণ উপলব্ধি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দকে অধিকাংশ চরিতকারই শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত সঙ্গী ও সহকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চরিত্রের ও ধর্মাচরণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটি স্বাভাবিকরূপেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে কোন কোন চৈতন্যজীবনী, গীতি-কবিতা ও বৈষ্ণব-বন্দনা ইত্যাদির প্রমাণ বিশেষ কার্যকর হইয়াছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বিষয়ক আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছি, কিরূপ কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিয়াছি পাঠক-পাঠিকাসমাজ তাহার বিচার করিবেন।

এই প্রবন্ধ রচনায় যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। আমার এই রচনায় ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ, প্রেরণা ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আর এ মরজগতে নাই, সুতরাং তাঁহার পূণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। শিক্ষকাগ্রগণ্য, বিদ্যোৎসাহী ও নিরভিমানী বৈষ্ণব-পণ্ডিত—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত নিতাই বিনোদ গোস্বামী মহাশয় এই প্রবন্ধ রচনায় আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। আমি সশ্রদ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বহু গ্রন্থের লেখক শ্রীযুত সুপ্রকাশ রায়ের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট আমি ঋণী, সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ঋণ ভার লাঘবের প্রয়াসী হইলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত ব্রজ বিহারী বর্মণ মহাশয় উৎসাহ সহকারে ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অসুস্থতা নিবন্ধন এই গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্যে তিনি এত অতিরিক্ত পরিমাণ বিলম্ব করিয়াছেন যে তাহাতে ধৈর্য্য রক্ষা করাই কঠিন হইয়াছিল। যাহা হউক, গ্রন্থখানি শেষপর্যন্ত লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারিয়াছে ইহাই সৌভাগ্যের কথা। এইজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুদ্রণ বিষয়ে গ্রন্থখানি ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে নাই। ইহার অন্যতম কারণ প্রকাশকের অসুস্থতা ও লেখিকার দূরে অবস্থিতি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ ত্রুটি মার্জনা করিবেন—এই অনুরোধ জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ

বেলা দাশগুপ্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
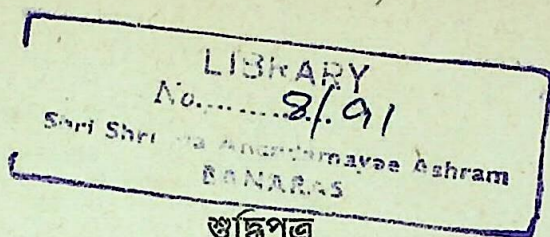
শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
২	১৩	সম্বন্ধে[১]	সম্বন্ধে দামোদরের·· হইয়াছে।[১]
৫	২৭	বর্ণনা	বর্ণনায়
৮	(৮ নং পাদটীকা)	শ্রীচৈতন্যের উপাদান	শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান
৯	১৪	অবলস্বনে	অবলম্বনে
১১	১৬	গ্রন্থে	গ্রন্থ
১৩	৪	দেবব্যাস	বেদব্যাস
১৪	২	কৃপ	কৃপা
১৬	১৭	য়েকটি	কয়েকটি
১৬	১৮	পথমত	প্রথমত
২৯	২০	পারেন নাই।	পারেন নাই।[৭]
৩৯	২১	ছিল না	ছিল না।[৮]
৩১	২৭	মুনি	শুনি
৩৭	২	গ্রস্থ	গ্রন্থ
৪০	১৮	লীলার	লীলা
৫৯	৪	আখ্যন	আখ্যান
৬৪	১৯	ব্যহ	ব্যূহ
৭০	১	চরিতামৃতে	চরিতামৃতের
৭০	২০	কখনই করেন নাই	কখনই গ্রহণ করেন নাই
৭১	(৫ নং পাদটীকা)	পৃঃ ২২	অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখাধর্ম—পৃঃ ২২
৮০	২৫	ষড়ভুঙ্গ	ষড়ভুজ
৮১	১২	জগাই-মাধাই	জগাই-মাধাই উদ্ধার
১১৩	..	দধি-মহোৎসব	চিড়া-দধি মহোৎসব
১২৭	১৫	পরমাত্মাতা	পরমাত্মার
১২৭	১৫	সাধিত	সাধিত হয়
১৩৯	২৬	উদার হৃদয়।	উদারহৃদয়
১৪৫	২৩	বাংলা দেপে	বাংলা দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪৮	৭	শ্রদ্ধা ভক্তি	শুদ্ধা ভক্তি
১৪৯	৭	শক্তি বিজ্যতে	শক্তিরিষ্যতে
১৪৯	২৫	যন্তত্ব	যত্তত্ত্বম্
১৫০	১৩	সুসম্নতে	সুসন্নতে
১৫০	২২	ন্যায়া	মায়া
১৫১	১৭	রাসাত্মিকা	রাগাত্মিকা
১৫৬	২০	স্মন	স্ম ন
১৫৭	১৭	লোচন দাস	(লোচন দাস)
১৫০	১৯	বৈষ্ণব গোস্বামীদের	যাহাহউক, বৈষ্ণব গোস্বামীদের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
১৬৩	১৫	এই	ইহ
১৬৫	(১৯খ, পাদটীকা ৭ পংক্তি)	রামানাদী	রামানন্দী
১৬৮	(৪৪, পাদটীকা, ১ম পংক্তি)	শক্তিরসমা	শক্তিরস্মা
১৭৪	২২	ভর্ত্তাজান্ত	ভর্ত্তাজাণ্ড
১৭৫	২	যন্নভ্যজং	যন্নাভ্যজং
১৭৬	২৬	শ্রীমদ্ভাগবত	শ্রীচৈতন্যভাগবত
১৮৩	৬	সহজিয়া তান্ত্রিকাচার	তান্ত্রিকাচার
১৮৩	২৬	শ্রীরাধাকৃষ্ণের	শ্রীকৃষ্ণের
১৮৬	২১	নরলীলা	নরলীল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENT

LIBRARY
No.....8191
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS
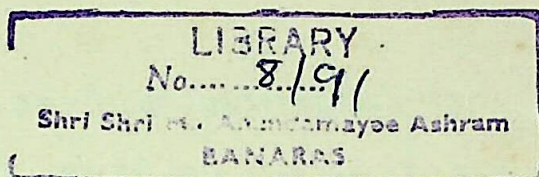
শ্রীমন্নিত্যানন্দ
ও
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে নিত্যানন্দ জীবনীর উপকরণ :

বাংলায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে নিত্যানন্দের জীবনীর উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এই উপকরণগুলি তাঁহার জীবনী রচনায় সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা তাহার বিচারের জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা। সেই উদ্দেশ্যেই নিত্যানন্দ-চরিতের উপকরণ সম্বলিত গ্রন্থাদিকে—চরিতজাতীয় গ্রন্থ, পদাবলী, অষ্টক ও বন্দনা—এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পৃথকভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

বাংলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের সাহিত্যেও শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য এই গ্রন্থাদিরও পূর্বোক্ত রূপ বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

ঐতিহাসিক বিচারে প্রামাণিক বিবেচিত গ্রন্থাদির উপকরণই নিত্যানন্দের জীবনী গ্রন্থনের পক্ষে গ্রাহ্য। অতএব এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিতগ্রন্থ

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্—শ্রীমুরারি গুপ্ত

শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থের মধ্যে মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ; কারণ ইহাই চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত সর্বপ্রাচীন চরিত-কাব্য। সংস্কৃতে রচিত এই গ্রন্থখানি মুরারির কড়চা নামেই পরিচিত।

মুরারির জন্ম শ্রীহট্টে। নবদ্বীপ বাসকালে তিনি শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ছিলেন। গৌরাঙ্গের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি তাঁহার সহিত একত্রে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া যে বৈষ্ণবমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল, মুরারিগুপ্ত ছিলেন তাহার অন্যতম সদস্য। তিনি গৌরাঙ্গের অত্যন্ত অনুরাগী পরিকররূপে গণ্য হইয়াছিলেন. তাঁহার ভগবত্তায়ও মুরারি বিশ্বাসী ছিলেন।

সম্ভবত গৌরাঙ্গদেবের জীবনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তকে দামোদর পণ্ডিত তাঁহার জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলাকাহিনী সম্বন্ধে [১] দামোদরের প্রশ্নের উত্তরচ্ছলেই মুরারির কড়চা রচিত হইয়াছে ; সেই কারণেই লোচনদাস মুরারির গ্রন্থের ঋণ স্বীকারকল্পে লিখিয়াছেন—

> শ্রীমুরারি গুপ্ত বেজা ধন্য তিন লোকে।
> পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥
> কহিল মুরারি গুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে।
> যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে ॥ ২

গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিচার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এক অনুরাগী ভক্তের রচনা, সুতরাং জীবনচরিত হিসাবে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। বস্তুত তাঁহার অমূল্য জীবনের বহুল উপকরণ সূত্রাকারে এই গ্রন্থে গ্রথিত হওয়ায় সাহিত্য-জগতেরও অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এই সূত্র অবলম্বনেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.... 8/9.1
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পরবর্তী সময়ে কয়েকখানি চৈতন্যচরিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কবিকর্ণপুর, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস প্রমুখ চরিতকারগণ মুরারির গ্রন্থান্তর্গত সূত্রেরই বিস্তার সাধন করিয়াছেন। মুরারিরও সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। গ্রন্থশেষে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীবাসাদি কোনও ভক্ত এই লীলার বিস্তারিত বর্ণনা করিবেন।[৩] শ্রীবাসের দ্বারা না হইলেও, অন্য বৈষ্ণবভক্ত এই কার্য সাধন করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের অন্তর্গত নিত্যানন্দের জীবনীর সূত্রগুলিও নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা যাইতে পারে; কারণ, মুরারিগুপ্ত তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। নিত্যানন্দের প্রথম নবদ্বীপ আগমন হইতে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সহিত নীলাচল গমন পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য আখ্যানের সূত্রাদিও সেই কারণেই বিশেষ মূল্যবান।

মুরারির কড়চার অনন্যসাধারণ মূল্যের কথা স্বীকার করিলেও বর্তমান প্রচলিত কাব্য সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে যে, ইহাতে মুরারি ভিন্ন অন্য কাহারও রচনার সংযোগ ঘটিয়াছে—সেই কারণেই এই গ্রন্থের কোন কোন অংশের প্রামাণিকতা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বর্তমানে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশের সন্দেহোদ্রেকের কারণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ ও বিচার করা যাইতেছে:

প্রথমত, চারিটি প্রক্রমে ও কয়েকটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যান্তর্গত সকল বিষয়বস্তু মুরারির মূল কড়চার অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি এ বিষয়ের প্রমাণ।

লোচনদাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে মুরারির গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের নিম্নোক্তরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

বিশল্যাকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়।
সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥
সর্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌরপদ অরবিন্দে ভকত প্রবীণ॥
জন্ম হৈতে বালকচরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্ত যেইরূপ প্রেম প্রচারিল॥
দামোদর পণ্ডিত সর্ব পুছিল তাহারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥
শ্লোকবন্ধে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত ॥ [৪]

লোচনদাসের এই উক্তি হইতে মনে হয়, মুরারির মূল কড়চায় নবদ্বীপ-লীলার সূত্র ভিন্ন সন্ন্যাসোত্তর লীলাও সন্নিবিষ্ট ছিল। সন্ন্যাসের পরেই শ্রীচৈতন্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায় ও প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার প্রেম প্রকাশের বিশেষ প্রকাশ। সুতরাং লোচনের উক্তি অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী আখ্যানও মুরারির কড়চার অন্তর্ভুক্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মুরারির কড়চার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের অভিমত উদ্ধৃত হইল :

"গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদি লীলাখ্যান।
মধ্য, অন্তলীলা—শেষ লীলার দুই নাম ॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ [৫]

কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির তাৎপর্য এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলার সূত্রই মুরারির কড়চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোটের উপর, মুরারির পরবর্তী এই দুই চরিতকারের উক্তি মিলাইয়া বিচার করিলে এই ধারণাই জন্মে যে, সন্ন্যাসোত্তর জীবনের কিয়দংশ কড়চায় ধৃত হইলেও তাঁহার শেষ জীবনীর সূত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, লোচনদাস ও কবিকর্ণপুর তাঁহাদের কাব্য রচনায় মুরারির সূত্র বিশেষরূপে অনুসরণ করিয়াছেন, মুরারির এই ঋণ তাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। [৬] এই দুই চরিত কাব্যের বিষয়বস্তুর সহিত তুলনামূলক বিচার দ্বারাও মুরারির কাব্যের প্রক্ষিপ্তাংশের সন্ধান লাভ করা সম্ভবপর।

মুরারির কাব্যের সহিত কবিকর্ণপুর ও লোচনের কাব্যের তুলনা করিলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর জীবনের তিন চারি বৎসরের আখ্যান বর্ণনায় ঐক্য লক্ষিত হইবে। লোচনদাসের বৃন্দাবন-ভ্রমণ আখ্যান বর্ণনাতেও মুরারির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহার কাব্যে ইহার পরবর্তী বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত, প্রতাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্রের প্রতি কৃপা ও বিভীষণের আখ্যানের পরে তাঁহার গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে নীলাচল গমন, সার্বভৌমের সহিত মিলন-আখ্যান পর্যন্ত মুরারির আনুগত্যে বর্ণনা করিয়া রামানন্দের সহিত মিলন (ত্রয়োদশ সর্গ) গৌড়ীয় ভক্তদের রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচল গমনের আখ্যানাদি (১৪শ—১৮শ) নিজস্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন অনুমান হয়। কারণ, লোচনের কাব্যের সহিত এই অংশে ঐক্য নাই। মুরারির কাব্যে ইহার পরে নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার ও শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের যে বর্ণনা আছে, তাঁহার অনুসরণকারী চরিতকারদ্বয়ের মধ্যে কেহই সেই সকল অংশ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের পক্ষে এই মূল্যবান আখ্যান-সমূহ পরিত্যাগের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং লোচন ও কবিকর্ণপুরের কাব্যদ্বয়ের সহিত তুলনামূলক বিচারেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, উভয় চরিতলেখক মুরারিকে যে পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পর্যন্তই তাঁহার মূল কড়চার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেও শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী স্বল্প আখ্যানই মুরারির মূল কড়চার অন্তর্গত স্বীকার করা যায়।

তৃতীয়ত, মুরারির কাব্যের চতুর্থ প্রক্রমের বাইশ হইতে চব্বিশ সর্গ পর্যন্ত নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার ও শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনীর সূত্রে বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের প্রভাব এই অংশের কৃত্রিমতাই প্রমাণ করে। বিশেষত এই অংশের সূত্রাদি লোচন ও কবিকর্ণপুরের অনুসৃত কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সেই কারণেই এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ করা অযৌক্তিক নহে।

চতুর্থত, মুরারির কাব্যের চতুর্থপ্রক্রমের সপ্তদশ হইতে বিংশ সর্গের বর্ণিতব্য বিষয় রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল গমন ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত অনুষ্ঠিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ। কবিকর্ণপুরের কাব্যে এই আখ্যান বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বর্ণনায় যে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌড়ীয় যাত্রীদের পরিচালক শিবানন্দ সেনের পুত্রের এই বর্ণনা মুরারির অপেক্ষা পিতার প্রভাবই স্বীকার্য ; বিশেষত, লোচনদাস এই আখ্যান বিষয়ে নীরব, সুতরাং মুরারির কাব্যের অংশটিই কৃত্রিম সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

অনুরূপভাবে এই প্রক্রমের একবিংশতি সর্গকেও কৃত্রিম সাব্যস্ত করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সর্গে বিভীষণসংক্রান্ত একটি কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। লোচনের কাব্য ভিন্ন অন্য কোন চরিতকাব্যেই এই কাহিনী স্থানলাভ করে নাই। সুতরাং এই আখ্যান লোচনের মৌলিক রচনাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়; অন্যপক্ষে মুরারির কাব্যেই ইহা প্রক্ষিপ্তরূপে স্থান পাইয়াছে সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

পঞ্চমত, কবিকর্ণপুর সংক্ষেপে এবং লোচন বিস্তৃতভাবে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ভ্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন; উভয়ের বর্ণনায় প্রভেদ বিস্তর। মুরারির কাব্যে চতুর্থ প্রক্রমের দ্বিতীয় সর্গ হইতে এয়োদশ সর্গ পর্যন্ত বৃন্দাবন ভ্রমণের যে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লোচন ও কৃষ্ণদাসের বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই এই ভ্রমণ আখ্যানটিও সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ প্রক্রমের কোন সর্গের বিষয়বস্তুই মুরারির মূল কড়চার অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করা যায় না।

পূর্বোক্ত চারিটি দৃষ্টান্ত হইতেই মুরারির কাব্যের শেষের অংশ অর্থাৎ চতুর্থ প্রক্রমের ২য় হইতে ২৪শ পর্যন্ত সর্গের কৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়। সেই অনুসারেই স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে যে, তৃতীয় প্রক্রম পর্যন্ত বর্ণিত আখ্যান অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে দ্বিতীয়বার গৌড়ে আগমন পর্যন্ত বর্ণনাই মুরারির মূল কড়চার বিষয়বস্তু। প্রথম দৃষ্টান্তে লোচনের উক্তিতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

মুরারির কড়চায় প্রক্ষিপ্তাংশ প্রবেশের সন্দেহ যে অমূলক নহে পূর্বোক্ত আলোচনায় তাহাই প্রমাণিত হইবে। এই সন্দেহজনক অংশ ব্যতিরেকে অন্ত অংশের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

গ্রন্থ রচনাকাল

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুসারে গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক একটি শ্লোক মুদ্রিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।[৭] এই শ্লোকানুযায়ী গ্রন্থ সমাপ্তিকাল ১৪৩৫ শকাব্দ। কিন্তু এই তারিখটি সমালোচকগণের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ফণীভূষণ তর্কবাগীশ এই শ্লোকের ব্যাকরণগত ত্রুটির উল্লেখ করিয়া এই সমাপ্তি শ্লোকের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৮] এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মৃণালকান্তি ঘোষ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারিখের বহু পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কারণ শ্রীমহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের গম্ভীরালীলার কথাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় হরিদাস দাসও এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১।২।১৪ শ্লোকে মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার নির্দেশ থাকাতে পূর্বোক্ত রচনাকাল গ্রহণযোগ্য নহে; তাঁহার মতে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পাঁচ-ছয় বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। [৭]

পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত তারিখ অনুসারে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু মুরারির কাব্যের শেষাংশে যে প্রক্ষিপ্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে পূর্বে তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে; সুতরাং মহাপ্রভুর শেষ লীলার প্রমাণ বলে অথবা তাঁহার অপ্রকট লীলার ইঙ্গিতের জন্য শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার গৌড় ভ্রমণ পর্যন্ত আখ্যান যে মুরারির মূল কাব্যের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাই পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের এই ভ্রমণ ১৪৩৫ শকের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। সেই হিসাবে গ্রন্থোক্ত তারিখটি গ্রহণে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। প্রকৃত সমাপ্তি তারিখ যাহাই হউক, এই কড়চা সর্বপ্রাচীন এবং প্রামাণিক জীবনচরিতরূপে বৈষ্ণব সমাজে চিরদিন সমাদৃত হইবে।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত :—১।২।১৫; ১।৪।১; ১।৭।১; ১।৭।২৫; ২।১।১; ২।৯।১; ৩।১।২ ইত্যাদি শ্লোক।

২। চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস—মধ্য, পৃঃ ১৬১।

৩। ৪।২৫।১—কৃ, চৈ, চ।

৪। চৈ, ম—লোচনদাস—সূত্রখণ্ড, পৃ, ৩।

৫। চৈ, চ—১।১৩।১৪-১৭।

৬। কবিকর্ণপূরের স্বীকারোক্তি :—

> "আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
> কেচিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
> যদ্‌যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজ্‌জ্ঞৈ
> স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥" ৪২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোচনদাসের স্বীকারোক্তি :—

"কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥"

চৈ, ম—পৃঃ ১৬১

অন্যত্র,

"শ্লোকবন্ধে কৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাঢ়িল পিরিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ চরিত॥"

চৈ, ম—পৃঃ ৩।

৭। এই কাব্যের চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদক শ্রীহরিদাস দাস গোস্বামী গ্রন্থশেষে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—
"প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকটি যেরূপ আছে সেইরূপই উদ্ধৃত হইল। কিন্তু উহা ঠিক কাল-নির্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"
শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল :—

'চতুর্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

৮। শ্রীচৈতন্যের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য—ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ সাল, বৈশাখ।

৯। চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা—পৃঃ ২॥।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্—পরমানন্দ সেন, কবিকর্ণপুর

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তপরিকরদের মধ্যে কাঞ্চনপল্লি বা কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী শিবানন্দ সেন অন্যতম। তাঁহার পুত্র পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুর চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য উহাদের মধ্যে একতম। শ্রীচৈতন্যের চরিত গ্রন্থাদির মধ্যে এই একখানিমাত্র গ্রন্থ যাহার রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। গ্রন্থোক্ত সমাপ্তি-শ্লোকের প্রমাণানুসারে জানা যায় যে, ইহা ১৪৬৪ শকাব্দে, শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের নয় বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধানত মুরারির কড়চার সূত্র অবলম্বনে সংস্কৃতে এই চরিত-কাব্য রচিত হয়। উক্ত কড়চার ঋণ কবিকর্ণপুর গ্রন্থমধ্যে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যের শেষাংশে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তদের নীলাচল গমন, এবং গুণ্ডিচামার্জন, নরেন্দ্র বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন লীলা বর্ণনা কবিকর্ণপুরের নিজস্ব। রথযাত্রার ব্যবস্থাপক পিতা শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে এই বিষয়ে তিনি তথ্য লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

নিত্যানন্দ জীবনীর কোন নূতন উপকরণ এই কাব্য হইতে সংগ্রহ করা যায় না। নিত্যানন্দের গৌড়ে আগমনের পর হইতে শ্রীচৈতন্যের সহিত নীলাচল যাত্রা পর্যন্ত আখ্যান মুরারির অনুসরণেই বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী আখ্যানাংশে তাঁহার জীবনীর উপকরণ বিরল। সুতরাং, নিত্যানন্দ জীবনীর উপকরণ হিসাবে এই কাব্যের কোন ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য নহে।

৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—কবিকর্ণপুর।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় শ্রীচৈতন্যজীবনী অবলম্বনে সংস্কৃতে রচিত একখানি নাটক। এই গ্রন্থে কবিকর্ণপুর কাহারও ঋণ স্বীকার করেন নাই। তিনি চৈতন্যলীলা যেরূপ দেখিয়াছেন ও যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।[১] বাল্যকালে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল গমনে পিতার সহিত তিনিও সঙ্গী হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময়ের চৈতন্য-লীলার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। শ্রীচৈতন্যভক্ত পিতা শিবানন্দের নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য-জীবনীর উপকরণও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার বলেই তিনি নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

গৌড় দেশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে কলিকালের অধর্মরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল—ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই জন্যই তাঁহার ভক্ত-জীবন হইতে নাটকের আরম্ভ এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম গৌড়-উৎকলে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া কবিকর্ণপুর নাটক শেষ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ রচনাকাল

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় প্রতাপরুদ্রের আদেশে গ্রন্থ-রচনার উল্লেখ আছে, কিন্তু মুদ্রিত নাটকের সমাপ্তিসূচক শ্লোকটিতে যে তারিখ সূচিত হয় তাহাতে প্রতাপরুদ্রের জীবিত সময়ে এই নাটক রচিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণিত হয় না। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যচরিতের উপাদান নামক গ্রন্থে নাটক রচনার এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিয়া নাটককে কবিকর্ণপুরের কাব্যেরও পূর্ববর্তী সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।[১] কিন্তু তাঁহার এই মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

কর্ণপুরের গ্রন্থদ্বয়ের প্রদত্ত তারিখ অনুসারে নাটকের রচনা সমাপ্তি-কাল ১৪৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ ও কাব্যের রচনাকাল ১৪৬৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রদ্ধেয় বিমানবিহারী মজুমদার নাটকের সমাপ্তি নির্দেশক শ্লোকটিকে অন্য ব্যক্তির সংযোজিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে নাটক প্রতাপরুদ্রের জীবিত সময়ে, কাব্যের পূর্বেই রচিত হয়।[২]

অন্তত দুইটি কারণে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় না ঃ

প্রথমত, কবিকর্ণপুরের এই গ্রন্থদ্বয় একখানি অপরের পরিপূরক। কাব্যে শ্রীচৈতন্যের বাল্য হইতে সন্ন্যাসোত্তর জীবনের কয়েক বৎসরের আখ্যান স্থান পাইয়াছে, নাটকে তাঁহার ধর্মজীবনের উপর বিশেষরূপে আলোকপাত করা হইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার বাল্যজীবনের পরবর্তী ভক্তজীবনের প্রকাশ ও সন্ন্যাসোত্তর জীবনে ধর্মপ্রচারের অধ্যায় সমূহকে পাঁচটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, প্রথমে তিনি শ্রীচৈতন্য-তিরোভাবের অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধানে মুরারির আদর্শে তাঁহার চরিতকাব্য রচনা করেন, এবং শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভের পরে পরিণত বয়সে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কাব্য অল্প বয়সের রচনা, সুতরাং ইহাতে অন্য গ্রন্থের আদর্শ প্রয়োজন হইয়াছিল। নাটক রচনার সময়ে পিতা শিবানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট শ্রুত কাহিনী ও শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব সঞ্চিত জ্ঞান অবলম্বনে স্বাধীন রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, কাব্য ও নাটকের তুলনামূলক বিচার করিলে ভাব, ভাষা ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মমত প্রকাশের নৈপুণ্যে নাটক অনেক উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে। এই সকল গুণের জন্যই নাটককে রচয়িতার পরিণত বয়সের রচনা সাব্যস্ত করিতে হয়।

নাটকে বৃন্দাবন গোস্বামীদের রচিত রস ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদির প্রভাব লক্ষিত হয়, কাব্যে সেরূপ প্রভাব স্বীকার্য নহে। কবিকর্ণপুর এই নাটক রচনায় কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে এই নাটকের প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। প্রবোধচন্দ্রোদয় আচার্য শংকরের মত-প্রকাশক একখানি দার্শনিক নাটক, কবিকর্ণপুরের নাটকেও চৈতন্য মতের দর্শন প্রকটিত। সুতরাং গৌড়ীয় আচার্যদের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-ধর্ম দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এই নাটকের সৃষ্টি অনুমান করা যাইতে পারে। বলাবাহুল্য, কবিকর্ণপুরের কাব্য-রচনার সময়ে গৌড়ীয় গোস্বামীদের শাস্ত্রমত বাংলায় প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে রচিত বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দের গ্রন্থে পূর্বোক্ত গ্রন্থাদির প্রভাববর্জিত ; অতএব চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক কবিকর্ণপুরের কাব্য হইতে পূর্বে রচিত হইতে পারে না।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কাব্যাপেক্ষা নাটক পরবর্তী রচনা, কিন্তু প্রকৃতই ইহা ৩০ বৎসরের ব্যবধানে রচিত হইয়াছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। গ্রন্থ রচনাকালের নির্দেশ দান কবিকর্ণপুরের রীতি, সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকে উদ্ধৃত তারিখ গ্রহণ করিলে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর (১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের) অনেক পরে এই গ্রন্থ সূচনা স্বীকার করিতে হয়। উড়িষ্যার রাজা এই প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মতের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল অবস্থান সময়ে তিনি সর্বোতোভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতাপরুদ্রের ন্যায় ভক্তরাজার শোকাপনোদনের কল্পনা করা হইয়াছে, এইরূপ অনুমানে সর্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সুতরাং অন্য কোন উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নাটকে সংযোজিত গ্রন্থ রচনার তারিখটিই অবশ্যগ্রহণীয়।[৩]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতিহাসিক মূল্য

শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনের উপকরণ মুরারির কড়চা ও কবি-কর্ণপুরের কাব্য হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসোত্তর জীবনীর পক্ষে নাটকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই নাটকের সাহায্য বহুলাংশে গ্রহণ করিয়া ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কবিকর্ণপুর নাটকেও নিত্যানন্দ প্রভুকে মহান্ অবধূত ও শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদরূপে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য এই গ্রন্থ হইতেও লাভ করা যায় না।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। "শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং
জগ্রন্থেকিয়তী তদীয়কৃপয়া বা'লেন যেয়ং ময়া।"
নাটকশেষে কবিকর্ণপুরের উক্তি।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের আলোচনা।

৩। "শাকে চতুর্দশ শতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরোহরি ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিং শ্চতুর্ণবাতিভাজি তদীয় লীলা
গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥"

৪। শ্রীচৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীমদ্ভাগবত তুল্য সমাদৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে জানা যায় যে, বৃন্দাবনধামের ভক্তদের মধ্যে ইহার পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। ভক্তি ও আন্তরিকতার সংমিশ্রণে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্ত-পরিকরদের চরিত্রগুলি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। চৈতন্য ভাগবত রচনার গুণে বৃন্দাবনদাস দেবব্যাস আখ্যা লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যলীলার আদিব্যাস আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের অন্যতম ভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর পুত্র। নারায়ণী দেবী বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে এই অনুগ্রহকাহিনী বর্ণিত আছে। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই। সেই জন্য আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—"হৈল পাপিষ্ঠ, জন্ম না হইল তখন।" তিনি শ্রীচৈতন্যলীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিত্যানন্দের বহুবিধ লীলারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কারণ গৌড়ে ধর্মপ্রচারের সময়েই তিনি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে যথাস্থানে এই সকল লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থ রচনাকাল

চৈতন্যভাগবতে গ্রন্থসমাপ্তিকালের উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান।[১] উল্লেখযোগ্য প্রমাণের অভাবে সঠিক রচনাকাল নির্ধারণ সম্ভব নহে। সেই জন্যই চৈতন্যভাগবতের সম্পাদক শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের জীবনী-প্রবন্ধে গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এক্ষণে এই মহাকবির মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনাকাল কি—যদি কেহ আমাদিগের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা হইলে আমরা অগত্যা নিরুত্তর থাকিতেই বাধ্য হইব। কেননা, তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

যাহাহউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণানুসারে ইহার মোটামুটি কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথমত, বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "অন্তর্যামীরূপে বলরাম ভগবান।
> আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥"
>
> মধ্য, ২য় অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপ অনুসারে ॥"

(১।১০)

এই সকল উক্তি হইতে নিত্যানন্দের জীবিত সময়ে তাঁহার আজ্ঞানুসারে বৃন্দাবনদাস গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান ভ্রান্ত। তিনি যে এই সময়ে জীবিত ছিলেন না গ্রন্থমধ্যেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। আদিখণ্ডে বৃন্দাবনদাসের উক্তি—

"জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়॥"

১।৬

মধ্যখণ্ডের উক্তি :

"নিত্যনন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥
হেন দিন হইব কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পরিবদ সহে একঠাঞি॥"

২।২২

সুতরাং নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরে যে এই গ্রন্থের উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নহে তাঁহার তিরোভাবের বহু পরে যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ-গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

প্রেমভক্তি প্রচারের গুরুরূপে নিত্যানন্দ বাংলার বৈষ্ণবসমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন। এই সমাজে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তিও কম ছিল না। কিন্তু চৈতন্যভাগবত রচনার সময়ে বাংলার বৈষ্ণবসমাজে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল যে, প্রকাশ্যভাবে নিত্যানন্দকে অবহেলা করিবার সাহস ও মনোভাব কোন কোন বৈষ্ণবভক্ত অর্জন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়। নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায়॥" ৩ এইরূপ আচরণকারী বৈষ্ণবদের তিনি তীব্রভাবে তিরস্কার করিয়াছেন। নিত্যানন্দের তিরোধানের বহু পরেই এই প্রকারের নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীদের প্রাদুর্ভাব সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়ত, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। তিনি গীতা, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, মহাভারত, নারদীয় সংহিতাদি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার ও ভাবানুবাদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার এই পাণ্ডিত্য তাঁহার পরিণত বয়সেরই সাক্ষ্য দান করে। গ্রন্থের প্রায় প্রতি অধ্যায়ে তাঁহার প্রভুদের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও আত্মনিবেদনের যে সুর লক্ষিত হয় তাহাও পরিণত বয়সের লেখকের পক্ষেই সম্ভব। অতএব এই গ্রন্থ তাঁহার চল্লিশোর্ধ্বের রচনা বলিয়াই ধারণা জন্মে।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্ববৎসর নারায়ণীর বয়স ছিল ৪।৫ বৎসর; [৪] সুতরাং বৃন্দাবনদাসের জন্ম ধরিতে হয় আনুমানিক ১৪৩৯-৪০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই হিসাবে চৈতন্যভাগবত অন্তত ১৪৭৯-৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় নাই স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের ব্যাসাবতার-তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের পূর্বে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই চৈতন্যভাগবতকাররূপে তাঁহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই গ্রন্থের কত পূর্বে চৈতন্যভাগবত সমাপ্ত হইয়াছিল তাহাই বিচার্য-বিষয়।

প্রথমত, নাটকে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলা অর্থাৎ তাঁহার সন্ন্যাসোত্তর জীবনের আখ্যানাদি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের শেষ-লীলা মুরারির কড়চার অন্তর্ভুক্ত ছিলনা; সুতরাং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা আদর্শ গ্রন্থের সহায়তা লাভ করে নাই। এই সময়ে নাটক প্রচলিত থাকিলে বৃন্দাবন দাস উহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে নাটকের কোনও প্রভাব লক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, কবিকর্ণপুরের নাটকে বৃন্দাবন গোস্বামীদের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। রাগমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল ভাবাবলম্বনে ভজনের উল্লেখ এবং দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণকে পরদেবতা তত্ত্বরূপে গ্রহণে [৫] গৌড়ীয় শাস্ত্রাদির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে দাস্যভাব ভিন্ন অন্য কোনও ভাবের পরিচয় নাই; এই গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ অভিন্নদেবতারূপে গৃহীত, উভয়েই চতুর্ভুজ। [৬] বলাবাহুল্য, বৃন্দাবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামীদের মতে এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। তাঁহাদের মতে বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর, নারায়ণ হইতে তিনি ভিন্ন।

গৌড়ীয় মতের সিদ্ধান্তাদির সহিত এই পার্থক্যের জন্য বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে এই মত প্রচারের পূর্ববর্তী সাব্যস্ত করিতে হয় এবং এইভাবে নাটকের সহিত তুলনামূলক বিচারে ভাগবতকেই প্রাচীন রচনারূপে গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের রচনা হইলে ইহার ১০।১২ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৫৬০—৬২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তাদি হইতে এই ধারণাই জন্মে যে, এই গ্রন্থ ১৫৫৫-৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সমাপ্ত হইয়াছিল।

প্রামাণিকতা বিচার

বৃন্দাবনদাস গ্রন্থমধ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের যশঃ ও মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ রচিত।[৭] বস্তুত বৃন্দাবনদাস তাঁহার ঐশ্বর্য ও ভগবত্তা প্রচারে যে পরিমাণ প্রয়াস পাইয়াছেন, সুষ্ঠু জীবনচরিত রচনায় সে তুলনায় অল্প সচেষ্ট ছিলেন। ফলত, চৈতন্যজীবনী হিসাবে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

প্রথমত, বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রমাণে বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবদেবীর চরিত্রের সহিত চৈতন্যভাগবতের শ্রীকৃষ্ণাবতার গৌরাঙ্গের প্রায় সম্পূর্ণই ঐক্য।

চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যসমূহে দেখা যায় যে, পৌরাণিক কোন দেব বা দেবী প্রথমে মর্ত্যের কোন গৃহে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, এবং নানারূপ ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ করেন। লৌকিকাংশে মানুষের ন্যায় তাঁহাদেরও সুখ দুঃখেরই জীবন, কিন্তু তাঁহারা যে দেবতা সেকথা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন না। নানাবিধ ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহারা মর্ত্যের মানবের নিকট হইতে পূজা আদায় করেন। ভক্তদের বরপ্রদান এবং বিদ্বেষীদের নিগ্রহ করা—ইহাই তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; এইভাবেই কাব্যোক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গ্রন্থেও দেখা যায় যে, নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই মর্ত্যে শচীগর্ভে আবির্ভূত। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার আদরের দুলাল নিমাই বাল্যকালেই নানাবিধ ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ করেন; যশোদাদুলাল ও শচীর নন্দন এখানে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন; যৌবনলীলায় ভাবাবিষ্ট অবস্থায়—"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ॥ প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ। মাগ মাগ আরে নাঢ়া আরে শ্রীনিবাস (২।২১)॥" ইত্যাদি উক্তিতে নিজের ঈশ্বরতত্ত্বের প্রচার এবং ভক্তদের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ ও বরদান; কাজীর ন্যায় বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তিপ্রদান; দানীরূপে দান গ্রহণ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় পূর্বোক্ত মঙ্গলকাব্যকে অনুসরণের ফলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের ঐশ্বর্যভাবের বিশেষ প্রকাশ তাঁহার মানুষী মহিমাকে ব্যাহত করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থরচনায় প্রথমাংশে প্রধানত মুরারির কাব্য হইতেই উপকরণ সমাহৃত হইয়াছে, স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তদের নিকট হইতেও বৃন্দাবনদাস তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকিবার কথা নহে। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে অতিরঞ্জন, অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক বর্ণনার প্রতি গ্রন্থকারের ঝোঁক তাঁহার আখ্যানের প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে বৃন্দাবনদাসের এই রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম, দিগ্বিজয়ী পরাভব কাহিনী (১।৯) ও দ্বিতীয়, মিশ্রপুরন্দরের গৃহে সমাগত তৈর্থিক সন্ন্যাসীর কাহিনী (১।৩)—এই দুইটি কাহিনীর বর্ণনা অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তিদোষেদুষ্ট॥

তৃতীয়, মুরারির গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের বরাহ আবেশের কাহিনীতে অলৌকিক বর্ণনার সংযোগ ঘটিয়াছে। "গর্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে খুর চারি" এই বর্ণনায় বাস্তবতার অপলাপ স্বীকার্য। এই পর্যায়ের আখ্যান বৃন্দাবনদাসের কল্পনাপ্রসূত না হইলেও সম্পূর্ণাংশ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তৃতীয়ত, চরিতগ্রন্থ হিসাবে চৈতন্যভাগবত অসম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের সূত্রোক্ত কয়েকটি আখ্যান যেমন শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ এবং রামানন্দের মিলন কাহিনী ইহাতে যথাস্থানে বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিতে সংকোচ বোধেই বৃন্দাবনদাস সূত্রধৃত কোন কোন লীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও বলিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দচরিত বর্ণনায় এতদূর আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ চরিত রচনায় অসমর্থ হন।[৮] কৃষ্ণদাসের উক্তি সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হইলেও চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিত গ্রন্থ হিসাবে যে অসম্পূর্ণ এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত উল্লেখ সম্পূর্ণাংশে সমর্থনযোগ্য নহে এইজন্য যে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য কুণ্ঠিত হইয়া বৃন্দাবনদাস পূর্বোক্ত আখ্যানগুলি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন মনে হয় না। অন্তখণ্ডে প্রতাপরুদ্রকে চৈতন্যদেবের কৃপা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীচৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন—"তুমি সার্বভৌম আর রামানন্দ রায়। তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায় (৩।৫)।" এই তিনের মধ্যে তিনি দুইজনের প্রতি কৃপা বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু রামানন্দের কাহিনী সম্বন্ধে তিনি নীরব। রামানন্দের সহিত মিলনের আখ্যানটির বিস্তৃত বর্ণনায় কান্তাভাবে ভজনের আলোচনা অপরিহার্য, কিন্তু নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস দাস্য ও সখ্যভাবেরই সমর্থক; এই কারণেই সম্ভবত এই কাহিনী চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হয় নাই। মোটের উপর, কারণ যাহাই হউক, এই আখ্যান বর্ণনা না করাতে চৈতন্যজীবনীর একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায় বাদ পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে বর্ণিত নিত্যানন্দ জীবনীও সম্পূর্ণাঙ্গ নহে। তাঁহার জীবনীর যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাঁহার বিবাহ-আখ্যানটি অন্যতম। নিত্যানন্দের বিবাহ আখ্যান পরিত্যাগ এবং তদীয় পত্নীদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবী, পুত্র বীরভদ্রের অনুল্লেখও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনে হয়। অবশ্য চৈতন্যজীবনীর সহিত এই অংশের সংযোগ অল্প; সেইজন্য এই অংশ পরিত্যক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, এই গ্রন্থ অবলম্বনে চৈতন্য বা নিত্যানন্দের সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনা সম্ভব নহে।

ঐতিহাসিক মূল্য

পূর্বোক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ঐশ্বর্য ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও চৈতন্যচরিত্রের লৌকিকাংশ মানুষী মহিমায় উজ্জ্বল। বাল্যকালের চঞ্চল নিমাই, যৌবনের উদ্ধত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ও পরবর্তী সময়ের ভক্ত গৌরাঙ্গের যে চিত্র চৈতন্যভাগবতে অংকিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। এই গ্রন্থ অবলম্বনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যের কালানুক্রমিক সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের বিন্যাস সম্ভব না হইলেও তাঁহার এবং তদীয় ভক্তদের অনেক তথ্যই এই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা যায়। অতিরঞ্জন ও অলৌকিকতার জাল হইতে মুক্ত করিয়া লইলে তাঁহার বর্ণিত আখ্যানসমূহ হইতে নির্ভরযোগ্য তথ্যই লাভ করা যায়।

এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ বলরাম ও লক্ষ্মণের অবতাররূপে গণ্য হইলেও তাঁহার চরিত্রে ঐশ্বর্যভাবের বিশেষ প্রাবল্য লক্ষিত হয় না। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্যই অনেকাংশে তাঁহার কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধর্ম-প্রচারক অবধূত নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সুতরাং এই চরিত্রটির স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য; সুতরাং চৈতন্যভাগবতে তদীয় প্রভুর প্রসঙ্গ বিশেষ স্থান অধিকার করিবে ইহাই স্বাভাবিক। বস্তুত চৈতন্যজীবনীর ন্যায় নিত্যানন্দের বাল্য, যৌবন ও শেষজীবনের প্রায় সকল আখ্যানই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দ দার পরিগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার বিবাহ ও তিরোধান এই দুইটি অংশ এই গ্রন্থে পরিবর্জিত হইয়াছে। বলদেব ও নিত্যানন্দ অভিন্নতত্ত্ব; সুতরাং কোন কোন আখ্যানে বলদেবের ক্রিয়া-কলাপ নিত্যানন্দে অর্পিত হইলেও (যেমন, তীর্থ পর্যটনে বলদেবের তীর্থভ্রমণ ক্রমের অনুসরণ), অন্যান্য অংশে নিত্যানন্দ জীবনীর ঐতিহাসিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের পরবর্তী প্রধান ঘটনাবলীর সূত্রের ধারকরূপে মুরারির কড়চার মূল্য স্বীকার্য। বৃন্দাবনদাস বহুলাংশে এই কড়চার নিকট ঋণী, কিন্তু নিত্যানন্দের বাল্যজীবন, তীর্থভ্রমণ, নবদ্বীপ অবস্থান কালের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, নীলাচল হইতে বাংলায় প্রত্যাগমন ও ধর্মপ্রচার, নিত্যানন্দ শিষ্যদের পরিচয় ইত্যাদি আখ্যানসমূহ তাঁহার নিজস্ব। সুতরাং নিত্যানন্দের জীবনী রচনায় মুরারির কড়চা ও চৈতন্যভাগবতই প্রধান অবলম্বন। তাঁহার বিবাহোত্তর জীবনের উপকরণ সংগ্রহে আর একখানি গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন —এই গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যভাগবত একখানি তথ্যবহুল গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বৈষ্ণবভক্ত ও বৈষ্ণব সমাজের বহুবিধ তথ্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় তথ্যের সমাবেশ গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক-মূল্য বৃদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছে। সেই জন্যই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবভক্ত ও ঐতিহাসিক—সকলের নিকটই আদৃত।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। বিভিন্ন সমালোচকদের মতে গ্রন্থের রচনাকাল—

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ—১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—বঙ্গরত্ন, ২য় ভাগ—১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মুরারিলাল অধিকারী—বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শিনী—১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

জগদ্বন্ধু ভদ্র—গৌরপদ তরঙ্গিনীর ভূমিকা—১৫৩৫ „।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী—বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা—১৫৩৫ „।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের অভিমত—"সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বেই গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্বেই গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।" (বঙ্গশ্রী—আশ্বিন, ১৩৪১ সাল)।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে কয়েকটি যুক্তিবলে এই সকল মতবাদ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল।" পৃঃ ১৯১।

২। শ্রীচৈতন্যভাগবত (পরিশিষ্ট)—পৃঃ ১১৫।

৩। চৈ· ভা.—২।৩।

৪। ঐ ,—২।২।

৫। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—কবিকর্ণপুর—১০।৭৪

৬। চৈ. ভা·—২।৮ ; ২।১৩

৭। "চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি। যেতে মতে চৈতন্যের যশ সেবাখানি" চৈ· ভা·—২।১৩ ;

৮। চৈতন্যচরিতামৃত—১।৮।

৫। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীলোচন দাস

লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থশেষে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় তিনি কোগ্রাম নিবাসী কমলাকর ও সদানন্দীর পুত্র এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুরারির কড়চার অনুসরণে পাঁচালীপ্রবন্ধে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।[১] সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ খণ্ড—এই চারিভাগে গ্রন্থখানি বিভক্ত।

গ্রন্থ রচনাকাল—

মধ্যখণ্ডের শেষে লোচনদাস লিখিয়াছেন—"চৈতন্যচরিতকথা কে কহিতে জানে। সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে॥"—অতএব তিনি মুরারির অনুসরণেই চৈতন্যচরিত রচনা করিলেন।[২] এই উক্তি হইতে এই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, লোচনের গ্রন্থ-রচনার সময়ে মুরারির কড়চা ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিত রচিত হয় নাই।

বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যের তুলনায় লোচনদাসের গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত। শেষখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তাঁহার নীলাচল আগমন, দক্ষিণদেশ ভ্রমণ, বৃন্দাবনধামের তীর্থাদি পরিদর্শন, গৌড় পর্যটন, প্রতাপরুদ্রের ও দ্রাবিড়ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাবর্ণনা—এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড়ব্রাহ্মণের আখ্যানের পরে তিনি লিখিয়াছেন—"শুন সর্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ। শেষ খণ্ড সায় কহে এ লোচন দাস"।[৩] চৈতন্যচরিত গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই সর্বাপেক্ষা পরবর্তী রচনা, তাঁহার গ্রন্থে ঘটনারও সেইরূপ বাহুল্য। জয়ানন্দের গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোভাবের পরবর্তী আখ্যানও স্থান পাইয়াছে এবং ইহা যে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরবর্তী তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে অধিক তথ্যের সমাবেশ চৈতন্যমঙ্গলেরই প্রাচীনত্ব সূচনা করে। এতৎসত্ত্বেও লোচনের কাব্যকে পূর্ববর্তী সাব্যস্তে বাধা এই যে, মুদ্রিত গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাসকে বন্দনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে, জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে॥" এই কাব্য-রচনার সময়েই চৈতন্যভাগবত-পাঠে জগতবাসী মুগ্ধ হইয়াছে জানা যাইতেছে ; অতএব এই গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গলের অনেক পূর্বেই রচিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। অথচ পাঁচালীপ্রবন্ধে গ্রন্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে এই বিখ্যাত গ্রন্থের কোনরূপ উল্লেখ করা হয় নাই, বরং মুরারির গ্রন্থ ভিন্ন অন্য চরিত্রগ্রন্থ ছিলনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ ইঙ্গিতই যে সুস্পষ্ট, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। লোচনের এই বিপরীতধর্মী উক্তি হইতে সন্দেহ হয় তিনি প্রথমে মুরারির কড়চার অনুসরণে, চৈতন্যভাগবতের পূর্বে, পাঁচালী-প্রবন্ধে চৈতন্যচরিত রচনা করিয়াছিলেন, পরে উহাতে কিছু অংশ সংযোজিত করেন। সেই জন্যই হয়ত কোন কোন পুথিতে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের আখ্যানও পাওয়া যায়, সকল পুথিতে নহে।[৪]

যাহা হউক বর্তমান প্রচলিত সমগ্র চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে, ইহা কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত এবং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের মধ্যবর্তী রচনা। লোচনের গ্রন্থে বৃন্দাবন গোস্বামীদের শাস্ত্রের [উজ্জ্বল নীলমণি ও ষট্‌সন্দর্ভ] প্রভাব লক্ষণীয়। শ্রীচৈতন্যের অবতরণের কারণ ও অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্বরূপ দামোদরের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্য অবতারের কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"আপনে আপন রস করে আস্বাদন। মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্বজন ॥
জীব উদ্ধারণ হেতু গৌণ করি মানি। এই হেতু অবতার বলি শিরোমণি ॥

[মধ্যখণ্ড, পৃঃ ৮৬।]

চৈতন্যমঙ্গলানুয়ায়ী গৌড়ীয় মতের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব—

"ভজিবে পরমব্রহ্ম নরাকৃতি তনু। ইন্দ্রনীল বরণ ত্রিভঙ্গ করে বেণু ॥
নব গোরোচনা গর্ভ গর্ব ভঙ্গ দ্যুতি। বৃষভানুসুতা নাম মূল যে প্রকৃতি ॥
নব বরাঙ্গনা কত বল্লবী বল্লবে। সমর্পিবে নিজ তনু নন্দসুতে পাবে ॥

[মধ্য, পৃঃ ৮৮]

এই উক্তি হইতে রাগমার্গে সখীর আনুগত্যে নন্দসুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের পূর্বে অন্য কোনও চৈতন্য-চরিত কাব্যে চৈতন্য অবতারের এই মুখ্য কারণ বা সখীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কাব্যকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কিছু পূর্বে এবং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত অনুমান করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক মূল্য—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের সম্প্রদায় তাঁহার নাগর রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, নিত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার রামকৃষ্ণের মিলিত ষড়ভুজ-রূপ দর্শনে মূর্ছিত হইয়াছেন, রামানন্দ রায় ও বৃন্দাবন গোস্বামিগণ তাঁহার মধ্যে রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্তিরই সন্ধান পাইয়াছেন। সুতরাং এক গৌরাঙ্গ ভাবভেদে ভক্তদের নিকট বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকট হইয়াছেন। নরহরি-সম্প্রদায়ের অভীপ্সিত রূপটি লোচনের গ্রন্থে এইরূপে চিত্রিত হইয়াছে—

"ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ তাহে নাগরিমা।
বিনোদ বিলাস লীলা লাবণ্যের সীমা ॥"

মধ্য খণ্ড, পৃঃ ১২৩।

তাঁহার রূপ ও কটাক্ষ দর্শনে নদীয়া নাগরীদের অবস্থা—

"গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান শরঘাতে।
মানিনীর মান মৃগ পলায় বিপথে ॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥"

নরহরি-সম্প্রদায়ের আস্বাদিত এই নাগর রূপটি নিত্যানন্দ-সম্প্রদায়ের নিকট অপ্রীতিকর বিবেচিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের মনোভাব চৈতন্যভাগবতে প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"এই মাত্র চাপল্য করেন সভাজনে। সবে স্ত্রী মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥
স্ত্রী হেন নামপ্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা বিদিত সংসারে ॥
অতএব মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি করে ॥"

[১।১৫]

যাহাহউক, বাংলাদেশের একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ লোচনের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে—সেই হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। শুধু নরহরি সম্প্রদায়ের মতবাদই নহে, তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের যে বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল, লোচনের গ্রন্থে তাহারও সাক্ষ্য বর্তমান। এই তথ্যের জন্যও চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য।

বৃন্দাবনদাস গৌরনাগর-বাদ সম্বন্ধে যে মন্তব্যই করুন, লোচনদাস নিত্যানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন—সেরূপ কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার কাব্যে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদরূপে নরহরির প্রাধান্য প্রমাণের প্রচেষ্টা থাকিলেও নিত্যানন্দকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে কখনও বঞ্চিত করা হয় নাই। তাঁহাকে তিনি প্রেমপ্রচারের গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন. শ্রীচৈতন্যের তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিন্নতত্ত্ব তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেইভাবেই তিনি নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন—"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। নিত্যানন্দ রাম বন্দো রোহিনীক পুত।" সুতরাং লোচনের কাব্যে একটি সম্প্রদায়ের মতবাদ ব্যক্ত হইলেও, এই গ্রন্থে একদেশদর্শিতার স্থান নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য লোচনদাস মুরারির নিকট ঋণী। সুতরাং শ্রীচৈতন্য বা নিত্যানন্দ সম্পর্কিত বিশেষ নতুন তথ্য এই কাব্য হইতে সংগ্রহ করা যায় না। নিত্যানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল কুবের [৫]—এই সংবাদটি বিশেষ মূল্যবান্, অন্য কোন গ্রন্থে এই নামটি উল্লিখিত হয় নাই।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈতন্যমঙ্গল—পৃঃ ৩।

২। "শ্রীমুরারি গুপ্ত বেঝা ধন্য তিন লোকে। পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাঁহাকে॥
কহিল মুরারি গুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে। যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥
শুনিয়া মাধুরী লোভে চিত উতরোল। নিজ দোষ না দেখিয়া মন ভোল ভোর॥
যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ। পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ॥"
—পৃঃ ১৬৯

৩। শেষ খণ্ড—পৃঃ ১৮৭।

৪। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত চৈতন্যমঙ্গল শেষখণ্ডে বিভীষণের কাহিনী বা দ্রাবিড়ব্রাহ্মণের কৃপার আখ্যানের পরে সমাপ্ত হইয়াছে (ইহার পরে লোচনের আত্মপরিচয়)। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বর্ণনাটি পাদটীকায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ তিনি যে কয়খানি প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুঁথির আদর্শে চৈতন্যমঙ্গল সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুস্তকে ও একখানি মুদ্রিত পুস্তকেই চৈতন্য তিরোভাবের আখ্যান আছে। এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—"একখানি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীর পুঁথিতে এবং ১৭৭৪ শকাব্দায় মুদ্রিত পুস্তকে এইখানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত পত্রগুলি (অর্থাৎ তিরোধান কাহিনী) কেবলমাত্র মুদ্রিত-গ্রন্থে—এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।" (পৃঃ ১৮৭)

৫। "পিতা-মাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত।।"

সূত্রখণ্ড—পৃঃ ২৮

৬। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ

জয়ানন্দের উক্তি হইতেই জানা যায় যে, বৈশাখ মাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে মাতামহের আলয়ে তাঁহার জন্ম, পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র ও মাতার নাম রোদনী। তাঁহার খুড়া ও জ্যেঠা ছিলেন রঘুনাথ উপাসক, পিতা চৈতন্যের ভক্ত, মাতা নিত্যানন্দের শিষ্যা।[১] বর্ধমানের সন্নিকটে আমাইপুরা নামক গ্রামে জয়ানন্দের পিতৃনিবাস।[২] বৈষ্ণব পরিবারের বংশধর জয়ানন্দ নিজেও প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব-বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব দেবতা মোর বৈষ্ণব ধ্যান।
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব প্রাণ।।
বৈষ্ণব চরণ ধুলা লাগু মোর গাএ।
সবংশে বিকালু মুঞি বৈষ্ণবের পাএ।।"

কাব্যান্তর্গত পদের শেষে জয়ানন্দ প্রায়শই যেরূপ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :

চিন্তিয়া গদাধর প্রাণনাথ পদ
পঙ্কজ মকরন্দে।
চৈতন্যমঙ্গল নিগম নিগূঢ়
গাএ দ্বিজ জয়ানন্দে।।"

কিন্তু অন্যত্র তিনি 'অভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদের'ও উল্লেখ করিয়াছেন। অভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদে তাঁহার চৈতন্যচরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনার অভিলাষ হইয়াছে, তিনি অভিরাম গোসাঞির দাস।৩ সুতরাং জয়ানন্দ উভয়েরই শিষ্য ছিলেন সাব্যস্ত করা যাইতে পারে, একজন তাঁহার শিক্ষাগুরু, অন্য জন দীক্ষাগুরু। যদুনন্দনের শাখা নির্ণয়ামৃতে জয়ানন্দকে গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত ধরা হইয়াছে। এই গ্রন্থে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ ও জয়ানন্দের ভণিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে গদাধর পণ্ডিতকেই তাঁহার দীক্ষাগুরু মনে হয়। চৈতন্যমঙ্গলে বৈরাগ্যতত্ত্ব, ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও জগন্নাথদেবের বন্দনাদির প্রতুলতা লক্ষ্য করিলে এই ধারণাই জন্মে যে তিনি ক্ষেত্র সন্ন্যাস অবলম্বনকারী গদাধর পণ্ডিতের নিকট উৎকলেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন।৪ জয়ানন্দের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এই যে, তিনি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব হইতে যোগতত্ত্বকে বাদ দেন নাই। নিত্যানন্দ শিষ্য সম্প্রদায় যে যোগ-বিভূতিতে পারদর্শী ছিলেন তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থ হইতে। অভিরাম গোসাঞি এই শিষ্যদের অন্যতম। সুতরাং জয়ানন্দের যোগতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান এই গোস্বামীরই প্রসাদের ফল, অর্থাৎ তিনিই তাঁহার (জয়ানন্দের) শিক্ষাগুরু এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

জয়ানন্দ বীরভদ্রেরও ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে তিনি বীরভদ্র, অভিরাম ও গদাধর পণ্ডিত—এই তিনজনের কৃপা ও আজ্ঞার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল :

> "বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
> শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা ।।
> গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
> শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচারি ।।"

পৃঃ ৩

রচনাকাল—

জয়ানন্দের গ্রন্থেও সমাপ্তিকালের উল্লেখ নাই। গ্রন্থমধ্যে পূর্ববর্তী চৈতন্যচরিত রচয়িতাদের নামের তালিকায় বৃন্দাবনদাসের ভাগবতের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা ভাগবতের পরে রচিত। কয়েকটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণানুসারে চৈতন্যমঙ্গলের মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে।

প্রথমত, জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা লাভ করিয়া তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব বৈষ্ণব-সমাজে বীরভদ্রের প্রভাব বিশেষরূপ বিস্তৃত হইবার পরে এই কাব্য রচিত হয়। কবিকর্ণপুর[৫] লোচনদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বৃন্দাবনদাস—ইঁহারা কেহই বীরভদ্রের উল্লেখ করেন নাই ; এই কারণেই মনে হয় বৈষ্ণব-সমাজে বীরভদ্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় সম্ভবত আরও পরে। চৈতন্যচরিতের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে বীরভদ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।৬ জয়ানন্দের কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামোল্লেখ বা তাঁহার গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদের কোন প্রভাব নাই। অতএব জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল উপরোক্ত চরিতকারদের গ্রন্থের পরে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের কিছু পূর্বে সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, জয়ানন্দের গ্রন্থে গৌরাবতারের প্রমাণকল্পে জৈমিনি সংহিতার উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে [পৃঃ ৫]। চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে এই প্রমাণ গৃহীত হয় নাই। বলাবাহুল্য, সংহিতাগ্রন্থের এই প্রমাণটি বহু পরেই প্রক্ষিপ্ত হইবার কথা, এবং এই প্রক্ষিপ্ত প্রমাণের প্রয়োগ অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় চৈতন্যমঙ্গলের অর্বাচীনতাই প্রমাণ করে।

তৃতীয়ত, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় তাঁহার ভক্ত-পরিকরদের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি-প্রভাবে বাঙ্গলায় যে ভক্তিধর্ম আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল, জয়ানন্দের গ্রন্থ-রচনার সময়ে তাহা একদিকে যেমন প্রসারলাভ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই তাহাতে কৃত্রিমতার প্রলেপ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি বৈষ্ণব-ধর্মের অবস্থা ও ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের মুখে যে ভবিষ্যদ্বাণী করাইয়াছেন, তাহাই তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের পরিচয়রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়ানন্দের বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইল ঃ

কেহো বা বৈরাগী হব কেহ উদাসীন।
কেহো দেবালয়ে সেবা করিব প্রবীণ॥
কেহো কেহো কৃষ্ণউন্মাদ কাটি সূত্রে।
কেহো বা মহান্ত কেহো মহান্তের পুত্রে॥
নানা অলঙ্কারে কেহো দিব্য পরিচ্ছদে।
দোলাএ ঘোড়াএ জাব কেহো মহান্ত সপদে॥
কলিযুগে প্রতিগ্রামে হব দেবালয়।
ত্রিবিধ প্রকারে সেবা হবেক নিশ্চয়॥
কারো দেবালএ হবে সঙ্কীর্তন বাদ।
কারো দেবালএ কেহো না লএ প্রসাদ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারো দেবালএ হব সতত কীর্তন।
মহান্ত গমন তথা বৈষ্ণব ভোজন॥
কোনো দেবালয়ে কেহো সেই বৃত্তি করি।
পরিবার পুষিবেক বৈষ্ণব রূপ ধরি॥

(বৈরাগ্য খণ্ড, পৃ: ৭১)

প্রতি গ্রামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, মূর্তিস্থাপন ও সেবাকানুসেবকে পৃথিবী ব্যাপ্ত হওয়া চৈতন্য ও পরিকরদের তিরোভাবের কয়েক বৎসর ব্যবধানেই সম্ভব। বৈষ্ণবসমাজে এই সময়ে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দেবালয়ে প্রসাদ বিতরণ ও সংকীর্তনাদি বন্ধ হইবার কারণ ধর্মে কর্মে লোকের অনাস্থা। এইরূপেই বৈষ্ণবধর্মে কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছিল। কৃত্রিমতা প্রবেশের আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করাতে। মোটের উপর এই বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে এই সময়ে চৈতন্য-পরিকরদের প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভাঙ্গন ধরিতে শুরু হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবত হইতে বৈষ্ণব সমাজের দলাদলি উদ্ভবের পরিচয় পাওয়া যায়, আর জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় কৃত্রিমতা বা অবনতির পরিচয়। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরদের তিরোভাবের অনেক পরে সম্ভব হইয়াছিল। এই অবস্থার পরেই সম্ভবত শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির আবির্ভাব। তাঁহাদের প্রভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। জয়ানন্দের গ্রন্থে শ্রীনিবাস নরোত্তমাদির কোনও উল্লেখ নাই, সুতরাং গৌড়ে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। অতএব ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ইহার রচনাকাল নির্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রচলিত মতানুসারে বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৭৭-১৬১৯।২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁহার রাজত্বকালেই শ্রীনিবাসাদির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং জয়ানন্দের গ্রন্থ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে রচিত।

প্রামাণিকতা বিচার

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সমসাময়িক গৌড়ীয় ভক্তদের সম্বন্ধে এরূপ অনেক সংবাদ চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায়, অন্যান্য চরিতগ্রন্থে যাহার উল্লেখ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু প্রদত্ত সংবাদ কয়েকস্থলে ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র—পূর্বে গোসাঞিঁর (শ্রীচৈতন্যের) শিষ্য, তাঁহার ছিল সর্বদাই—'চৈতন্যচরণ ধ্যান', তাঁহারই 'তপস্যা ফলে' জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচনায় মন হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সহিত জয়ানন্দের পিতার এইরূপ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও জয়ানন্দ তাঁহার জীবনী বর্ণনায় অনেকস্থলে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

১। জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের পিতাকে ধনবানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে ধনী ছিলেন না, মুরারির কড়চায় ও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন চৈতন্যদেব ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ২৮ বৎসর নীলাচল বাস করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ২৪ বৎসরের শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ছয় বৎসর গমনাগমনে কাটাইয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করেন।

৩। চৈতন্যদেবের পিতার মৃত্যুর পরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ, পরে বঙ্গদেশ (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) ভ্রমণ, এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে পিতৃপিণ্ড প্রদান উদ্দেশে গয়া গমন—ইহাই তাঁহার জীবনের ক্রম; জয়ানন্দ এই ক্রমটি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে গয়া গমনের আখ্যান ও পরে বিবাহ ও বঙ্গদেশ গমনের বর্ণনা করিয়াছেন।

জয়ানন্দ সর্বত্র চৈতন্যজীবনীর ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বাংলার চৈতন্য-চরিতকারদের গ্রন্থাদিও তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করেন নাই। সেইজন্যই চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত আখ্যানাদি যাচাই না করিয়া নির্বিবাদে গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে।

ঐতিহাসিক মূল্য

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বহু সংবাদে সমাকীর্ণ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকর সম্বন্ধীয় সংবাদ এবং তৎকালীন ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ক অনেক তথ্য এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাব্যপাঠে জানা যাইবে। পূর্বোক্ত কারণে চৈতন্যমঙ্গলের প্রামাণিকত্বা হানি হইলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা হইতে মূল্যবান্ তথ্যও লাভ করা যায়। এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। বিজয়খণ্ড ও উত্তর খণ্ডে প্রধানত নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্যদের আখ্যানই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। বিজয়খণ্ড হইতে উত্তর খণ্ড পর্যন্ত অংশের ক্রম অনুসারে বর্ণিতব্য বিষয়—চৈতন্যদেবের গৌড়ভ্রমণ, নীলাচল প্রত্যাবর্তন, নিত্যানন্দ-শিষ্যদের পরিচয়, তাঁহার ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রসমূহের উল্লেখ, সূত্রাকারে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা ; শ্রীচৈতন্যের বিয়োগ, নিত্যানন্দ ও গৌড়ীয় ভক্তদের তৎকালীন অবস্থা, নিত্যানন্দ শিষ্যদের পরিচয়. নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের তিরোভাব। এই সকল আখ্যানের মধ্যে চৈতন্য-তিরোভাবের পূর্ব পর্যন্ত বর্ণনায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের প্রভাব লক্ষিত হইলেও নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার কেন্দ্রের তালিকাটি এবং চৈতন্যের তিরোভাব হইতে পরবর্তী আখ্যান-সমূহ জয়ানন্দের নিজস্ব। তিনি স্বয়ং অভিরাম গোসাঞিঃর দাস, তাঁহার মাতা নিত্যানন্দের শিষ্যা, নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায় তাঁহার নিকট গুরুতুল্য—সুতরাং নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় সংবাদের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত চৈতন্যমঙ্গল-পাঠে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা নিত্যানন্দ ও তাঁহার পরিকরদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখিতেন।

২। চৈতন্যদেবের তিরোভাব সম্বন্ধে জয়ানন্দ নিম্নোক্ত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন—

পুরীধামে রথযাত্রায় নৃত্য করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যের বাম পায়ে ইঁট ফুটিয়া ব্যথা হইয়া উঠে, এই ক্ষতের বেদনায় তিনি শয্যাশায়ী হয়েন। টোটা গোপীনাথে এই তাঁহার শেষ শয়ন। তাঁহার তিরোধানের তিথি ও সময় এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

> আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
> রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠ পুরী ॥
> পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
> কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥" (পৃঃ ১৫০)

গদাধর পণ্ডিত এই সময়ে টোটাশ্রমে বাস করিতেন। চৈতন্যদেবের শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে তাঁহার উপস্থিতি সহজেই অনুমেয়। শিষ্য জয়ানন্দ সম্ভবত তাঁহার নিকটেই চৈতন্যদেবের তিরোধান কাহিনী জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

৩। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাবের মাস-তিথিও জয়ানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন :

আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি॥
একাদশী দিবসে প্রলয় আরম্ভ হইলা।
অনন্তের নাকের শ্বাসে পৃথিবী কাঁপিলা॥
নিত্যানন্দ বিজয় শুনিল সে মহান্ত।
বীরভদ্র দেখি সভে দাঁড়াইল একান্ত॥
সুনিঞা অদ্বৈত অন্তরে রহিল বড় দুঃখ।
হাহা চৈতন্য নিত্যানন্দ স্বরূপ॥
আচার্য গোসাঞি কথোদিন বঞ্চিলা।
পৃথিবী ছাড়িব ইহা সভারে কহিলা॥
পৌষমাসে শুক্লা এয়োদশী তিথি হৈলা।
আচার্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠে গমন করিলা॥

জয়ানন্দের এই উক্তি অনুসারে জানা যাইতেছে যে, অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের পরে দেহরক্ষা করেন।

৪। চৈতন্যদেবের তিরোধান সংবাদে নিত্যানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল জয়ানন্দের কাব্য হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে এই সময়ে গৌড়ীয় ভক্তদের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি সুনি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী॥
সর্ব পারিষদ লঞা শ্রীরামদাস।
নিত্যানন্দ প্রবোধিলা করিঞা আশ্বাস॥
পুরুষোত্তম আদি অদ্বৈত পরিষদ।
চৈতন্য বিজয় মুনি হৈলা নিশবদ॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥
চৈতন্য বিজয়লীলা করিলা শ্রবণ॥" (পৃঃ ১৫০-১৫১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। নিত্যানন্দ জীবনীর শেষাংশ জয়ানন্দের পূর্ববর্তী চরিতগ্রন্থাদি হইতে অবগত হওয়া যায় না, তিনিই সে অভাব বহুল পরিমাণে পূরণ করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গল হইতে নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত সংবাদের মধ্যে জানা যায় যে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দ প্রভু বিচ্ছেদ-কাতর ভক্তদের মনে উদ্দীপনা জোগাইবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময়েই একবার বলরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়বেশ ধারণপূর্বক তিনি মথুরা ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

জয়ানন্দের বর্ণনানুসারে মনে হয় মথুরা পর্যটনান্তে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সূর্যদাসের কন্যাদ্বয় বসু ও জাহ্নবার পাণিগ্রহণ করেন এবং দুই পত্নীর গর্ভে দুই সন্তানের জন্ম হয়। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—

"কথোদিনে নিত্যানন্দের শিখাসূত্র ধরি।
মহামল্লবেশ ক্ষিতি পর্যটন করি॥
সূর্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
পাণি গ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দ কৌতুকী।
বসুগর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামর্দ॥" (পৃঃ ১৫১)

শ্রীচৈতন্যচরিত রচয়িতাদের মধ্যে জয়ানন্দই সর্বপ্রথম নিত্যানন্দের বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রচলিত মতানুসারে জাহ্নবার কোন পুত্রসন্তান নাই। রামভদ্র তাঁহার দত্তক পুত্র। চৈতন্যমঙ্গল রচনাকালে রামভদ্র জাহ্নবার পুত্ররূপে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন মনে হয়।

৬। জয়ানন্দের গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের সহিত যোগতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার মতে দান ধ্যানে কোটিকল্পেও কৃষ্ণলাভ হয় না। যথা ভক্ত, তথাই কৃষ্ণের আবির্ভাব; তাঁহাকে যে যেরূপে ভজনা করেন সেইরূপেই লাভ করেন।[৯] অন্যত্র মুক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে জড়ভরতের আখ্যানে বলিয়াছেন যে, যোগসিদ্ধিই মুক্তির উপায়।[১০] এই যোগ সাধনায় ধ্যেয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানেই নির্বাণ লাভ সম্ভব।[১১] শুধু যোগতত্ত্বই নহে সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের অনুরূপ দেহতত্ত্বের উল্লেখও আছে এই গ্রন্থে।[১২] জয়ানন্দ নিত্যানন্দ শিষ্যদের, বিশেষত বীরভদ্র ও অভিরাম গোস্বামীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ অলৌকিক কার্যে সক্ষম ছিলেন।[১৩] যোগবিভূতিতে পারদর্শিতাই ইহার কারণ মনে হয়। ইহা ছাড়া, যোগসাধক বাউল সম্প্রদায় বীরভদ্রকে গুরুরূপে মান্য করিতেন।—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল কারণে মনে হয় জয়ানন্দ অভিরাম, বীরভদ্রাদির নিকট হইতে যোগতন্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বীরভদ্র ও অভিরাম প্রভৃতি নিত্যানন্দ-শিষ্যদের সাধন ধারার একটি দিকের পরিচয় লাভ করা যায়, এইজন্য জয়ানন্দের গ্রন্থের মূল্য স্বীকার্য।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নির্ধারিত হইবে। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে বর্ণিত আখ্যানাদি সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিলনা ; সেইজন্যই অপ্রামাণিক ঘটনাও তাঁহার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু শেষাংশে ইহাতে অনেক মূল্যবান্ তথ্যের সন্নিবেশ হইয়াছে।

পূর্বে অনালোচিত নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় কয়েকটি নূতন সংবাদের উল্লেখ করিয়া জয়ানন্দের গ্রন্থ সমালোচনা শেষ করা যাইতে পারে।

১। জয়ানন্দের উক্তি অনুসারে নিত্যানন্দের পিতার নাম পরমানন্দ (হারু ওঝা), লোচনের কাব্যেও এই নামটি পাওয়া যায় কিন্তু গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা ও প্রেমবিলাসের মতে হারু ওঝার নামান্তর মুকুন্দ।

২। পদ্মাবতী-নন্দন নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচাকার অন্তর্গত খলকপুরে।

৩। বিবাহের পরে নিত্যানন্দ খড়দহে নিবাস স্থাপন করেন।[১৪]

৪। জয়ানন্দ নিত্যানন্দের শিষ্যদিগকে গুরুসম স্বীকার করিয়াছেন এবং অভিরাম ও বীরভদ্রের কৃপার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিত্যানন্দের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন সেরূপ কোন স্বীকারোক্তি কোথাও না করিলেও তাঁহাকে ঋষি,[১৫] পরমহংস[১৬] ও প্রেমের সাগরের কর্ণধাররূপে[১৭] অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার ধর্মপ্রচার সময়ের সুন্দর একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়। বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইল—

"ঘুর্ণিত লোচন বারুণীমদে মত্ত।
হরসিত হাস্যমুখ অসীম মহত্ব॥
কীরে কীরে শব্দ মহা গভীর হুঙ্কার।
ভাবাবেশে রসাবেশে অশেষ বিকার॥
রঙ্গে সঙ্গে চপল অশেষ চারুবাণী।
সতত রভস মৃদু মন্দ ভাষিণী॥
অস্থির চরণ ক্ষণে চলে লাফে লাফে।
পদ তলাঘাতে ঘন ঘন ক্ষিতি কাঁপে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

• Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরত কীর্তন লালন সঙ্গী সঙ্গে।
সুরনদী তীরে নবদ্বীপ গেলা রঙ্গে ॥"
(নদীয়া খণ্ড, পৃঃ ৫৫)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু নিত্যানন্দের ঐতিহাসিক জীবনী রচনায় চৈতন্যমঙ্গল হইতে তথ্য গ্রহণ অপরিহার্য।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। সন্ন্যাস খণ্ড, পৃঃ—৮৪।

২। বিজয় খণ্ড, পৃঃ—১৪০।

৩। অভিরাম গোসাঞির দাস মিশ্র গোসাঞির সুত
সর্বসুখ কাটোয়া নগরী। পৃঃ—৮৯।

৪। জয়ানন্দ প্রথমেই মঙ্গলাচরণে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বন্দনা করিয়াছেন।

"ক্ষিতিতলে পড়িআ শিরসি জোড় হাথে, প্রথমে বন্দিব সুখময় জগন্নাথে ॥
ভদ্রা বলরাম বন্দোঁ সুদর্শন সঙ্গে, তরঙ্গে উথলে সিন্ধু স্তুতি করে রঙ্গে ॥"

চৈতন্যমঙ্গলের নয়টি খণ্ডের মধ্যে বৈরাগ্যখণ্ড ও প্রকাশখণ্ড অন্যতম। বৈরাগ্যখণ্ডে বৈরাগ্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "উত্তম বৈরাগ্যখণ্ড নব-খণ্ডের সার" (পৃঃ ৮২)। সমগ্র প্রকাশখণ্ডে তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। কবিকর্ণপুরের কাব্য ও নাটকে বীরভদ্রের উল্লেখ নাই। গৌর গণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে গৌড়ীয় ভক্তদের তত্ত্বনির্ণয় স্থলে বীরভদ্রের তত্ত্বও নির্ধারিত হইয়াছে (সংকর্ষণের পয়োব্ধিশায়ী নামক ব্যূহ)।

৬। চৈতন্যচরিতামৃত—১।১১।

৭। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার চৈতন্যচরিতের উপাদান নামক গ্রন্থে জয়ানন্দের গ্রন্থ আলোচনাপ্রসঙ্গে চৈতন্যমঙ্গলের ভুল সংবাদের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (পৃঃ ২৩২-২৩৭)। সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৮। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের কার্যকলাপের প্রত্যক্ষদর্শী—এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি জয়ানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"নদীয়ার লোক যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪/৭১

তার তুমি আঁখি। এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাখী।" (মুখবন্ধ)। নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে জয়ানন্দ অন্যত্রও এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"চাপা দুধের সর
ক্ষীর লাড়ু মনোহর
আপনি খাইয়া মিছে দোষে।
জিজ্ঞাসিলে করে দ্বন্দ্ব।
তাহে সাক্ষী জয়ানন্দ
তোমারে করিল আর দাসে॥" পৃঃ ২২

কিন্তু তিনি যে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না তাহার প্রমাণ জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায়। বিজয়খণ্ডে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবার সময়ে তাঁহার পিতার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মায়ের হাতের রান্না গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তাঁহার 'গুইয়া' নাম ঘুচাইয়া তিনি 'জয়ানন্দ' নাম রাখেন (পৃঃ ১৪৫)। জয়ানন্দ নামকরণের সময় তাঁহার কিরূপ বয়স হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "তখনও বোধহয় কবি শৈশব অতিক্রম করেন নাই, বড় হইলে তাঁহার নামটি পাকা হইয়া যাইত, তখন বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত আর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হইত না।" তাঁহার এই মত সমর্থন করিয়া এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, জয়ানন্দ শৈশবে শ্রীচৈতন্যকে যখন গৌড়ে দেখিয়াছিলেন, সেই সময়ের ঘটনা মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে নবদ্বীপবাসীর আঁখি বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাহা স্বীকার করা যায় না।

৯। "দানধ্যান কোটিকল্পে কৃষ্ণ নাহি পাই।
যথা ভক্ত তথা কৃষ্ণ দেখ সর্ব ঠাঞি॥
কৃষ্ণের ভজন ভিন্ন সভে নাহি জানে।
জে জেমন তারে তেমন প্রভু চক্রপাণি॥"
প্রকাশখণ্ড, পৃঃ ১২৮।

১০। "এইমত জন্ম জড়ভরতের শক্তি।
যোগসিদ্ধি হইল তার তবে হৈল মুক্তি॥"
বৈরাগ্যখণ্ড, পৃঃ ১৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। "বুঝিঞা এসব কথা কৃষ্ণ কর ধ্যান।
কৃষ্ণ না ভজিলে অন্যে নহেত নির্বাণ॥"
ঐ

১২। "আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার।
তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার॥

একাদশ চোর তাহে দস্যু পাঁচজন।
গঙ্গা যমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ॥

হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী সুষুম্নার মূলে॥

সহস্রদল পদ্ম মধ্যে শতদল পদ্ম।
তার মধ্যে রত্ন সিংহাসনে দেব সদ্ম॥

প্রধান পুরুষ তাহে প্রকৃতির পর।
তার মধ্যে পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর॥"
ইত্যাদি, পৃঃ ৭১।

১৩। "মুরারি চৈতন্যদাস ব্যাঘ্র ধরি আনে।
নাগশয্যায় নিদ্রা যায় সর্বলোকে জানে॥

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পানীর ভিতরে।
কুম্ভীর ধরিয়া আনে সবার গোচরে॥

প্রেমের উন্মাদ বড় কমলাকর পিপলাই।
নিজ অঙ্গ কাটি তনু বাহ্যজ্ঞান নাই॥

কাজি সনে বাদ করিল গদাধর দাস।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিল দেখি লোকে ত্রাস।"
ইত্যাদি ১৫১ পৃঃ

১৪। "শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥" উত্তর খণ্ড, পৃঃ ১৫১।

১৫। 'মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।' সন্ন্যাস খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

১৬। উৎকল খণ্ড—পৃঃ ৯।

১৭। উত্তর খণ্ড—পৃঃ ১৪৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় দার্শনিক মতবাদ এবং গৌরতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা সমন্বিত একখানি অপূর্ব গ্রন্থ; বাংলা-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ এবং বৈষ্ণবসমাজে ভাগবতসদৃশ সমাদৃত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পিতৃমাতৃ পরিচয় জানা যায় না। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব পরিবারেরই সন্তান, তাঁহার গৃহে অহোরাত্র কীর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বর্ধমান জিলার কাটোয়ার নিকটে নৈহাটি নামে গ্রাম, ইহার সমীপবর্তী ঝামটপুরে কবিরাজ গোস্বামীর পিতৃনিবাস। স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনলাভ ঘটে। তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাস স্বগ্রাম ত্যাগ করেন এবং বৃন্দাবনবাসী হন। নিত্যানন্দ কৃপায় বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস যাহা লাভ করিয়াছিলেন, সশ্রদ্ধ চিত্তে তিনি তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন—

"জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়। যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ। যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥"

(১।৫।১৯৯-২০৩)

বৃন্দাবন গোস্বামীদের সাহচর্যে ও কৃপায় তিনি বহু তত্ত্ব ও তথ্য লাভে বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতেই তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। বৃন্দাবন-বাস কালে কৃষ্ণদাস অন্যান্য গোস্বামীদের ন্যায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার ফলেই তিনি কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন।[১] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহার পরবর্তী।

গ্রন্থোৎপত্তি

বৃন্দাবনধামের গোবিন্দদেবের মন্দিরে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের লীলা হিসাবে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, সেকারণ ভক্তদের অন্তরও অতৃপ্ত ছিল। তাঁহাদের এই অতৃপ্তি দূর মানসে, মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে, কৃষ্ণদাস চরিতামৃত রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।[২] বিনয়াবতার কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম ধ্যানে তাঁহার আজ্ঞালাভ করেন এবং চৈতন্যভাগবতের পরিপূরকস্বরূপ আদি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্য ও অন্ত খণ্ডে বিভক্ত এই সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে যে চৈতন্য-লীলার প্রকাশ, বাংলার চরিতকারগণের কাব্যে সে লীলা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের যে লীলা স্বরূপ ও রূপ সনাতনাদি ভক্তগণের আস্বাদ্য ছিল সেই সুমধুর লীলারস পরিবেষণকল্পেই চরিতামৃতের উৎপত্তি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

গ্রন্থ রচনাকাল

কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বকীয় স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, বৃন্দাবনধামে অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। যে সকল বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের আদেশে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের একটি নামের তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় শ্রীচৈতন্যের পরিকরদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন গোস্বামীদের মধ্যে কেহ তখন জীবিত (শ্রীজীব ভিন্ন) ছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁহাদের স্মরণ করিয়া তিনি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন—

"মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুই বিষয় লালস। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথের চরণের এই বল। যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥"
(১।৮।৮৪)

চৈতন্য-চরিতামৃতের মুদ্রিত সংস্করণাদিতে দুই রকমের সমাপ্তিকাল দেখা যায়। অধিকাংশ পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণাদিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

এই শ্লোক হইতে দুইটি তারিখ পাওয়া যায়—সিন্ধু শব্দের প্রচলিতার্থ ৭ ধরিয়া ১৫৩৭ শক অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং সিন্ধু অর্থ ৪ ধরিয়া ১৫৩৪ শক অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ। উভয় শকেই তিথি ও বার গণনায় ঐক্য থাকে, সুতরাং দুইটি তারিখই যে গ্রহণযোগ্য শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার ইহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।[৩]

সমাপ্তিসূচক অন্য শ্লোকটি এইরূপ —

"শাকেহগ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমবিলাসকার চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিসূচক এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দে যখন।।
জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবারে কৃষ্ণ পঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥"

কিন্তু তারিখটি যে ভ্রমাত্মক শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গণনা করিয়া তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৫০৩ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারে পড়ে নাই। এই বিষয়ে রাধাগোবিন্দ নাথ নিজ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্টে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব-উদ্ধৃত শ্লোকটিই যে প্রকৃত সমাপ্তিসূচক শ্লোক, পণ্ডিতগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত।

চৈতন্যচরিতামৃতের ঋণ

কৃষ্ণদাসের উক্তি অনুসারে তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক। বৃন্দাবনদাস যে লীলা বর্ণনা করেন তাহাই তিনি বিস্তৃত করিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতে যাহা বিস্তৃত তাহার সূত্রমাত্র এই গ্রন্থে বর্ণিত।[৪] এই লীলা-সূত্রের জন্য তিনি দুই জনের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন—

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥"

(১।১৩।১৫—১৭)

চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় তিনিও মহাজনদের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর যে শেষ লীলা চৈতন্যভাগবতে অনুক্ত, তাহা তিনি রঘুনাথের বিবৃতি ও স্বরূপের কড়চা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

"স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।"

শেষ লীলার আকরগ্রন্থরূপে রঘুনাথদাসের এক কড়চার বিষয় তিনি এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা কর্তা রহে দূর দেশে।
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন।
স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার। (১।১৪।৬–৯)

স্বরূপগোস্বামী চৈতন্যদেবের নীলাচল-লীলার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত ছিলেন, রঘুনাথ শেষ ষোল বৎসর মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন; সুতরাং এই গোস্বামী যে মহাপ্রভুর শেষ লীলার ভাণ্ডারী ছিলেন, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে। এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামীর আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

"চৈতন্য-লীলার রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিতে এই ভেটে॥" (২।২।১২–১৩)

মহাপ্রভুর যে শেষ লীলা বৃন্দাবনদাস ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহার উপকরণ কবিরাজ গোস্বামী এইভাবেই সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব-লীলা বর্ণনায় বাংলায় চরিতকার মুরারি ও কবিকর্ণপুরের গ্রন্থাদি তিনি বিশেষরূপে অনুসরণ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুরের কাব্য ও নাটক হইতে প্রচুর শ্লোক উদ্ধার ভিন্ন তিনটি প্রধান আখ্যানে চৈতন্য-চরিতামৃতে কবিকর্ণপুরের ঋণ-স্বীকৃতি রহিয়াছে।[৫] কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিভিন্ন গ্রন্থ ও কড়চাদি অবলম্বনে চৈতন্য-জীবনী সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রামাণিকতা বিচার

বৈষ্ণবভক্ত ও ঐতিহাসিক মহলে এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হইলেও কেবল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র এই গ্রন্থানুসারে শ্রীচৈতন্য অথবা নিত্যানন্দের জীবনচরিত রচনা করা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রথমত, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বহু বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত, কৃষ্ণদাস তাঁহার সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী জীবনীর আখ্যান বর্ণনায় স্ব-ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব-প্রচলিত চরিত-গ্রন্থাদি অনুসরণ করিয়াছেন। এই আখ্যান সম্বন্ধে তাঁহার অথবা বৃন্দাবন গোস্বামীদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি প্রামাণিকতা বিচার না করিয়াই পূর্ব-প্রচলিত গ্রন্থাদি হইতে সংবাদ সমাহরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থে বৃন্দাবন গোস্বামীদের শাস্ত্রের প্রভাব অপরিমেয়। কৃষ্ণদাস গোস্বামী সুকৌশলে বিভিন্ন পাত্রের মুখে তাঁহাদের শাস্ত্রান্তর্গত তত্ত্বাদি প্রকাশ করিয়াছেন। এই গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যের মতবাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে যেভাবে সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির অবতারণা করা হইয়াছে এবং কবিরাজ গোস্বামী যেরূপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য ঠিক তদ্রূপভাবেই গোস্বামীদের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা অঙ্গীকার করা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। উড়িষ্যার রামানন্দ রায় ছিলেন পরম বৈষ্ণবভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তারূপে চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ দেশ পর্যটন সময়ে শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং এই সময়ে তাঁহার সহিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও কান্তাপ্রেমের আলোচনা হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সহিত বিস্তৃত আলোচনায় রামানন্দের মুখে কবিরাজ গোস্বামী যে সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে রূপ-গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি ও রঘুনাথদাসের স্তবাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দের সহিত এইরূপেই তত্ত্বাদির আলোচনা হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যের জীবিত সময়ে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে দার্শনিক মত বীজাকারে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রভাবে চৈতন্যচরিতামৃতে তাহাই পল্লবিত হইয়াছে।

জীবনচরিত রচনায় অল্পাধিক ত্রুটি সকল চরিতকারদের গ্রন্থেই প্রকট। একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৃষ্ণদাস গোস্বামীর রচনার গুণে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কোন অংশই বাদ দেওয়ার কল্পনা করা সম্ভব নহে; এই কারণেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচারের সময় কবিরাজ গোস্বামীর ত্রুটিগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতিহাসিক মূল্য

১। সংস্কৃত ভাষায় গোস্বামীদের প্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সকল প্রকারের দুরূহ তত্ত্বাদি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজ ও সরলরূপে প্রকাশ ও ব্যাখ্যাদ্বারা সাধারণের সহজবোধ্য করিয়াছেন, এবিষয়ে এই গ্রন্থের মূল্য অনন্যসাধারণ।

২। চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্য জীবনীর বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর সুস্পষ্টকাল নির্ধারণ করা হইয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক কোন ঘটনার ঐতিহাসিক সময় নির্ণয়ে এই গ্রন্থের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩। বৃন্দাবন গোস্বামীদের, বিশেষত, রঘুনাথের সাহচর্যে তিনি চৈতন্যদেবের শেষ লীলা, বৃন্দাবন গোস্বামীদের ও অন্যান্য ভক্তদের সম্বন্ধে নূতন সংবাদ পরিবেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সংবাদের ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।

৪। এই গ্রন্থে নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় কয়েকটি নূতন আখ্যান স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবনীর অংশ হিসাবে এই আখ্যানসমূহের মূল্য অনস্বীকার্য।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৩০২।

২। চৈ, চ,—১।৮।

৩। চৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৩২১।

৪। "চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন। সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥
তাঁর সূত্র আছে তেঁহো না কৈলা বর্ণন। যথা কথঞ্চিত করিলা লীলা কথন॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার। তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার॥"

অন্যত্র,

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান। সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
প্রভুর লীলামৃত তেহোঁ কৈল আস্বাদন। তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়া চর্বন॥
১।১৩।

৫। চৈ, চ,—৩।৬।২৬২; ৩।৬।২৬৫; ২।১৯।১১৯; ২।১৯।১৩৪; ২।১৪।৩৪৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। অদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর

অদ্বৈতের জীবনী অবলম্বনে কয়েকখানি চরিত-কাব্য রচিত হইয়াছিল, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ ইহাদের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ঈশান নাগরের মাতা অদ্বৈত পরিবারের আশ্রিতা ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সে মায়ের সহিত তিনি এই পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, স্বভাবতই অদ্বৈত প্রভুর সেবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল; তিনি শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃপা ও শ্রীমুখামৃতের উপদেশেও কৃতার্থ হইয়াছেন; অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুত তাঁহার সমবয়সী বন্ধু ছিলেন।

অদ্বৈতাচার্যের আদেশে তাঁহার জন্মস্থান লাউর গ্রামে, ঈশানের ৭৮ বৎসর বয়সে ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ৩৫ বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়।[১]

প্রামাণিকতা বিচার

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের অনুল্লেখে শ্রীচৈতন্য-জীবনী যেরূপ অসম্পূর্ণ, সেইরূপ অন্য দুই প্রভুর কাহিনী অভাবেও অদ্বৈতের জীবন-চরিত সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। সেই কারণেই অদ্বৈত-প্রকাশে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের আখ্যান স্থানলাভ করিয়াছে। সমসাময়িক ভক্তের রচিত চরিত-কাব্য ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের উপযোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই গ্রন্থের কৃত্রিমতা ধরা পড়িবে। কৃত্রিম গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে গ্রন্থসম্বন্ধীয় অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণিত হইবে।

প্রথম। অদ্বৈত-প্রকাশের কৃত্রিমতায় সন্দেহ জন্মিবার প্রথম ও প্রধান কারণ এই গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের সুস্পষ্ট প্রভাব। কবিরাজ গোস্বামীর রচনার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি সকলেরই পরিচিত। অদ্বৈত-প্রকাশে এই ভঙ্গির অনুকরণ এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক। ভাষায় কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভু কহে ঐছে বাত না কহ পুনর্বার।" (২য় অধ্যায়।)
"যৈছে স্পর্শমণির স্পর্শে লোহ হয় স্বর্ণ। "
ঈশ্বরোপাসনে শ্রেষ্ঠ তৈছে সর্ব বর্ণ॥" (৯ম অধ্যায়। পৃঃ ৩৩।০)
"শ্রীসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ সর্ব-শক্তি পূর্ণ।
তেঁহো উপমান বস্তু তান উপমা শূন্য॥" (১২শ অধ্যায়। পৃঃ ৫২)

"রূপ কহে কাঁহা মুঞি নীচ নরাধম।
কাঁহা কৃষ্ণলীলা হয় অতি উচ্চতম॥
পক্ষহীন পক্ষীর শক্তি যৈছে উড়িবারে।
তৈছে এই মূর্খের ক্ষম শাস্ত্র পরচারে॥" (১৯ অধ্যায়, পৃঃ ৮৪।)

প্রত্যেক অধ্যায় হইতে ঐছে, তৈছে, কাঁহা, তাহা ইত্যাদিরূপ হিন্দুস্থানী অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার কবিরাজ গোস্বামীর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি বাংলার বাহিরে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, সেইজন্যই তাঁহার রচনায় এইরূপ শব্দের বাহুল্য বিস্ময়োদ্রেক করে না। কিন্তু ঈশানের ন্যায় অশিক্ষিত গ্রাম্য বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে এই সকল শব্দ-প্রয়োগ সন্দেহের সৃষ্টি করে।

(খ) তত্ত্ব বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব—
"অপ্রাকৃত ব্রহ্ম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
নিত্য বৃন্দাবনে সদা তাঁর অবস্থান॥
নব কৈসোর নিত্য সর্ব রসামৃত মূর্তি।
মহাভাব অন্তরঙ্গা শক্তির বশবর্তী॥" (৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ২২)

শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্বের সহিত চরিতামৃতের মধ্যলীলার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের তত্ত্বালোচনা তুলনীয়।

ব্রহ্ম তত্ত্ব—"প্রভু কহে পরং ব্রহ্ম নহে নিরাকার।
শ্রীসচ্চিদানন্দময় অনাদি সাকার॥
সর্বশক্তিমান তিঁহ পরিপূর্ণতম।
সৃষ্ট্যাদির সেই সর্ব কারণ কারণ॥
অপ্রাকৃত দেহ আর অপ্রাকৃত মন।
অপ্রাকৃত নেত্র তার অপ্রাকৃত গুণ॥"

(৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ২১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগ্বিজয়ীর সহিত তর্কচ্ছলে অদ্বৈত কর্তৃক ব্রহ্মের এইরূপ সাকার তত্ত্ব নিরূপণ—চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের চৈতন্য ও সার্বভৌমের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অদ্বৈত প্রখ্যাপিত তত্ত্বের সম্পূর্ণই ঐক্য।

শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব—

"শ্রীঅচ্যুত কহে রাধাকৃষ্ণ দুয়ে মিলি।
কিবা বাঞ্ছা লাগি এবে এক অঙ্গ হৈলি॥"

(১৬শ অধ্যায়, পৃঃ ৭০)

অন্যত্র,

"রসরাজ মহাভাব দুই সম্মিলন।" (১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ৮২)

অন্যত্র,

"রাধা অঙ্গ কান্ত্যে কৈলা অঙ্গ আচ্ছাদন।
রাধা ভাবে কর স্বমাধুর্য আস্বাদন।" (১৪শ অধ্যায়, পৃঃ ৫৫)

অদ্বৈত-প্রকাশ রচনার সময়ে অর্থাৎ ১৪৯০ শকে শ্রীচৈতন্যের এই তত্ত্ব গৌড়ে প্রচারিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। বাংলার অন্য কোন চরিতকারই কৃষ্ণদাসের ন্যায় বৃন্দাবন গোস্বামীদের নিরূপিত চৈতন্যতত্ত্বের এইরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন নাই।

অদ্বৈত-প্রকাশে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের ভাব ভাষা ও তত্ত্ববর্ণনার অনুকরণ এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জন্মাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়। অদ্বৈত-প্রকাশকার অদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব হইতেই শুদ্ধাভক্তি ও রাগমার্গের উজ্জ্বল রসাশ্রয়ী সাধকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।[২] কিন্তু অদ্বৈত যে পূর্ব হইতেই শুদ্ধাভক্তির সাধক ছিলেন না তাহার প্রমাণ চৈতন্যভাগবত ও মুরারির কড়চা হইতে পাওয়া যায়। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির সাধক অদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে শুদ্ধাভক্তির উৎকর্ষ জানাইতে শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং জ্ঞান-চর্চার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।[৩] মুরারির কাব্য হইতেও জানা যায় যে তৎকালীন বৈষ্ণব ভক্তের মধ্যে জ্ঞানচর্চার প্রচলন ছিল, সেজন্য তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষাদানবিষয়ে অদ্বৈত-কেই তিনি দায়ি করিয়াছিলেন।[৪] সুতরাং এই প্রমাণানুসারে অদ্বৈতের ধর্মমত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অজ্ঞতাই প্রতিপন্ন হইবে। অদ্বৈত-প্রকাশের অকৃত্রিমতায় সন্দেহের ইহাও অন্যতম কারণ।

তৃতীয়। সন তারিখ ও বয়সের উল্লেখপূর্বক ঘটনাবিন্যাসের অতি-সতর্কতা অদ্বৈত-প্রকাশের কৃত্রিমতার পরিচয়জ্ঞাপক। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যেই এই উক্তির যথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

অদ্বৈত-প্রকাশকারের মতে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুত তাঁহার নিজের সমবয়সী শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষা সাত বৎসর বয়োকনিষ্ঠ। সমবয়স্ক অচ্যুত স্বভাবতই ঈশানের বন্ধুস্থানীয়। অদ্বৈতপুত্রের পক্ষে যে সকল স্থানে গতিবিধি সম্ভব, সেবক-স্থানীয় ঈশানের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, সেইজন্য অচ্যুতকে অনেক ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষরূপে জড়ান হইয়াছে। ঈশান এই সকল আখ্যানের শ্রোতা, যে বিষয়ে অদ্বৈত প্রকাশকারের অভিজ্ঞতার অভাব অবশ্যস্বীকার্য সে সকল আখ্যান বর্ণনায় অচ্যুতানন্দের অভিজ্ঞতা কার্যকর হইয়াছে।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণে কৃষ্ণদাস ভিন্ন কেহ সঙ্গী ছিল না। কিন্তু এই আখ্যানেও অদ্বৈত-প্রকাশকার অচ্যুতের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের স্নেহ অপরিসীম, তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই তাঁহাকে আকর্ষণ করেন, অচ্যুতও অচিন্ত্য শক্তিবলে অনায়াসে যোগীর ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৫] শুধু বৃন্দাবনেই নহে কাশীতে রূপকে শিক্ষাদান সময়েও অচ্যুত উপস্থিত ছিলেন, এইস্থানে উলঙ্গ এক সন্ন্যাসীকে তিনিই তর্কে পরাজিত করিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] অন্য কোন চরিতকার অচ্যুতের এইসকল স্থানে উপস্থিতি স্বীকার করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের মতে অচ্যুত শ্রীচৈতন্যাপেক্ষা বয়সেও অনেক ছোট, অতএব ঈশানের বর্ণিতব্য বিষয়ের অকৃত্রিমতায় সন্দেহের কারণ আছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে অদ্বৈতপ্রকাশের কৃত্রিমতা প্রমাণ করা হইল। অদ্বৈত-শিষ্য ঈশানের ছদ্মনামে একখানা জালগ্রন্থ ভিন্ন ইহার অন্য কোন পরিচয় গ্রাহ্য নহে।

গ্রন্থান্তর্গত নূতন সংবাদের বিচার

যিনিই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা হউন না কেন তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব এই যে, তিনি ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অদ্বৈত জীবনীর উপকরণ বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY No. .... Shri Shri Ma Anandamayee Ashram BANARAS

পূর্বক সুবিন্যস্তরূপে সজ্জিত করিয়াছেন এবং কয়েকটি প্রচলিত সমস্যার কাল্পনিক সমাধান সাধন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বিষয়েও এইরূপ কয়েকটি সমাধানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল—

১। নিত্যানন্দের জন্ম ঃ—

"তের শত পচানব্বই শকে মাঘ মাসে। শুক্লাত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥"

(১৪শ, ৫৭ পৃঃ)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে, দ্বাদশ বৎসর বয়সে নিত্যানন্দ গৃহ ত্যাগ করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সের সময় বিশ বৎসর তীর্থ ভ্রমণান্তে অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দে দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে তিনি প্রথম নবদ্বীপ আগমন করেন। ঈশানের হিসাবানুযায়ী নিত্যানন্দের এই সময়ে বয়স পঞ্চত্রিংশ বৎসর অর্থাৎ এই হিসাবে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাঁহার গৃহত্যাগ স্বীকার্য, দ্বাদশ বৎসরে নহে। দ্বাদশ বৎসরে গৃহত্যাগের অসমীচীনতা বিবেচনা করিয়াই অদ্বৈত প্রকাশকার এইরূপ বয়সের হিসাব দিয়াছেন এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

২। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে নিত্যানন্দের দুই প্রকার বেশভূষার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি অবধূত বেশেই নবদ্বীপ আগমন করেন। সেই বেশেই সংকীর্তন ও নামধর্ম প্রচাররূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে তাঁহার আত্মনিয়োগ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অবধূত বেশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তিনি পট্টবস্ত্র ও নানাবিধ অলংকারে ব্রজবালকের বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশকার নিত্যানন্দকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, স্বহস্তে সেবা করিয়াছেন— তাঁহার মতে, তাঁহার (নিত্যানন্দের বেশ অন্য প্রকার। তিনি তাঁহার নিম্নোক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

"অলৌকিক রূপ তার প্রকাণ্ড শরীর।
কোটি সূর্য সম কান্তি প্রকৃতি গম্ভীর॥
ললাটে তিলক শোভে যৈছে চন্দ্রপ্রভা।
তুলসী কাষ্ঠের মালায় কণ্ঠ করে শোভা॥

(১৪শ অধ্যায়, পৃঃ ৫৮)

বৃন্দাবনদাসও নিত্যানন্দকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই ফোঁটাতিলক-কাটা তুলসী মালা গলায় বৈষ্ণব রূপের কোথাও বর্ণনা দেন নাই।

২। সূর্যদাস সরখেলের কন্যা বসুধার সর্পদংশনে মৃত্যু ও নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রাণদান ও পরে বিবাহ (২০শ অধ্যায় পৃঃ ৯১)—এই কাহিনীটি—'নিত্যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দ বংশ বিস্তার' নামক জাল পুস্তকের অন্তর্গত নিত্যানন্দের বিবাহ-কাহিনীর অনুরূপ।

৪। শ্রীচৈতন্যের কত বৎসর পরে নিত্যানন্দ অপ্রকট হইয়াছিলেন, ঈশান তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বিরহে আকুল নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য ক্রন্দন করেন—"হা গৌরাঙ্গ" "হা গৌরাঙ্গ"; এক দিবসকে তাঁহাদের শতদিবস মনে হয়, এইরূপে অষ্টম বৎসর অতিবাহিত হইলে নিত্যানন্দ একদিন অপ্রকট হইলেন (২২শঅধ্যায়, পৃ ৯৯-১০০) শ্রীচৈতন্যের তিরোধান ১৪৫৫ শকে ; অতএব ঈশানের হিসাবানুসারে নিত্যানন্দের তিরোধান ১৪৬৩ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে। নিত্যানন্দের তিরোধান তারিখের উল্লেখ অন্য কোন চরিতগ্রন্থে নাই, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দেহান্তরের পরে তিনি অধিকদিন জীবিত ছিলেন না ইহাই বৈষ্ণবসমাজের প্রচলিত মত।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। অদ্বৈত প্রকাশ—দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ১০৪।

২। অদ্বৈতের শিক্ষাদান—

"গোপীভাব বিনু না পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।
সেই ভাবে পায় প্রেম অমূল্যরতন॥" ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ২৬।
"যোগী ন্যাসী অযাচক সাধুগণ স্থানে।
ভক্তির প্রাধান্য তিহো করেন ব্যাখানে।" চতুর্থ অধ্যায় পৃ, ৪।

অদ্বৈতকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিক্ষা—

"অতএব যুগল সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।" পঞ্চম অধ্যায়, পৃ ৮।

৩। চৈতন্যভাগবত—২।১৯

৪। কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত—মুরারি— ২।

৫। "আয় আয় বুলি গোরা কৈলা আকর্ষণ।
যোগীসম তাহা আইলা সীতার নন্দন॥
শান্তিপুর হৈতে ব্রজ বহুদিনের পথ।
অচ্যুত আইলা গোরার আজ্ঞাপুষ্প রথে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তের অচিন্ত শক্তি হয়।
সকলি সম্ভবে ইথে নাহিক বিস্ময়।" (১৬শ অধ্যায়, পৃ ৭০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। সপ্তদশ অধ্যায়।

৭। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য যখন গৌড়ে ফিরিয়াছিলেন অচ্যুতের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। (চৈ, ভা, ৩।৪ পৃঃ ৪২৯)

৯। ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী

নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস—ভক্তিরত্নাকর নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। বিশ্বনাথ সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি একখানা পদাবলী-সংগ্রহ সংকলন করেন। নরহরি চক্রবর্তীও গীতচন্দ্রোদয় নামক একখানি সুবৃহৎ পদাবলী গ্রন্থের সংগ্রহকর্তা। অনুমান হয়, এই গ্রন্থ সংকলনের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে ভক্তিরত্নাকর রচিত হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কীর্তন গানের রীতি সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা এই গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ভক্তিরত্নাকর একখানি চরিতগ্রন্থ। আবির্ভাব সময়ানুযায়ী দুই যুগের ভক্তবৃন্দের জীবনী গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে— শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক ভক্তদের জীবনী এবং পরবর্তী ভক্ত-পরিকরদের জীবনী ও ক্রিয়াকলাপ। প্রথম যুগের জীবনী বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত অনুসৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে স্থলে তিনি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাও যাচাই করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। তথ্যাদি তিনি মোটামুটি অবিকৃতই রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় যুগের শ্রীনিবাস, নরোত্তমাদির জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ নরহরির পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। তাঁহাদের যুগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। কোন প্রামাণিক গ্রন্থের আদর্শও গ্রহণ করা সম্ভব ছিলনা। অতএব তাঁহাকে প্রাচীনের উক্তি, কিংবদন্তী ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেইজন্যই এই অংশে দৈববাণী ও স্বপ্নদর্শনেরও ছড়াছড়ি। তথাপি নরহরির সত্য সংবাদ পরিবেশনের সাধু চেষ্টা প্রশংসার্হ।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত তিনখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। পত্রগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহের কোন হেতু আছে মনে হয় না। এগুলি বৃন্দাবন ও বাংলার মধ্যে যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করে। শুধুমাত্র পত্রদ্বারা নহে, বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে উভয় স্থানের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চিঠি হইতেই জানা যায় যে, গৌড়ে রচিত গ্রন্থাদি বৃন্দাবনে প্রেরণ করা হইত। তথায় গৌড়ীয় গোস্বামীদের দ্বারা আস্বাদিত ও সমর্থিত হইলেই সাধারণ্যে প্রচারের সুযোগ লাভ হইত। বৃন্দাবন গোস্বামীদের শাস্ত্রাদিও লোক মারফতে বাংলায় প্রেরিত ও প্রচারিত হইত। এই কার্যের জন্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আর একটি ঐতিহাসিক তথ্যও এই পত্রে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থচুরির সংবাদে প্রাণত্যাগের সংবাদটি ভিত্তিহীন। তিনি এই ব্যাপারের পরেও বহুদিন জীবিত ছিলেন।

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নূতন সংবাদ

এই গ্রন্থান্তর্গত নিত্যানন্দের জীবনালেখ্য বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থানুগ। কিন্তু কয়েকটি নূতন উপকরণ ও আখ্যান ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম, নিত্যানন্দের বিবাহের আখ্যান। শিষ্য হরিহোড়ের তনয় কৃষ্ণদাসের ইচ্ছানুসারে সূর্যদাস সরখেলের কন্যা বসুধার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপিত হয়। সন্ন্যাসীকে কন্যাদানে প্রথমে আপত্তি থাকিলেও পরে স্বপ্নে নিত্যানন্দতত্ত্ব অবগত হইয়া কৃষ্ণদাস পূর্ব প্রস্তাবে সম্মত হন। শুভদিনে ও শুভক্ষণে বসুধা ও জাহ্নবা—এই দুই বোনের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।[১]

দ্বিতীয়, কণ্ঠে গোবর্ধন শীলা ধারণের কাহিনী। তীর্থভ্রমণ সময়ে মথুরায় গোবর্ধন তীর্থে এক ব্রাহ্মণের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয়। অবধূত চন্দ্রকে তিনিই স্বর্ণমণ্ডিত গোবর্ধনশীলা দান করেন, সেই শীলাই তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।[২]

তৃতীয়, নিত্যানন্দের গুরুপ্রসঙ্গ। এবিষয়ে তিনি প্রাচীনের উক্তি স্বীকার করিয়াছেন। উক্তিটি এইরূপ—"নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষীপতিপ্রিয়ং। শ্রীমাধ্বী-সম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্তবৎসলম্॥" প্রাচীনের এই উক্তি অনুসারেই লক্ষ্মীপতিকে নিত্যানন্দের গুরু সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। দ্বাদশ তরঙ্গ।

২। পঞ্চমতরঙ্গ, পৃঃ ২০৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস (বলরাম দাস)

প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব নাম বলরাম দাস। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম আত্মারাম এবং মাতার নাম সৌদামিনী। জাহ্নবা তাঁহার দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু বীরভদ্র। বীরভদ্র-প্রদত্ত নামই নিত্যানন্দ দাস। তাঁহার আজ্ঞাতেই গ্রন্থের উৎপত্তি। শ্রীনিবাস, নরোত্তমাদি বৈষ্ণবাচার্যদের কাহিনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী এই গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়। প্রসঙ্গত শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রামাণিকতা বিচার

প্রেমবিলাস রচয়িতার উক্তি হইতে জানা যায় যে, জাহ্নবা দেবীর সহিত তিনি বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, বৃন্দাবন গোস্বামীদের মধ্যে শ্রীজীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদের তিনি সমসাময়িক, খেতুরীর উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন বীরভদ্রাদির কার্যকলাপের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু এই সকল স্বীকারোক্তি ভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন ছাপই এই গ্রন্থে নাই। বীরভদ্র ও জাহ্নবার শিষ্য নিত্যানন্দদাসের গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ সম্ভব নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

প্রথমত, চব্বিশ বিলাসে এই গ্রন্থের সমাপ্তিকাল উল্লেখ করা হইয়াছে ১৫২২ শকাব্দ। তিনি লিখিয়াছেন—

> "পনরশত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল।
> ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
> কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
> পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিলাস॥"

এই গ্রন্থকারের মতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫০৩ শকাব্দ। সুতরাং ইহার ১৯ বৎসর পরে প্রেমবিলাস রচিত হইয়াছিল জানা যাইতেছে। কিন্তু প্রেমবিলাসে প্রদত্ত চৈতন্য-চরিতামৃতের তারিখ যে ভ্রান্ত চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকালপ্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। পণ্ডিতদের গণনানুযায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার রচনাকাল ১৫৩৪ বা ১৫৩৭ শকাব্দ অর্থাৎ—প্রেমবিলাস রচনার ১২ অথবা ১৫ বৎসর পরে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এত বৎসর পূর্বে রচিত গ্রন্থে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখও সন্দেহজনক। অতএব প্রেমবিলাসের রচনা সমাপ্তির তারিখটি সম্বন্ধে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, প্রেমবিলাসোক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোধান কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রেমবিলাসকার লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসাদির সহিত বৃন্দাবন হইতে যে সকল শাস্ত্র গ্রন্থাদি গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃত তাহাদের অন্যতম। কিন্তু গৌড়ে পৌঁছিবার পূর্বে বন-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরগণ এই বহুমূল্য গ্রন্থরাজি অপহরণ করেন। এই সংবাদে মর্মাহত হইয়া বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থেই অন্যত্র উদ্ধৃত জীব গোস্বামীর পত্রে কৃষ্ণদাসের কুশল জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পত্রখানি বীর হাম্বীরের—শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে লিখিত অর্থাৎ গ্রন্থ চুরির সংবাদ সত্য হইলে বীর হাম্বীরের গ্রন্থ প্রত্যর্পণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে লিখিত। সুতরাং কৃষ্ণদাসের প্রাণত্যাগের কাহিনীও সত্য সংবাদরূপে গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয়ত, কাহিনী বর্ণনায় স্বপ্নদর্শন ও দৈববাণীর বাহুল্য প্রকৃত সংবাদ গ্রহণের পক্ষে অন্তরায়। এই গ্রন্থে ইহার এত ছড়াছড়ি যে প্রেমবিলাসের কোন আখ্যান হইতেই ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ সম্ভব নহে। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের আবির্ভাব কাল, খেতুরীর উৎসবের তারিখ, শ্রীরূপ-সনাতনাদির তিরোভাব কাল এই গ্রন্থ হইতে সঠিক জানিবার উপায় নাই, অথচ এইগুলি গ্রন্থের আলোচিত বিষয়বস্তুর অন্যতম।

চতুর্থত, প্রকৃতপক্ষে প্রেমবিলাসকার স্বয়ং তাঁহার এই সকল ভ্রান্ত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি যে পাঠকবর্গের বিশ্বাসোৎপাদনের প্রতিবন্ধক—এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। সেইজন্যই গ্রন্থমধ্যে কয়েকস্থানে নিম্নোক্তরূপ কৈফিয়ৎ পাওয়া যায়—

"বৃদ্ধ বয়সে লিখি ভুল অনুক্ষণ। যে সময়ে যা মনে আসে করিনু লিখন॥
আগের কথা পাছে লিখি পাছের কথা আগে। ভাবিয়া লিখিনু গ্রন্থ যাহা মনে জাগে॥
এক কথাও বার বার করেছি লিখন। সব ঘটনা সব সময় না ছিল স্মরণ॥"[১]

ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমবিলাস রচয়িতা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি একস্থানে এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। আঠার বিলাস পর্যন্ত খণ্ডকে, উনিশ ও বিশ বিলাস খড়দহে এবং একুশ হইতে সাড়ে চব্বিশ বিলাস কাটোয়ায় সমাপ্ত হয়।[২] গ্রন্থান্তর্গত এই স্বীকারোক্তি ও পূর্বোক্ত ভুল-ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত হইতে এই ধারণাই জন্মে যে, নিত্যানন্দ দাস নামে জাহ্নবার কোন শিষ্য শ্রীনিবাসাদির জীবন অবলম্বনে কোন কোন আখ্যান রচনা করিলেও ইহাতে পরবর্তী সময়ে এমন অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যাহা নিত্যানন্দ দাসের রচনা নহে। সুতরাং প্রেমবিলাস বিবৃত ঘটনাবলী ঐতিহাসিক বিচারে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় নূতন সংবাদের প্রামাণিকতা বিচার

১। চৌদ্দ বৎসরে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ দাসের এই উক্তি সম্বন্ধে জয়ানন্দ ভিন্ন অন্যান্য চরিতকারগণ একমত নহেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গুরু সম্বন্ধে নীরব, সুতরাং এই উক্তির সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

২। নিত্যানন্দের নাম সম্বন্ধে প্রেমবিলাসকারের উক্তি—"নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত।" (৭ম বিলাস)। অন্যত্র, "নিত্যানন্দের নাম চিদানন্দ ছিল। অদ্বৈতের আজ্ঞায় হাড়োওঝা রেখেছিল।" নিত্যানন্দ চিদানন্দ—এই সকল নাম সাধারণত, সন্ন্যাসাশ্রমেই গ্রহণযোগ্য, অবধূত কোন নাম নহে, সন্ন্যাসাশ্রমের সংজ্ঞামাত্র। সুতরাং এই নামের ব্যাপারেও প্রেম-বিলাসকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষত অদ্বৈতের নামকরণের বিষয়ে।

৩। জাহ্নবার আটজন পুত্রের মধ্যে সাতজন অভিরাম গোস্বামীর প্রণামে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু অষ্টম পুত্র বীরভদ্র এবং কন্যা গঙ্গা জীবিত থাকেন (১৯শ বিলাস)। প্রেমবিলাসকারের এই উক্তিতে নূতনত্ব আছে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে—জাহ্নবা নিঃসন্তান, বীরভদ্র ও গঙ্গা বসুধারই সন্তান। জয়ানন্দও বীরভদ্রকে বসুধার পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা'তে রামচন্দ্র বীরভদ্রকে বসুধাপুত্ররূপেই বন্দনা করিয়াছেন।[৩]

৩। মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই বৎসর পরে নিত্যানন্দ ও তাহার দুই বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে অদ্বৈতের তিরোধান সংবাদও (১৯শ বিলাস) সঠিক নহে। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে নিত্যানন্দ দার পরিগ্রহণ করেন। তাঁহার অন্তত দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই ব্যাপার সম্ভব নহে, সুতরাং আরও অধিককাল তিনি জীবিত ছিলেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইবে যে, প্রেমবিলাসের চমকপ্রদ সংবাদগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি শিথিল।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। প্রেমবিলাস—২৪শ বিলাস।

২। ঐ —২৪শ বিলাস।

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথি—২৪৩২ নং।

১০। (ক)। অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিচার

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও সীতাদেবীর জীবনী অবলম্বনে এবং প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী যুগের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্বৈতপ্রকাশ ও প্রেমবিলাসের ন্যায় এই গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতাও সন্দেহপূর্ণ। এই গ্রন্থসমূহে অনেক ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও সকল ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পূর্ব-আলোচিত চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাদিতে অনুল্লিখিত কোন কাহিনী বা সংবাদের যথার্থতা বিশেষ যাচাই না করিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির সৃষ্ট এই জাল বা অপ্রামাণিক গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার এইরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এগুলিকে নাতিপ্রামাণিকরূপে অভিহিত করিয়াছেন।[১] পৃথকভাবে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার—বৃন্দাবন দাস

নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত। নিত্যানন্দ জীবনীর যে অংশ চৈতন্যভাগবতে স্থান পায় নাই তাহাই এই পুস্তকের বর্ণিতব্য বিষয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে এই পুস্তক গ্রহণযোগ্য নহে। ভাব, ভাষা বা রচনা-বৈশিষ্ট্য—কোন বিষয়ে ইহাকে বৃন্দাবন দাসের রচনারূপে স্বীকার করা যায় না। ইহা একখানি জাল গ্রন্থ।

এই গ্রন্থমতে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দের বিবাহ কার্যে অঙ্গীকার। মহাপ্রভুর আজ্ঞার উত্তরে তাঁহার উক্তি—

"মোরে কহিতেছ পুনঃ করিতে সংসার।
আপনাতে যতি ধর্ম করিলে স্বীকার॥
আজ্ঞাকারী দাস আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা হয় তাহা শিরে ধরি॥"

অবশেষে নিত্যানন্দ শিষ্য গৌরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী সূর্যদাসের কন্যাকে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সন্ন্যাসীকে কন্যাদানে তিনি ইতস্তত করেন কিন্তু রাত্রে বলদেব স্বপ্নে তাঁহার সহিত নিত্যানন্দের অভেদ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই সংবাদ শ্রবণে বসুধা মূর্ছিত হইলেন। গঙ্গাতীরে নীত মুমূর্ষুকে নিত্যানন্দই প্রাণদান করেন। সূর্যদাস তাঁহার সহিত এইবার কন্যার বিবাহে সম্মত হইলেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমহীন সন্ন্যাসীর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে, অতএব পুনরায় উপনয়ন সংস্কারে উপবীত গ্রহণ করিয়া তিনি বসুধার পাণিগ্রহণ করিলেন, তাঁহার সহোদরা জাহ্নবা-দেবীকেও তিনি গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্র ও গঙ্গার জন্ম-বৃত্তান্তও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই জাল গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১২। বাসুদেব ঘোষের কড়চা ঃ—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা' "সুবর্ণ-বণিক কথা ও কীর্তি" নামক গ্রন্থে 'বাসুদেব ঘোষের কড়চা' উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সতীশচন্দ্র রায় 'সুবর্ণ বণিক সমাচারের' প্রথম বর্ষে ১৩২৫ সাল শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯) —"একখানি প্রাচীন পুথি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কড়চা গ্রন্থ ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শেষ পৃষ্ঠায় কড়চা-কর্তা ও পুথির লিপিকারের নাম ও তারিখের উল্লেখ আছে—

"ইতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বরূপ কিঙ্কর শ্রীবাসুদেব ঘোষ রচিত কড়চা সমাপ্তা। শ্রীশ্রীপুরন্দর শর্মণ: পুস্তকমিদং স্বাক্ষরঞ্চ। শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৬৮। তারিখ পৈঞ্জিঠা (?) আশ্বিন। ওঁ শ্রীরস্তু॥"

বাসুদেব ঘোষের নামে আরোপিত এই কড়চা বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পরে রচিত। বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

'বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পরম ভাগ্যবন্ত ॥
সঙরি প্রভুর গুণ যে লিখিলা গ্রন্থ ॥' (৩য় পৃষ্ঠা।)

নিত্যানন্দ শিষ্য এই বাসুদেব ঘোষ পদকর্তা বাসুদেবের সহিত অভিন্ন মনে হয় না। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার অন্য কোন পরিচয় নাই। এই কড়চার ঐতিহাসিক মূল্যও পূর্ব-আলোচিত নিত্যানন্দ বংশ-বিস্তারের তুল্য।

এই কড়চা প্রধানত সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের কার্যকলাপ অবলম্বনে রচিত। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার বিবাহের আখ্যানও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

উদ্ধারণ দত্তের পূর্ব নাম দিবাকর দত্ত। নিত্যানন্দ তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন, নাম হয় উদ্ধারণ। দীক্ষার মাস তিথির উল্লেখ করিয়া কড়চা-কর্তা লিখিয়াছেন—

"মার্গশীর্ষ শুভক্ষণে সপ্তমী তিথির দিনে
তবে প্রভু বেণের কর্ণেতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া ভাগবত শুনাইয়া
নাম কৈল অর্থের সহিতে ॥" (পৃঃ ১৭)

নিত্যানন্দ তাঁহার নামকরণ করিলেন উদ্ধারণ, কারণ—"বণিককুল উদ্ধার করিলি সে কারণ। আদি হৈতে তোর নাম রহু উদ্ধারণ।" (পৃঃ ১৮)।

প্রামাণিকতা বিচার

নিত্যানন্দের সহিত সপ্তগ্রামের বণিককুলের ঘনিষ্ঠতার বিষয় বৃন্দাবন দাসও উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধারণ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, সুতরাং নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্য সে বিষয়েও সন্দেহের কারণ নাই। সপ্তগ্রামের সহিত সম্পর্কিত কোনও নিত্যানন্দশিষ্যের পক্ষে এই কড়চা রচনা আদৌ অসম্ভব নহে এবং সেক্ষেত্রে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত আখ্যানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ অযৌক্তিক। কিন্তু নিত্যানন্দের বিবাহ ব্যাপারটি এই কড়চায় এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকৃতরূপে পরিবেশিত হইয়াছে যে কোনও শিষ্যের পক্ষে ঐরূপ সংবাদ প্রচার সম্ভব নহে। নিত্যানন্দের বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবৃতিটি উদ্ধৃত হইল—

"আরে আরে দয়াল মোর ঠাকুর নিতাই চাঁদ।
গৃহী উদ্ধারিতে হৈল গৃহী হৈতে সাধ॥
কমলাকান্তের মুখে ভাব কৈল ব্যক্ত।
শুনি বড় প্রীত হৈল উদ্ধারণ দত্ত॥
আপনে তলাসে বেণে নগরে নগরে।
রূপে গুণে লক্ষ্মীকন্যা আছে কোন ঘরে॥
অম্বিকা নগরে এক বড়ুয়ার কুটিরে।
রেবতীর উদ্ভব তাহা জানি সশরীরে॥
যাঞা উদ্ধারণ তথা মাগিল মেলানি।
প্রভুর স্বীকার্য তথি জাহ্নবা ঠাকুরাণী॥
তান পা দুখানি দত্ত জাপটিয়া ধরে।
বলে মা কমলা তুমি চলু মোর ঘরে॥
নিতাই চান্দের বামে জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
হীরায় হেরিলাম জনু কনক বেষ্টনী॥"

উদ্ধারণ দত্তের পক্ষে নিত্যানন্দের বিবাহে উদ্যোগী হওয়া অসঙ্গত ব্যাপার নহে, কিন্তু অম্বিকা নগরের এক বড়ুয়ার কন্যার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। লোচন, জয়ানন্দ ও নরহরি চক্রবর্তী তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে এবং পদকর্তাগণ অনেক পদে সূর্যদাসের কন্যাদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবা-কেই নিত্যানন্দ পত্নীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল লেখকের প্রমাণ উপেক্ষণীয় নহে, পরন্তু এই বিষয়ে কড়চা-রচয়িতার অজ্ঞতা অথবা হীন উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় প্রমাণিত হয়। এই সকল অপ্রামাণিক গ্রন্থে অপপ্রচারের ফলে নিত্যানন্দের বিবাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, লালমোহন বিদ্যা-নিধির কুলজী গ্রন্থ এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যথাস্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রকাশিত পুঁথি।

১৩। চৈতন্যভাগবতম্—বৃন্দাবন দাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার ১৬৯১ নং পুথির নাম শ্রীচৈতন্যভাগবতম্। পুথিখানি খণ্ডিত, আদি খণ্ডেই সমাপ্ত। গ্রন্থকারের ভণিতা এইরূপ—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দাবধূতকঃ।
তয়োঃ পাদপদ্মগানে দাস বৃন্দাবনোদ্যমঃ॥"

পুথিখানা বাংলা চৈতন্যভাগবতেরই সংস্কৃত অনুবাদ, সুতরাং নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।

১৪। শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্—শ্রীনৃসিংহ আশ্রমবাগীশ

এই পুথির নাম চৈতন্যমহাভাগবতম্। পূর্বোক্ত চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা আখ্যানাদির আধিক্যের জন্যই সম্ভবত এই নামকরণ। পুথিখানা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৬৯১ নং পুথি। ইহাও অসম্পূর্ণ। (দক্ষিণ খণ্ডের গোকুলানন্দের গৃহে ইহার সম্পূর্ণ পুথি রক্ষিত আছে। শ্রদ্ধেয় হরিদাস দাস মহাশয় এই দুই পুথির পাঠ মিলাইয়া তাঁহার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে' পুথি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।)

ভাগবতের ন্যায় এই পুথি দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রবোধানন্দ দণ্ডী ও প্রতাপ রুদ্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সংস্কৃতে ইহা রচিত হয়। প্রথম স্কন্ধে গোলক ও বিষ্ণু-লোকের বর্ণনা, দ্বিতীয় স্কন্ধে নিত্যানন্দের জন্ম, তীর্থভ্রমণ ও নবদ্বীপ আগমনের আখ্যান। বলা বাহুল্য, এই সকল আখ্যানে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থই অনুসৃত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়কে মহাযোগী ও যোগ শাস্ত্র বিচক্ষণরূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যদের নামের মধ্যে রঘুনাথ বৈদ্য, সুন্দরানন্দ, কমলাকান্ত পণ্ডিত, গৌরিদাস প্রভৃতির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত মহাজ্ঞানী 'নিত্যানন্দ গুণাকর' নবদ্বীপে দিবানিশি বিহার করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে ও একাদশের কয়েক অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বিবাহ, বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবীর জন্ম ও বীরভদ্রের সন্তানাদির উল্লেখ আছে।

দ্বাদশ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে গ্রন্থের যে বিষয়সূচী সন্নিবিষ্ট, বৃন্দাবনদাসের ভাগবতের সহিত তাহার সম্পূর্ণই ঐক্য, কিন্তু কয়েকটি আখ্যান ইহাতে অধিক বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণভজনে কীর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্তন উদ্দেশ্যেই পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণব-ভক্তের মতে "ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত গৌরাঙ্গ-লীলাও কীর্তনীয়। বৈষ্ণব পদকর্তা বলেন, "গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে"—গৌরাঙ্গের গুণগান সর্বপ্রথমে প্রয়োজন, পরে তাঁহারই কৃপায় কৃষ্ণ-লীলার সহজ স্ফুরণ। অতএব পদকর্তা বলেন, "গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মন।" গৌরগুণ কীর্তনই গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দ বলরাম। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অভিন্ন-তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যের গুণ বা লীলা কীর্তনে তাঁহাকেও বাদ দেওয়া যায় না; সুতরাং নিত্যানন্দ-লীলাও এই পদাবলী সাহিত্যের অঙ্গ।

চরিত গ্রন্থের ন্যায় ধারাবাহিক জীবনেতিহাস বর্ণনা পদাবলী সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। জীবনের এক একটি কাহিনী অবলম্বনে এক একটি পদ সৃষ্ট, কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন পদগুলির একত্র সমাবেশে প্রভুদের সুসমঞ্জস একটি জীবন কাহিনীর সহিত পরিচয় লাভ ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ-কর্তাগণ জীবনচরিতের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক পদকর্তাদের পদে তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়াছে; সেই জন্যই এই পদগুলি ঐতিহাসিক বিচারে মূল্যবান। বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, কৃষ্ণ-দাস প্রমুখ নিত্যানন্দের শিষ্যদের রচিত পদাবলী হইতে তাঁহার জীবনীর ঐতিহা-সিক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

দীন কৃষ্ণদাসের একটি পদে নিত্যানন্দের জন্মস্থান, জন্মতিথি ও পিতার নামোল্লেখ রহিয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাঢ় দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম, হারাই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর ॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরসিত, পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দে নাহিক ধরে ॥"
(গৌরপদ তরঙ্গিনী, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস, ৫নং পদ)

অবধূত বেশেই নিত্যানন্দের প্রথম নবদ্বীপ আগমন, নবদ্বীপ-লীলায় বলরাম অবধূত বেশেই অবতীর্ণ—ইহাই বৈষ্ণবভক্তদের আন্তরিক বিশ্বাস। পদকর্তা আত্মারাম দাস লিখিয়াছেন:

"অবনী মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত বেশ।
পদ্মাবতী নন্দন বসু জাহ্নবার জীবন
চৈতন্যলীলায় বিশেষ ॥" (ঐ, ১নং পদ)

কিন্তু পদ্মাবতী-নন্দন শ্রীচৈতন্য-অনুমোদিত ভক্তিধর্ম প্রচারের সময়ে রোহিনী-নন্দন বলরামের ন্যায় বহুবিধ অলঙ্কারে মহামল্ল বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের পদে এই বলরাম-বেশী নিত্যানন্দের বর্ণনাটিও সুন্দররূপে মূর্ত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের ভণিতার একটি পদে তাঁহার যে অপূর্ব ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুইদিকে শ্রুতি-মূলে মকর কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে ॥
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি করিবর শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেম দণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধবর্ণ দুটি আঁখি পদ্ম-পর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
হিম গিরি বাহি যেন সুরধুনী বহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বাঙ্গে পুলক-ছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীর দাপ মালসাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি।
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পঁহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে আপনার কর্ম-দোষে
না ভজিলাম নিতাই পদদ্বন্দ্বে॥" (ঐ, ৫নং পদ)

শিষ্য জ্ঞানদাসও প্রভুর নানা আভরণে ঝলমল রূপের বর্ণনা করিয়াছেন—

"পট্টবাস পরিধানে মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করিতেছে নানা আভরণে॥" (ঐ, ৩৭ নং পদ)

তীর্থ-প্রত্যাগত অবধূত পরবর্তী সময়ে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই বৈষ্ণব-ভক্তদের প্রেমভক্তি দাতা গুরু। এই প্রেমভক্তি দাতা গুরুর মহিমা বা যশোগাথা উদ্দেশ্যেই পদকর্তাগণ বহুসংখ্যক পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। লোচনদাস "প্রেমের কল্পতরু", "কাঙ্গালের ঠাকুর" নিত্যানন্দের মহিমা গান করিয়া লিখিয়াছেন—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরি নাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
রজত পর্বত যেন ধূলায় লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল॥ (ঐ, ২৫ নং পদ)

করুণাময় নিত্যানন্দ প্রেমামৃতদানে পাপীতাপীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই করুণা স্মরণে বাসুদেব ঘোষ লিখিয়াছেন—

"নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা জগত করিল ধন্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরিল প্রেমের নদী খাল ।। - ধ্রু ।।
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ বাকী না রহিল কেউ
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া ।
সকল ভকত মেলি সে প্রেমেতে করে কেলি
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া ।।
ডুবিল নদীয়াপুর ডুবে প্রেমে শান্তিপুর
দোহে মিলি বাইছালি খেলায় ।
তা দেখি নিতাই হাসে সকলেই প্রেমে ভাসে
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায় ।।" (ঐ ৩২ নং)

বলরামদাসের নিত্যানন্দ-প্রশস্তিতে গৌড়ীর মতানুযায়ী নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে—

"রূপে গুণে অনুপমা লক্ষকোটি মনোরমা
ব্রজবধূ অযুত অযুত ।
রাসকেলি রস রঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে
সো এবে কি লাগি অবধূত ।
হরি হরি এ দুখ কহব কার আগে ।
সকল নাগর গুরু রসের কল্পতরু
কেনে নিতাই ফিরেন বৈরাগে ।। ধ্রু ।।
সঙ্কর্ষণ শেষ যার অংশকলা অবতার
অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে ।
শিব বিহি অগোচর আগম নিগম পর
কেনে নিতাই সংকীর্তন মাঝে ।।
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ ।
গৌররসে নিমগন করাইল জগজন
দূরে রহু বলরাম মন্দ ।। (ঐ, ৪৩ নং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন স্তব, বন্দনা ও অষ্টকাদিতে নিত্যানন্দ জীবনীর উপকরণ

চরিতগ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু সেইরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস এই সকল রচনার উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে শুধু উদ্দিষ্ট ভক্ত বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়, কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকে ; সুতরাং সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা হইতে অল্পাধিক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যে কয়েকটি বৈষ্ণব-বন্দনা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে দেবকী নন্দন, বৈষ্ণব দাস ও জীব গোস্বামীর রচিত (সংস্কৃত) বৈষ্ণববন্দনাই প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া নরহরি দাসের বৈষ্ণববন্দনা, দেবকীনন্দনের বৈষ্ণবাভিধান ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল বন্দনার অন্তর্গত নিত্যানন্দ-বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

১। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় নিত্যানন্দের দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণের সঙ্গীর নামটি জানা যায়। ইনি নিত্যানন্দ-শিষ্য উদ্ধারণ দত্ত।

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দো হৈয়া সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্ব তীর্থ।"

এই রূপেই উদ্ধারণ দত্তকে বন্দনা করা হইয়াছে।

২। নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের পরে সেখানে অভিনয় ও নৃত্য সংকীর্তনাদি অনুষ্ঠানের সমারোহ আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারই প্রেরণায় এই সকল অনুষ্ঠান, বৈষ্ণব ভক্তগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইতেন। দেবকীনন্দন সেইজন্যই কৃতজ্ঞচিত্তে নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন, "দয়ার ঠাকুর বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ। যাঁহা হৈতে নাট গীতে সবার আনন্দ॥"

৩। নিত্যানন্দের গুরু কে—এই বিষয়ের সদুত্তর বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে পাওয়া যায় না। ভক্তি-রত্নাকরে নরহরি তাঁহাকে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতির শিষ্যরূপে ও জয়ানন্দ তাঁহাকে ঈশ্বরপুরীর শিষ্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনায় তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সংকর্ষণ পুরীর শিষ্যরূপে উল্লিখিত। এই সকল বিভিন্ন উল্লেখ হইতে এই তথ্য লাভ করা যায় যে, মাধবেন্দ্র পুরীর সম্প্রদায়ের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দাষ্টক

১। বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপত্নীদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবার কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু সম্ভবত তাঁহারই রচিত একটি অষ্টকে বসুধা ও জাহ্নবার পতিরূপেই নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। আটটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে এই বন্দনা ; সুতরাং সেই শ্লোকটিই উদ্ধৃত হইল :

"রসানামাগারং স্বজনগণসর্বসমতুলং
তদিয়ৈক প্রাণপ্রতিম বসুধা-জাহ্নবীপতিং
সদাপ্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

নিত্যানন্দ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রশস্তি বাক্যের মধ্যে পূর্ব উক্তিটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনদাসের রচনা হিসাবে এই অষ্টকের মূল্য স্বীকার্য।

২। বিশ্বভারতীর পুথিশালায় রক্ষিত ২৭১৭ নং পুথি নিত্যানন্দের একটি অষ্টক। এই সঙ্গে চৈতন্যদেবের অষ্টকও ছিল, কিন্তু পুথির এই অংশ খণ্ডিত। এই অষ্টকের সমাপ্তি পংক্তিটি এইরূপ—"শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তং।" নিত্যানন্দের অষ্টকটিও সম্পূর্ণ নহে, কীটদষ্ট, ভাষা অশুদ্ধ। ভণিতা বৃন্দাবনদাস। ইহাতে গৌরপ্রেমামৃতদায়ক রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মলভ্যক ব্রহ্মবীজ-কামগায়ত্রীমন্ত্রদাতা, রোহিনীকুমার নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। এই অষ্টকটির আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নিত্যানন্দকে "অনঙ্গমঞ্জরী স্বরূপা"-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। নিত্যানন্দের এই তত্ত্ব তাঁহার শিষ্য বৃন্দাবনদাসের সমর্থিত নহে। তিনি কৃষ্ণসখা বলরাম, বাসুদেব কৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণ—বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার এই তত্ত্বই স্বীকৃত। সুতরাং অষ্টকটি অন্য কোন অর্বাচীন বৃন্দাবনদাসের রচিত।

১। নিত্যানন্দ বংশলতিকা

বিশ্বভারতীর পুথিশালায় রক্ষিত ৯১৭ নং পুথিতে নিত্যানন্দের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের তালিকা রহিয়াছে। লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত। নিত্যানন্দের বংশালোচনা প্রসঙ্গে নিত্যানন্দের জীবনী অধ্যায়ে এই তালিকার বিচার করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়িষ্যার সাহিত্যে নিত্যানন্দ

অন্যান্য দেশের ন্যায় উড়িষ্যাতেও নরপতিদের সহায়তায় সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে এখানে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের প্রসারলাভ হইয়াছিল। গুপ্তরাজাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশ লাভ করে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার অনুগৃহীত কর্মচারী রামানন্দ পট্টনায়ক (রায়) একজন শাস্ত্রবেত্তা রসজ্ঞ বৈষ্ণব-সাধক ছিলেন। তিনি জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করেন। জগন্নাথদেবের ধাম এই উড়িষ্যাকেই শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসোত্তর জীবনের আশ্রয়স্থল-রূপে গ্রহণ করেন। এখানকার বৈষ্ণবসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গজপতি প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রায় তাঁহার কৃপালাভে চরিতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া উড়িষ্যায় যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল চৈতন্য-চরিতামৃত ও বাংলার অন্যান্য চরিতগ্রন্থে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার একটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনগত তত্ত্বাদর্শের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কিছু অনৈক্য রহিয়াছে—এই সম্প্রদায় 'পঞ্চসখা' নামে পরিচিত। তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থে তাঁহাদের মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তিনি তাঁহাদের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণাবতাররূপে পূজিত। উড়িষ্যার সাহিত্যাদিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের নাম বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। তিনিও বলরামের অবতাররূপেই স্বীকৃত। গৌড়ীয় ভক্তদের ন্যায় উড়িষ্যার ভক্তগণও শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন, প্রসঙ্গত নিত্যানন্দ-জীবনী তাহাতে স্থান পাইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহাদের প্রামাণ্য জীবনী আশা করা অসঙ্গত হইলেও উড়িষ্যার বৈষ্ণবসমাজে তাঁহাদের স্থান নিরূপণের জন্য এই গ্রন্থকারদের মতামতের মূল্য স্বীকার্য। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের আলোচনা করা হইল।

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত—ঈশ্বরদাস

একখানি অপ্রকাশিত পুথি অবলম্বনে এই আলোচনা। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা ঈশ্বরদাস চৈতন্যজীবনী সম্বন্ধে যথেষ্টই অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকার পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের অন্যতম ভক্ত। এই সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরদাসের মতে শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ ও জগন্নাথের অবতার :

"ভক্তবৎসল জগন্নাথ অব্যয় অনাদি অচ্যুত।
মর্তে মনুষ্য দেহ ধরি অনাদি নাথ অবতরি।
নদীয়া নগ্রে অবতার পশু জন্মরু কলে পার॥"

(১ম অধ্যায়)

তিনি শ্রীকৃষ্ণেরও অবতার :

"রাধিকা দেখি হস হস।
অধর চুম্বে পীতবাস॥
বৈলে শুন প্রিয়বতী।
জন্ম হৈব আম্ভে ক্ষিতি॥
তুম্ভ হইবে অবতার।" ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ তাঁহার মতে বলরামেরই অবতার।

ঈশ্বরদাসের গ্রন্থান্তর্গত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবনী সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

অবতার গ্রহণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে গৌড়দেশে জন্মগ্রহণের নির্দেশ দান করেন এবং তথায় কৃষ্ণ নাম প্রচারের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। নদীয়ার পুরন্দর মিশ্রের ভগ্নী চন্দ্রকান্তির গর্ভে মকর সংক্রান্তি, শুক্লা সপ্তমী, বৃহস্পতিবার নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হারু মিশ্র। নিত্যানন্দের নয় বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তাঁহার জন্ম সংবাদ পাইয়া চন্দ্রকান্তি নবদ্বীপ আসিবেন স্থির করিলেন। নিত্যানন্দ এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন ; কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণের বিষয় অবগত ছিলেন, তিনিও যে স্বয়ং বলরাম। তাঁহাদের গ্রাম হইতে নবদ্বীপ সাত দিনের পথ। তাঁহারা নবদ্বীপ পৌঁছিলে দুই ভ্রাতার দর্শন লাভে নদীয়ার লোকও আনন্দিত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ভারতের তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন, নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গী। পরে তাঁহারা নীলাচল অবস্থান করেন। একবার তাঁহাদের গৌড়ে আগমন হইল। দুই ভাই সংসারত্যাগী, তাঁহাদের বংশধরের আশা রহিল না, সেইজন্য নিত্যানন্দের মাতা চন্দ্রকান্তি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সংসারী হইতে আদেশ করিলেন।

নদীয়ার অনন্ত চক্রবর্তী ও জাম্ববতীর দুই কন্যা বসুমতী ও জাহ্নবীকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। তাঁহারা রেবতীর অংশে যমজ ভগ্নীরূপে জাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেন—নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের ৭ বৎসর বয়সে নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটিবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বীরভদ্রের সপ্তম বৎসর বয়সে আশ্বিনের জন্মাষ্টমী তিথিতে নিত্যানন্দের অন্তর্ধান।

এই জীবনী কাব্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে অতিশয় শিথিল গৌড়ীয় চরিত কাব্যের সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তথাপি নিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রামাণিক সংবাদও ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যেমন:

১। বৃন্দাবনদাসের হিসাবানুযায়ী শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অপেক্ষা নয় বৎসরের কনিষ্ঠ। ঈশ্বরদাসের উক্তিতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

২। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে নিত্যানন্দের বিবাহ, এবং ৮ বৎসর পরে তাঁহারও তিরোভাব—ইহাই বাংলার বৈষ্ণবসমাজের প্রচলিত মত। ঈশ্বরদাস বীরভদ্রের সাত বৎসর বয়সে নিত্যানন্দের তিরোধানের উল্লেখ করিয়াছেন—এই বিষয়েও বাংলার মতের সহিত সামঞ্জস্যই লক্ষিত হয়।

৩। নিত্যানন্দের দ্বাদশ অন্তরঙ্গ শিষ্যের নামের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গৌরীদাস, উদ্ধারণ দত্ত (উদদত্ত) ও সুন্দরানন্দ—এই কয়েকজনের নাম তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

অচ্যুত, অনন্ত, যশোবন্ত, জগন্নাথ ও বলরাম—উড়িষ্যার এই পাঁচজন বৈষ্ণবভক্ত পঞ্চসখা নামে পরিচিত। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ সখা। নিত্যানন্দ ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরদাসের মতে অনন্ত মহান্তি তাঁহারই শিষ্য (৪৬ অধ্যায়)। নিত্যানন্দের শিষ্যদের সহিতও উড়িষ্যার এই ভক্তদের মিলন হইয়াছিল। গৌরীদাসকে এই গ্রন্থে বলরামদাসের গুরু বলা হইয়াছে। এইরূপে বাংলার ভক্তদের সহিত উড়িষ্যার ভক্তদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কের সত্যতা নির্ধারণ করা সহজ নহে; কারণ বাংলার চরিতকারগণ এবিষয়ে নীরব। পঞ্চসখাদের নিজেদের রচিত গ্রন্থাদিতেও যতদূর জানা যায় এইরূপ কোন স্বীকৃতি নাই। তবে তাঁহাদের গ্রন্থে নিত্যানন্দ ও তাঁহাদের শিষ্যদের সশ্রদ্ধ উল্লেখের অভাব নাই। পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ 'গুরুভক্তিগীতায়' উল্লেখ করিয়াছেন যে, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত ব্রজসখাগণও বাংলা ও উড়িষ্যায় অবতীর্ণ। তাঁহারা নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্য অর্থাৎ দ্বাদশ-গোপালের মধ্যে পাঁচজনের সহিত তত্ত্বতঃ অভিন্ন। তিনি লিখিয়াছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত যে শিশু অভিরাম পুন হোই।
গউরীদাস পণ্ডিত বলরাম কহি॥
সুবাহু অটন্তি পুন উদ্ধব যে দত্ত।
সুন্দরানন্দ যে মুহিঁ অটই অচ্যুত॥

গুরুভক্তি গীতা, ১ম খণ্ড, ৩২ ছন্দ।

(উদ্ধারণ দত্ত উড়িষ্যা সাহিত্যে উদদত্ত বা উদ্ধব দত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।)

২। জগন্নাথচরিতামৃত—দিবাকর দাস

পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথদাসের অধস্তন তিন পুরুষ পরের শিষ্য দিবাকরদাস। জগন্নাথের শিষ্য বনমালী, তাঁহার শিষ্য কেলিকৃষ্ণ, তাঁহার শিষ্য নবীন কিশোর, তাঁহার শিষ্য দিবাকর দাস। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সম্ভবত এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই অনুমানের অন্যতম কারণ, ইহাতে বাংলা দ্বাদশ মহান্ত ও তাঁহাদের পাটের তালিকায় শ্রীনিবাসাচার্যের পাট যাজিগ্রামের উল্লেখ রহিয়াছে।[১] তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে যাজিগ্রামে নিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং—জগন্নাথচরিতামৃত পূর্বোক্ত সময়ের পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব নহে।

জগন্নাথ চরিতামৃত হইতে 'অতিবড়' সম্প্রদায় ও তাঁহাদের সাধন-তত্ত্বের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দিবাকরদাসের মতে—জগন্নাথদাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কৃপা করিয়া 'অতিবড়ি' আখ্যা দিয়াছিলেন, সেই অনুসারেই তাঁহার সম্প্রদায় ঐ নামে খ্যাত। জগন্নাথদাসকে এইরূপ কৃপা বিতরণের ফলে শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় ভক্তগণ কিরূপ ঈর্ষাকাতর হইয়াছিলেন, দিবাকর সে সম্বন্ধে একটি কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

উড়িষ্যার ভক্তের সৌভাগ্যের জন্য সনাতনাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উড়িষ্যা ত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের ক্রোধ দমন করিতে উপদেশ দান করিয়া হরিদাসের হস্তে পত্র প্রেরণ করেন। তাহার উত্তরে তাঁহারা জানাইলেন, "না দেখি চৈতন্য-চরণ। না যিবু শ্রীক্ষেত্রক পুন॥" অতঃপর অতিবড়ি তাঁহাদের ক্রোধ নিবারণে সক্ষম হন, তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে নীলাচল ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রার অনুরোধ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "রতি কৃষ্ণে মতি কৃষ্ণে গতি গঙ্গা তটে তটে। জীবিতে মরণে বাপি নীলাচল পতির্গতি॥" তিনি কখনও জগন্নাথদেবকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন না। অতএব গৌড়ীয় ভক্তগণ নিজেরাই বৃন্দাবনে প্রয়াণ করেন।

দ্বাদশ মহান্ত বৃন্দাবনের পরিবর্তে গৌড়ে ফিরিয়া গিয়া দ্বাদশ গ্রামে পাট স্থাপন করেন। এই মহান্তদের মধ্যে নিত্যানন্দ অন্যতম। দ্বাদশ পাটের তালিকাটি উদ্ধৃত হইল :

"খরোদা গ্রামে পাট কলে। নিত্যানন্দ প্রভু রহিলে॥
শান্তি পুরেণ শ্রীঅদ্বৈত। পাট তাহাঙ্কর বিদিত।
আম্বুয়া পাটরে ঠাকুর। গৌরীদাস পণ্ডিত সার॥
খানাকোলি বিপ্রো নগর। পাট অভিরাম ঠাকুর॥
চন্দন পুরী পাট যেহি। তহিঁ শ্রীদামঙ্ক গোসাঞি॥
মল্লিপড়ারে যেঁউ পাট। তহিঁ জগদীশ পণ্ডিত॥
রাম কেলি গ্রাম পাটরে। রূপক গোসাঞি তহিরেঁ॥
অগ্রদ্বীপ ঘাট যা কহি। তহিরেঁ শ্রীঘোষ গোসাঞি॥
যাজীপুররে পাট সাজে। আচার্য গোসাইঙ্ক বিজে॥
বরানগ্র পাট সুন্দর। শ্রীভাগবতাচার্যঙ্কর॥
পাণিহাটি গ্রাম পাটরে। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরে॥
এসনে দ্বাদশ গোসাঞি। মহিমা প্রকাশিলে তহিঁ॥

পৃ: ৩০

দিবাকর দাস—নিত্যানন্দের সহিত উড়িষ্যার ভক্তদের কোন সম্পর্কের উল্লেখ করেন নাই। গৌড়ীয় ধর্মানুযায়ী মধুর রস নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের যে আস্বাদ্য নহে তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

'নিত্যানন্দ আদি সমেতে। দ্বাদশ গোপাল সঙ্গতে॥
অমর বৈকুণ্ঠএ জাত। এ ন জানন্তি প্রেমতত্ত্ব॥

(অষ্টম অধ্যায়)

তাঁহার মতে গৌড়ীয় শাস্ত্রের মন্ত্রের সহিতও নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের প্রভেদ বর্তমান :

"হরে রাম কৃষ্ণ ত্রিনাম। মহাপ্রভুঙ্কর ভজন।
নিত্যানন্দ প্রভৃতি যেতে। হরে কৃষ্ণ ভজতি কর্থে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথ চরিতামৃতে প্রামাণিকতা বিচারের পূর্বে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মের পর্যালোচনা প্রয়োজন। চৈতন্তদেবের সম-সময়ে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে দুইটি ধারার অস্তিত্বই বর্তমান ছিল। একটি ধারা পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের মতকে ভিত্তি করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, অন্য ধারার ধারক ও বাহক রামানন্দ রায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই দ্বিতীয় ধারারই সমর্থক। শুদ্ধাভক্তিমূলক রাগমার্গের সাধন এই ধারার বৈশিষ্ট্য, পঞ্চসখা সম্প্রদায় কৃষ্ণভজনেও ভক্তির সহিত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন।[২] এই পঞ্চসখা যুগে যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রচারের জন্য আবির্ভূত হন।[৩] এই যুগেও কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের আবির্ভাব। জগন্নাথদাস পূর্ব যুগের 'দাম সখা'।[৪]

দিবাকর দাস এই দাম সখার তত্ত্ব একেবারেই উল্টাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে জগন্নাথদাস রাধার হাস্য হইতে জাত ও রাধার অংশ—"শ্রীরাধাঙ্ক হাস্য ললিত তহিরুঁ হেউছন্তি জাভ ॥" (পৃঃ ৭)। তাহার ষোল শিষ্য ও দিবাকরের মতে, রাধার সখীর অংশে আবির্ভূত—"শ্রীঅতিবড়ি যে গোসাঞি। প্রধান অংশে জন্ম হোই ॥ তাঙ্কর যেবা ষোল শিষ্য। সে ষোল সখীঙ্কর অংশ ॥"

(পৃঃ ৪)।

উড়িষ্যার পঞ্চসখার রচিত গ্রন্থাদির পরিমাণ কম নহে। পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ শূন্য-সংহিতায় নিজেদের শ্রীকৃষ্ণ-সখারূপে পরিচয় দিয়াছেন। অনাকার সংহিতার শেষেও সেইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। গোপালঙ্ক উগালেও পাঁচ যুগের পঞ্চসখার নামের তালিকায় জগন্নাথদাসকে দ্বাপরের দামসখা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পঞ্চসখার ধর্ম আলোচনাপ্রসঙ্গে উড়িষ্যার সমালোচক লিখিয়াছেন যে গৌড়ীয়ধর্মের মাধুর্যভাব তাঁহারা কখনই করেন নাই। এই বিষয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সহিত উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য।[৫] কিন্তু দিবাকর দাসের গ্রন্থে মাধুর্যভাবে রাগমার্গে ভজনেরই নির্দেশ রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতেই দিবাকরদাসের জগন্নাথ চরিতামৃত চরিতগ্রন্থ হিসাবে যে প্রামাণিক নহে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের সম্বন্ধে তাঁহার যে উক্তি তাহার সত্যতা নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য নহে। উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্মে শুদ্ধাভক্তির প্রভাব এইরূপ বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল যে পঞ্চসখার ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের ধারাটি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চসখা সম্প্রদায়ও এই ধর্মের প্রভাব মানিয়া লইয়াছিলেন, জগন্নাথদাসের কয়েক পুরুষ অধস্তন শিষ্য দিবাকরদাসের গ্রন্থই এই উক্তির প্রমাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ঘণ্ট পত্র

১। জাজিপুরে পাটসাজে। আচার্য গোসাঞিঙ্ক বিজে ॥ পৃঃ ৩০

এইখানে আচার্য গোসাঞি শ্রীনিবাসাচার্য, অদ্বৈতাচার্য নহেন। এই তালিকায় পৃথকভাবে তাঁহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

২। ব্রহ্মশাঙ্কুলিতে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন, "যে আত্মজ্ঞানী সাধনার। তা পদে অচ্যুত কিঙ্কর ॥" তাঁহার মতে এই সাধনাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা। (একাদশ কল্প)।

৩। "রাধাকৃষ্ণঙ্কর লীলা প্রকাশিবা পাইঁ। জনম হইল আম্ভে পঞ্চসখা তাহিঁ ॥" গোপালঙ্ক উগাল।

এই পঞ্চসখা—অনন্ত, অচ্যুত, জগন্নাথ, যশোবন্ত, বলরাম।

ঐ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১২।

৪। সুবল—অনন্ত ; সুবাহু—অচ্যুত ; দাম—জগন্নাথ ; সুদাম—যশোবন্ত ; শ্রীবৎস—বলরাম। ঐ

৫। 'উৎকল সাহিত্যরে পঞ্চসখা' নামক প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন— "রাধাভাবরে ভগবানঙ্কু মাধুর্য্য রূপরে ধ্যান করি আপনাকু লীন করি দেবা হেউছি বৈষ্ণব সাধনার মূল সূত্র ; ওড়িশারে সে গৌড়ীয় মার্কা রাধাভাবনা কাহিঁ ?" (পৃঃ ২২)

বলরামদাসের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায় ঐ লেখকের উক্তি—"চৈতন্য ধর্মর সমূল সার পরকীয়া প্রেমর নামগন্ধ পঞ্চসখাঙ্কর সাহিত্যরে নাহিঁ ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিত্যানন্দের জীবনী

নিত্যানন্দের জন্ম, পরিচয় ও তীর্থভ্রমণ

রাঢ়দেশের মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত একচাকা (খলকপুর) নামক গ্রামে মাঘমাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে আনুমানিক ১৩৯৮।৯৯ শকাব্দে শ্রীমন্নিত্যানন্দের জন্ম। তাঁহার পিতা হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝার নামান্তর মুকুন্দ, মতান্তরে পরমানন্দ ;[১] মাতার নাম পদ্মাবতী। লোচনের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের প্রামাণানুসারে নিত্যানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম কুবের।[২] (প্রেমবিলাস রচয়িতা কখনও তাঁহাকে চিদানন্দ, কখনও নিত্যানন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্ন্যাসাশ্রমের নাম অবধূত।[৩] প্রেমবিলাসোক্ত গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম বিশ্বাসযোগ্য নহে।) কুবের—পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র, রূপে গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।[৪]

তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগে গৃহস্থের নিকট সাধু-সন্ন্যাসীর বিশেষ সমাদর ছিল, সন্ন্যাসীর পদধূলিতে গৃহস্থের গৃহ পবিত্রীকৃত হইত, সন্ন্যাসী সমাগমে গৃহস্বামী নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। যতি-মুকুট-মণি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মাধবেন্দ্রপুরীর পদরজে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার অনেক গৃহই ধন্য হইয়াছিল, অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য ও চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (নবদ্বীপ নিবাসী গদাধর পণ্ডিতের গুরু) তাঁহার গৃহী-শিষ্যদের অন্যতম, শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কুমারহট্টের ঈশ্বর পুরী তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য। কুবেরের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে (লোচনের মতে, অষ্টাদশ বৎসর) হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে এক তৈর্থিক সন্ন্যাসীর শুভাগমন হইয়াছিল। তিনি যথোচিত আদর-আপ্যায়নে অতিথির সন্তোষ বিধান করিলেন। কুবেরের প্রতি সম্মানিত অতিথির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সর্বসুলক্ষণযুক্ত এই কিশোর ব্রাহ্মণতনয়কে তাঁহার তীর্থভ্রমণের সঙ্গীরূপে প্রার্থনা করিলেন। গৃহীর নিকট অতিথি নারায়ণ তুল্য সমাদৃত, তদুপরি তিনি সন্ন্যাসী, অতএব তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিতে পারে না। হাড়াই অন্তরে ব্যথিত হইলেও, পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রাণপ্রতিম জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহত্যাগে মাতাপিতা অপরিসীম শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দের গুরু কে?

সকল তীর্থ পরিভ্রমণে যাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য কুবের গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাস এ বিষয়ে নীরব। কাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি নিত্যানন্দ নামের অধিকারী হইয়াছিলেন, কোন্ আশ্রমে তিনি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, দণ্ডী সন্ন্যাসীদের ন্যায় তিনি যথাবিহিত দণ্ডাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা—এ সকল প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসা কোন গ্রন্থের প্রমাণানুসারেই সম্ভব নহে। চরিতকার-গণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার গুরু নির্ণয়ে তৎপর হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের উক্তিতে ঐক্য নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, প্রয়াগে যতিরাজ শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি নিত্যানন্দ নাম গ্রহণ করেন।[৫] নরহরি চক্রবর্তীর মতে মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৬] শ্রীজীব গোস্বামীর সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সংকর্ষণপুরীকেই নিত্যানন্দের গুরুরূপে অভিহিত করা হইয়াছে।[৭] চৈতন্যভাগবতের প্রমাণানুসারে জানা যায়, নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ সময়ে সশিষ্য মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ নিত্যানন্দকে যথোচিত সেবা-যত্নে আপ্যায়িত করেন।[৮] বৃন্দাবনদাসের মতে ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দের গুরু নহেন—চৈতন্যভাগবতোক্ত ঐ উল্লেখ তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রকে গুরু বা পরমগুরুরূপেও তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই, নিত্যানন্দের প্রতি ছিল তাঁহার বন্ধুভাব।[৯] নিত্যানন্দ—নিত্য আনন্দময় ঈশ্বর-স্বরূপ, তিনি জগতের গুরু, ইহাই বৃন্দাবনদাসের অভিমত ; সুতরাং তাঁহার গুরুর পরিচয় চৈতন্যভাগবত হইতে পাওয়া যায় না।

মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে ঈশ্বরপুরীর শিষ্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] নিত্যানন্দ পরবর্তী সময়ে শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই জন্যই সম্ভবত উক্ত গুরু-প্রণালীকার তাঁহাব নাম ঈশ্বরপুরীর শিষ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ হইতে তিনি যে মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তীর্থ-ভ্রমণ আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসরে গৃহত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ বিশ বৎসর তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পর্যটন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই তীর্থভ্রমণ কালেই মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বরপুরী প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ নিত্যানন্দকে সেবা যত্নে আপ্যায়িত করেন, মাধবেন্দ্রপুরী বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। মাধবেন্দ্রের দর্শন লাভে নিত্যানন্দ কৃতার্থবোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিলনে মাধবেন্দ্রও নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন নিত্যানন্দ হিমালয় হইতে কন্যা কুমারীকা পর্যন্ত ভারতের সকল তীর্থস্থান পর্যটন করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের নিকট বৃন্দাবনদাস তাঁহার তীর্থ পর্যটনের বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণপথের বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাবও সুস্পষ্ট। বলদেব যে পথে তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাও সেই পথই অনুসরণ করিয়াছে। চৈতন্যভাগবত অনুযায়ী নিত্যানন্দের ভ্রমণপথের চিত্রটি নিম্নোক্তরূপ :

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ রাঢ়দেশ হইতে প্রথমেই বৈষ্ণবদের পরম তীর্থস্থান বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে গমন করেন। বক্রেশ্বর ও বৈদ্যনাথ হইতে তাঁহারা গয়াধামে উপনীত হন, তথা হইতে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি গঙ্গা যমুনার তীরবর্তী পবিত্র তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া নিত্যানন্দ উত্তরে পাণ্ডবের পুরী হস্তিনাপুরে পদার্পণ করেন। হস্তিনাপুর দিল্লীর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। তথায় বলরামের কীর্তি দর্শন করিয়া তিনি কাথিয়াবারের কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত দ্বারকায় উপনীত হইয়াছিলেন। দ্বারকা হইতে গুজরাটের সিদ্ধপুরে কপিল মুনির আশ্রম, তথা হইতে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী—এই পথেই তিনি কুরুক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (গুজরাটে অবস্থিত সিদ্ধপুরের পরে কুরু-ক্ষেত্রে যাইবার পথে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীর উল্লেখ অসঙ্গত মনে হয়)। কুরুক্ষেত্র সমীপবর্তী পৃথুদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শন তীর্থ ত্রিতকূপ মহাতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ ইত্যাদি সরস্বতী নদীতীরস্থ তীর্থস্থানসমূহ পরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণ করিয়া তিনি নৈমিষারণ্যে প্রবেশ করেন, বলদেব এই পথেই প্রভাস হইতে নৈমিষারণ্যে গিয়াছিলেন। [১১]

নৈমিষারণ্য হইতে নিত্যানন্দ রামরাজ্য অযোধ্যায় আগমন করেন। এইস্থানে তিনি রাম-জন্মভূমি দর্শন ও সরযূ কৌশিকীতে স্নানাদি ক্রিয়াসম্পন্ন করেন। অযোধ্যা হইতে হরিদ্বারে পুলহাশ্রমে, তদনন্তর গোমতী, গণ্ডকী ও শোন নদীতে স্নান তর্পণ সমাপনান্তে তিনি গঞ্জাম জিলার মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামকে নমস্কার করেন। অযোধ্যা হইতে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত বর্ণনাও ভাগবত-বর্ণিত বলদেবের তীর্থভ্রমণেরই অনুরূপ। মহেন্দ্র পর্বত হইতে তিনি গঙ্গা জন্মভূমি হরিদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন, হরিদ্বার হইতে পুনরায় দক্ষিণের তীর্থপথে। তীর্থ-পর্যটনের এই সময়ের বর্ণনা ভাগবতানুগ নহে, কারণ বলদেব হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা না করিয়া দক্ষিণের তীর্থপথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। পম্পা, ভাগীরথী, সপ্ত গোদাবরী, বেণ্ব ইত্যাদি দক্ষিণ-ভারতের পুণ্যতোয়া সলিলে স্নান করিয়া নিত্যানন্দ স্কন্দতীর্থে কার্তিক দর্শন করেন। তথা হইতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত শ্রীশৈলে উপনীত হয়েন। মহেশ ও পার্বতী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে তথায় অবস্থান করেন, নিত্যানন্দকে তাঁহারা পরমাদরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সেস্থান হইতে তিনি কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত দ্রাবিড়ে উপনীত হইয়া বেঙ্কটনাথ দর্শন করেন। তদনন্তর কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চীপুরী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম ও হরি-ক্ষেত্র তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণ মাদুরা, অর্থাৎ মাদুরা জিলার অন্তর্গত ঋষভ পর্বতে গমন করেন। তথা হইতে রামেশ্বর, সেতুবন্ধ হইয়া কৃতমালা তাম্রপর্ণীতে স্নান করিয়া তিনি মলয় পর্বতে আসেন। এই পর্বত মালাবার উপকূলের অংশ, কেরল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। মলয় পর্বতে অগস্ত্য আশ্রম পরিদর্শনা-ন্তর তিনি বৌদ্ধের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

বৌদ্ধ কিম্বদন্তী অনুসারে মলয় পর্বতের অংশবিশেষের নাম পোতালক, ঐ স্থান অবলোকিতেশ্বরের বাসভূমি। বৌদ্ধদিগের এই পুণ্যতীর্থকেই বৃন্দাবনদাস সম্ভবত বৌদ্ধের আলয় বলিয়াছেন। মলয় পর্বত হইতে যাত্রা করিয়া নিত্যানন্দ কন্যকানগরে দুর্গাদেবী দর্শন করেন, তথা হইতে অনন্তপুর বা ফাল্গুনের পঞ্চপ্সরা সরোবর পরিভ্রমণান্তর কেরল ও উত্তর কানাড়ার ত্রিগর্তের দেশের গোকর্ণাখ্য শিব মন্দির ও দ্বৈপায়নী আর্যা দর্শন করেন। দক্ষিণ-পশ্চিমের দেশ হইতে তিনি বোম্বাই প্রদেশের নিকটস্থ সোপারক বা সূর্পারক হইয়া বলদেবের ন্যায় প্রভাসের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যায় স্নানান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাহীষ্মতী পুরীতে নর্মদায় স্নান করেন, তদনন্তর তিনি মল্লতীর্থে উপনীত হয়েন, মল্লতীর্থ হইতে শূর্পারক হইয়া তিনি পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হইলেন।

স্বানুভাবানন্দে তীর্থভ্রমণকালে কোনও তীর্থে সশিষ্য মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যতিরাজ মাধবেন্দ্রকে দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ তাঁহার তীর্থযাত্রা সফল ও জীবন ধন্য মনে করিলেন। মাধবেন্দ্রও তাঁহাকে বন্ধুভাবে লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেমভক্তির আলোচনায় আনন্দরসে অবগাহন করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত হইল। মাধবেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিয়া সরযূ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ অভিমুখে, তথা হইতে দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী তীর হইয়া বিজয় নগর, তদনন্তর সিংহাচলম্, তিরুমালয় ও কূর্মক্ষেত্রের তীর্থস্থান দর্শন করিয়া নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গঙ্গাসাগর হইয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন উপনীত হইলেন। এইরূপেই কুড়ি বৎসর বলরামাবতার নিত্যানন্দ তাঁহার পদরজে ভারতের সর্বতীর্থ পবিত্র করিয়াছিলেন।

নির্ঘণ্ট প

১। কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও প্রেমবিলাসে 'মুকুন্দ' নাম উল্লিখিত। কিন্তু লোচন ও জয়ানন্দের কাব্যে 'পরমানন্দ' দেখিতে পাওয়া যায়। লোচন লিখিয়াছেন—'পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম।' (নামের পাঠান্তর —ধাম)। এই দ্বিতীয় পাঠ অর্থাৎ নামের পাঠান্তর 'ধাম' গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ হাড়োওঝার তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করা চলে কিন্তু জয়ানন্দ স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন—

'তাহে নন্দ যশোদা জন্মিব দ্বিজ বংশে।'

পদ্মাবতী পরমানন্দ নাম ধরি শেষে॥' (নদীয়া খণ্ড, পৃঃ ৯)।

২। 'পিতামাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত। সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত।' চৈ, ম,—পৃ: ২৮।

৩। 'নিত্যানন্দের আর নাম চিদানন্দ ছিল।' (চতুর্বিংশ বিলাস)।

অন্যত্র, 'নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত।' (সপ্তম বিলাস)।

৪। 'সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়। সর্ব সুলক্ষণ দেখে নয়ন জুড়ায়।' (চৈ, ভা,—২।৩)।

৫। 'প্রয়াগেতে যতিরাজ শ্রীঈশ্বরপুরী। সন্ন্যাস লভিল তথা গুরু লক্ষ্য করি॥' নদীয়াখণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। প্রাচীনের উক্তিরূপে ভক্তিরত্নাকরে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—'নিত্যানন্দ প্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ং। শ্রীমাধ্বী-সম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্ত-বৎসলম্।' (৫ম তরঙ্গ)।

৭। 'সংকর্ষণপুরী শিষ্যো নিত্যানন্দ প্রভুঃ স্বয়ম্।' শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত।

৮। চৈতন্যভাগবত—১।৬

৯। ঐ।

১০। মাধবেন্দ্রপুরী—ঈশ্বর পুরী—শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

১১। শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৭৮।১৮—২০।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ :

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একোজাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে। বালকেহো ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম-কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। এইমত জগতে ব্যর্থ কাল জায়॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিত্র সব। তাহা রাহো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম করে। শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন। দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পঢ়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার। দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥"[১]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক অবস্থা ও ধর্মকর্ম সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসারের উদ্ধারের ভাবনায় বৈষ্ণব ভক্তগণের মহাদুশ্চিন্তার সময়ে ১৪০৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার পরবর্তী জীবনের ভক্ত-পরিকরগণের মধ্যে রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ, ত্রিহুতে পরমানন্দপুরী, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য, ফুলিয়ায় হরিদাস, নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, শ্রীমান, মুরারি, গরুড়, গঙ্গাদাস প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথম জীবনে বিদ্যাচর্চাতেই অভিনিবিষ্ট ছিলেন, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যেই অধ্যাপক নিমাইরূপে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৪৩০ শকের মাঘ মাসে পিতৃ-পিণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি গয়া গমন করেন, সেই স্থানেই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন। নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সেখানকার বৈষ্ণবভক্তদের সহিত মিলিত হন, তাঁহার বিনয়ী স্বভাব ও প্রেম ভক্তিভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে তিনি এরূপ আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, ছাত্রদের শিক্ষাদান তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। কয়েক মাসের মধ্যে 'পুঁথিতে ডোর' বাঁধিয়া অধ্যাপনা কার্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিবসে শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা, রাত্রিতে ভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্য-সংকীর্তনের অনুষ্ঠান তাঁহার তৎকালীন কার্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌরাঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্তগণের মনেও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

এই সময়েই নবদ্বীপে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই নিত্যানন্দ অবধূত। এই সময়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্ররূপে নবদ্বীপের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের মিলনক্ষেত্র পরিভ্রমণোদ্দেশ্যেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর নবদ্বীপ আগমন। তৎকালে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত খ্যাতি অন্যত্র প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে, তাঁহার ভগবত্তার প্রকাশ হইয়াছিল আরও পরে, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের আকর্ষণেই তাঁহার নবদ্বীপ আগমনের অনুমান সঙ্গত নহে।

নিত্যানন্দ সর্বপ্রথমে নন্দন আচার্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ নামে খ্যাত ভগবান অবধূতের আগমন-বার্তা শ্রীগৌরাঙ্গের গোচরীভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। তিনি মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি সঙ্গীদের তাঁহার সন্ধানে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার হইল না। সেইদিন সায়ংকালে স্ব গণসহ গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং নিত্যানন্দ সমীপে সমাগত হইলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে অবধূত-চরণ বন্দনা করিয়া নানারূপ আলাপ-আলোচনা ও নৃত্য-সংকীর্তনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া ভক্তগণ সহ গৌরাঙ্গ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।[২]

অবধূতের আগমনে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বিশ্বম্ভর স্বগৃহে তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া মাল্য-চন্দনে তাঁহাকে পূজা করিলেন। ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া সে দিবস নিত্যানন্দ শচীদেবীর গৃহেই অবস্থান করিলেন। অন্যদিন শ্রীবাস-গৃহে তাঁহাকে ভিক্ষা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল।[৩]

বিশ্বম্ভর একদিন ভক্তবৃন্দকে নিত্যানন্দের পাদোদক পান করাইলেন। অন্যদিন অবধূতের কৌপীন ছিঁড়িয়া ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা সমাদরে তাহা মস্তকে গ্রহণ করিলেন। এইরূপেই নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্তগণ পরমশ্রদ্ধাভরে অবধূত নিত্যানন্দকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্যাসপূজা

শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩০ শকাব্দের মাঘ মাসে গয়া হইতে দীক্ষা গ্রহণান্তর নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দের আগমন সম্ভবত ১৪৩১ শকাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাঁহার আগমনের অনতিকাল পরেই আষাঢ়ী-পূর্ণিমা তিথি সমাগত হইয়াছিল। এই পূর্ণিমায় সন্ন্যাসীদের ব্যাসপূজা বিধি। বিশ্বম্ভরের ইচ্ছানুসারেই ব্যাসপূজার আয়োজন। শ্রীবাস কর্মকর্তা, তাঁহার গৃহেই পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। আত্মভোলা মহাপুরুষ বিধি-নিয়মের ধার ধারেন না, শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্যোগে, শ্রীবাসাদির আনুকূল্যে সর্ববিধ আয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাসপূজার পূর্বরাত্রে অধিবাস। নিত্যানন্দ কখনও বালকের ন্যায় মহাচঞ্চল, কখনও তাঁহার উন্মত্তবৎ আচরণ, কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন; কোথায়-বা তাঁহার বসন, কোথায়-বা কমণ্ডলু। এমতাবস্থায় তাঁহার দ্বারা পূজানুষ্ঠান অসম্ভব; যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্ত-বৃন্দের সহায়তায় অধিবাস অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। ভক্তগণ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গভীর রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার শব্দে তাঁহার দণ্ডটি ভগ্ন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন। গঙ্গাবক্ষেও তাঁহার নানাবিধ চঞ্চলতা। স্নানান্তে সকলেই শ্রীবাসের গৃহে সমুপস্থিত হইলেন, এই গৃহেই ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হইবে। পূজার সর্ববিধ আয়োজন সুসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা শ্রীবাস নিত্যানন্দকে পুষ্পমাল্য দ্বারা ব্যাসপূজার নির্দেশ দান করিলেন, কিন্তু মহাপুরুষ ব্যাস-পূজার পরিবর্তে পুষ্পমাল্য দ্বারা গৌরাঙ্গকেই পূজা করিলেন। গুরুপূজার অনুষ্ঠানে গৌরাঙ্গই সংপূজিত হইয়া নিত্যানন্দের গুরুরূপে বৃত হইলেন। এই প্রকারেই গুরুদেবের পূজা-পর্ব নিষ্পন্ন হইল। ইহার পরে ভক্তবৃন্দের সংকীর্তনে শ্রীবাসের গৃহে রসের স্রোত প্রবাহিত হইল। নিত্যানন্দও তাঁহার ইষ্টদেবের সহিত নৃত্য-সংকীর্তনে যোগদান করিলেন। উভয়ের নৃত্য-মাধুরী দর্শন করিয়া শচীমাতা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। [৪]

বৃন্দাবনদাস ভিন্ন অন্য কোন চরিতকার ব্যাসপূজার আখ্যান বর্ণনা করেন নাই। বিবিধ কারণেই আখ্যানটি তাৎপর্যপূর্ণ। নিত্যানন্দ যে দণ্ড গ্রহণান্তর যথাবিহিত সন্ন্যাস-মার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, দণ্ডভঞ্জনের কাহিনীটি তাহার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেই সন্ন্যাসী দণ্ডবিসর্জনপূর্বক অবধূতাচারে রত হইয়া পরম-হংসত্বলাভের অধিকারী হইতে পারেন। [৫] এই অবস্থায় সন্ন্যাসী অপেক্ষা অবধূত মর্যাদামার্গে উন্নত বিবেচিত হন; তখন তিনি আচার-নিয়মের অনধীন, ইহাও শাস্ত্রীয় প্রমাণ। নিত্যানন্দও পরিব্রাজক জীবনের অবসানান্তে নবদ্বীপে দণ্ড বিসর্জনপূর্বক অবধূতাচারে রত হইয়াছিলেন[৫ক]; সেইজন্যই তাঁহাকে বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বত্রই অবধূতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার গূঢ় তাৎপর্য এই মনে হয় যে, তিনি এই অনুষ্ঠানে গৌরাঙ্গকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ব্যাস-পূজার অর্থই গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন। শ্রীগৌরাঙ্গও শংখচক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষলধারী মূর্তিতে দর্শন দান করিয়া নিত্যানন্দের ন্যায় আত্মারাম বা তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে প্রেমভক্তি উদ্রেকের সহায়তা করিয়াছিলেন। ষড়্ভুজ মূর্তিতে—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সম্মিলিত রূপে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্বোপলব্ধি তাঁহার জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনাটি নিত্যানন্দ বৃন্দাবন-দাসের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। [৬] আত্মারাম মুনিগণও মুক্ত বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় হরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, ইহাও শাস্ত্রীয় উক্তি। [৭] এই শাস্ত্রবাক্যেরই সার্থকতা দেখা গিয়াছে নিত্যানন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে। তিনি জীবন্মুক্ত অবধূত হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের নামের সহিত অনেক স্থলেই 'স্বরূপ' যুক্ত হইয়াছে। 'স্বরূপ' 'গিরি' 'পুরী' ইত্যাদি দশনামী সম্প্রদায়ের উপাধির অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং 'স্বরূপ' আখ্যার তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। চৈতন্য-ভাগবত হইতে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হওয়া যায় না, বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ স্ব-স্ব মতানুযায়ী ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যথা—(ক) কেহ বলেন যে, নিত্যানন্দ ছিলেন তীর্থ-উপাধিক পর্যটক যতির ব্রহ্মচারী, তাহার দণ্ড কমণ্ডলু তিনি বহন করিতেন ; তীর্থ ও আশ্রম—এই দুই উপাধিক সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচারীদের 'স্বরূপ' বলা হয়, সেইজন্যই নিত্যানন্দ 'স্বরূপ'।৮

(খ) কেহ বলেন যে, নিত্যানন্দ গিরি পুরী ইত্যাদি সন্ন্যাস উপাধি গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই তিনি 'নিত্যানন্দ স্বরূপ।' ৯

স্বরূপ উপাধির আর এক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস নিদর্শন যোগপট্ট গ্রহণ না করায় দামোদর 'স্বরূপ' রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। ১০

বর্তমানে সুবিখ্যাত এক 'অবধূতের' উল্লেখানুযায়ী 'স্বরূপের' নিম্নোক্তরূপ তাৎপর্য জানা যাইতেছে—

শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায় মধ্যাম্নায় চতুষ্টয়ে বিভক্ত। তীর্থ ও আশ্রম উপাধিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রথমাম্নায়ের অন্তর্গত। এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারী আখ্যা 'স্বরূপ'। তীর্থ ও আশ্রম এইপদ গ্রহণের পূর্বে এই সম্প্রদায় 'স্বরূপ' ব্যবহার করিতে পারেন, শংকরাচার্যের পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্যগণ 'স্বরূপ' ব্যবহার করিতেন। সরস্বতী ·ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় চতুর্থাম্নায়ের অন্তর্গত, ইঁহাদের ব্রহ্মচারী 'চৈতন্য'। কেশব ভারতীর শিষ্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই আম্নায়ের অন্তর্ভুক্ত। ১১ 'অবধূতের' এই উল্লেখ হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাস জীবনে তীর্থ বা আশ্রমাদি কোন পদ ব্যবহার করেন নাই, নবদ্বীপ আগমন পর্যন্ত তিনি 'স্বরূপ' রূপেই গণ্য হইয়া-ছিলেন। এই স্বরূপ আখ্যাই তাঁহার প্রথমাম্নায়ের অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ ; সুতরাং তিনি যে আনন্দতীর্থ বা মাধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত কোন সন্ন্যাসীর শিষ্য (ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর মতে শ্রীমন্‌লক্ষ্মিপতী তীর্থের শিষ্য)— বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই উল্লেখ সমর্থনযোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাস ভিন্ন অন্য কোন চরিতকারই নিত্যানন্দকে 'স্বরূপ' রূপে উল্লেখ করেন নাই। অবধূত রূপেই তাঁহার বিশেষ পরিচয়, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সর্বত্রই 'অবধূত'রূপেই তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

নবদ্বীপে নিত্যানন্দের ভাগবতগোষ্ঠীতে যোগদানে এই সম্প্রদায় সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অদৃশ্য নিয়তির নির্দেশে, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই দুই মহাপুরুষের জীবন একই সূত্রে এরূপে বাঁধা পড়িয়া গেল যে, একের জীবনেতিহাস হইতে অন্যের জীবন বাদ দিবার আর উপায় রহিল না।

নিত্যানন্দের আগমনের পর নবদ্বীপের গৃহে গৃহে সংকীর্তনের ধূম পড়িয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য এই সময়ে শান্তিপুরে। তাঁহার অভাব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেন। নবদ্বীপে সমাগত ভগবান অবধূত নিত্যানন্দের সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের এই সময়ে ভাবাবিষ্ট অবস্থা, ভক্তদের নানাবিধ ঐশ্বর্যভাব প্রদর্শন করিয়া তিনি তাঁহাদের বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছিলেন। সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অদ্বৈতাচার্য সস্ত্রীক নবদ্বীপ আগমন করিয়া প্রথমেই ঈশ্বরভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গকে যোড়শোপচারে পূজা নিবেদন ও বরগ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্বে ব্যাসপূজার উৎসবে নিত্যানন্দও শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে এই সময় হইতে ভক্ত নিমাই নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীতে ঈশ্বর-তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

মহাপুরুষ নিত্যানন্দের সাক্ষাৎলাভেও ভক্তাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য পরম হৃষ্ট হইলেন. নবদ্বীপের ভাগবৎ-সম্প্রদায়কে কয়েকদিন তাঁহাদের অভীপ্সিত সঙ্গদান করিয়া অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। [১২]

নিত্যানন্দ চরিত্র

নিত্যানন্দের সর্বত্রই অবাধগতি, নবদ্বীপের সর্বত্রই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সকলের সহিত সমদর্শী অবধূতের বন্ধুভাব। তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও সুমিষ্ট বাক্যালাপে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে অঙ্কিত নিত্যানন্দ প্রভুর এই সময়কার চিত্রটি এইরূপ :

"মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর। নিরবধি গতিস্থান দেখি মহাধীর॥
অহর্নিশ বদনে বোলয়ে কৃষ্ণনাম। ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার। মহামত্ত যেন বলরাম অবতার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটিচন্দ্র জিনিঞা বদন মনোহর। জগত জীবন হাস সুরঙ্গ অধর॥
মুকুতা জিনিঞা শ্রীদশনের জ্যোতি। আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাঁতি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ। চলিতে কমলবত পদযুগ দক্ষ॥
পরম কৃপায়ে করে সভারে সম্ভাষ। শুনিলে শ্রীমুখ বাক্য কর্মবন্ধনাশ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ রায়। সকল ভুবনে জয় জয় ধ্বনি গায়॥" [১৩]

নিত্যানন্দ কুড়ি বৎসর অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু বাহিরে তাহা অপ্রকাশিত; তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও তাঁহার জড়ের ন্যায় আচরণ, মহাপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার বালকোচিত ব্যবহার। বালকের সরলতায় তিনি শচীদেবী ও শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মালিনীদেবীকে তিনি মাতৃ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীবাস গৃহে আশ্রয়

নিত্যানন্দ প্রথমে নন্দন আচার্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তথা হইতে তিনি শ্রীবাসের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। শ্রীবাস ও মালিনীদেবী সর্বদাই তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। কখনও কখনও ভাবাবেশে নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত, নিজহাতে আহার্য তুলিতেও অক্ষম হইতেন। জননীর স্নেহে মালিনীদেবী স্বহস্তে গ্রাস তুলিয়া পরম মমতায় তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসেরও বাৎসল্য ভাব, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরত্বেও তিনি বিশ্বাসী। তাঁহার প্রতি শ্রীবাসের গভীর বিশ্বাস, অবিচলিত শ্রদ্ধা-ভক্তি। শ্রীবাসকে পরীক্ষাচ্ছলে গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন যে, 'অজ্ঞাত-কুলশীল অবধূতকে তাঁহার গৃহে আশ্রয়দান সুবিবেচনার কাজ নহে, জাতিকুল রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই তাঁহাকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন।' শ্রীবাস উত্তর করিয়াছিলেন—'নিত্যানন্দ স্বয়ং ঈশ্বর এবং শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন দেহস্বরূপ, ভক্তভাবে তিনি গৌরাঙ্গকেও ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন, অতএব তিনি শ্রীবাসের প্রিয়, নিত্যানন্দ যদি মদিরা বা যবনী গ্রহণ করেন, অথবা তাঁহার ধন-প্রাণ নষ্ট করেন, তথাপি তাঁহার প্রতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধার লাঘব হইবে না। [১৪] বলাবাহুল্য, শ্রীবাসের উত্তরে নিত্যানন্দের মহিমাজ্ঞাতৃ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীত হইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতোক্ত এই কাহিনীটি নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবাস-দম্পতীর নিকট নিত্যানন্দ সেবা-যত্ন লাভ করিয়াছিলেন। শচীমাতারও তাঁহার প্রতি আদর-যত্নের অভাব ছিল না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রায়শই তাঁহাকে বিশ্বম্ভরের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত। মাতৃজ্ঞানে তিনি শচীমাতাকে শ্রদ্ধা করিতেন, কখনও কখনও স্বভাবানুরূপ চাপল্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেও দ্বিধা করিতেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রের বিরহে শোকাতুরা শচীদেবী তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তর অপূর্ব মমতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বরূপের স্থলাভিষিক্ত হইয়া নিত্যানন্দ শচীমাতা ও গৌরাঙ্গের হৃদয়ে স্নেহ ও শ্রদ্ধার আসন জুড়িয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

নিত্যানন্দের আগমনের পর হইতেই নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলী নৃত্য, সংকীর্তন ও নানাবিধ ভক্তির অনুষ্ঠানমূলক কার্যকলাপে এরূপ ব্যাপৃত থাকিতেন যে, নবদ্বীপের বৈষ্ণব-বিরোধী-সম্প্রদায় এই বিষয়ে নিত্যানন্দকেই দায়ী করিয়াছিলেন।[১৫]

কোনদিন শ্রীবাসের মন্দিরে, কোনদিন চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নৃত্য-সংকীর্তনের অনুষ্ঠান নির্ধারিত হইয়াছিল। সারারাত্রি ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল না। নবদ্বীপে এই সময়ে শাক্তদেরই ব্যাপক প্রভাব, তাঁহাদের অনুষ্ঠানাদির সহিত অনেকেই পরিচিত ছিলেন। সমস্ত রাত্রি ব্যাপী উচ্চৈ:স্বরে সংকীর্তন পদ্ধতি তাঁহাদের নিকট নূতন। সকলের নিকট ইহা উপভোগ্যও বিবেচিত হয় নাই; সেই জন্যই বৈষ্ণবদের প্রতি নানারূপ কটূক্তি বর্ষিত হইত।[১৬] কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহাদের সংকীর্তন যজ্ঞের ধূম উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সংকীর্তনের সমারোহ

বিদ্যাচর্চার পীঠস্থানরূপে বিখ্যাত নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-যুগে ভক্তিধর্মের পীঠস্থানরূপেই গণ্য হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৈষ্ণবাচার্যদের রোপিত ভক্তিধর্মের বীজ এই সময়েই অঙ্কুরিত হইয়া অনুকূল আবহাওয়ায় ডালপালা মেলিয়া বিস্তৃত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই সময় নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত ভক্তিধর্মের সমারোহ স্মরণে পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণব-ভক্তগণও প্রলুব্ধ হইতেন। বৃন্দাবনদাস এই সময়ের অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করেন নাই, সেজন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।[১৭] পরবর্তী সময়ে নরোত্তম প্রভৃতি আচার্যদের দ্বারা কীর্তন সঙ্গীতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নতি বিধান হইয়াছিল, কিন্তু বাংলাদেশে কীর্তনের জন্মদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের 'সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ' রূপে বন্দনা করিয়াছেন। ১৮

নগর-সংকীর্তন

নবদ্বীপের বৈষ্ণব-মণ্ডলী সংকীর্তনকেই ভক্তিধর্ম সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ভক্তদের গৃহে নিশা-কীর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সংকীর্তনের অন্য এক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বাদ্যভাণ্ড সহযোগে কীর্তন করিয়া নগর-পরিক্রমা করা হইত ; এই কারণেই এই পদ্ধতির নাম নগর-সংকীর্তন। রাজপথে প্রকাশ্যভাবে এই কীর্তন মুসলমান কর্মচারীদের পক্ষে দুর্বিষহ হইয়াছিল। রাজানুচরগণ বৈষ্ণব-ভক্তদের উপর নানারূপ অত্যাচার চালাইতেন। তাহাতেও ভক্তদের নিরস্ত করা সম্ভব হয় নাই, পরিশেষে কাজীর আদেশ বলে কীর্তন নিষিদ্ধ করা হইল।

কাজীদলন

কাজীর আদেশেও গৌরাঙ্গ ও ভক্তবৃন্দ কর্ণপাত করেন নাই, বরঞ্চ এই সময়ে তাঁহারা যে কর্মপন্থা অনুসরণ করিলেন. বর্তমান রাজনৈতিক পরিভাষায় তাহাকে বলা যায় আইন-অমান্য আন্দোলন। চরিতকারগণ এই পন্থাটিকে 'কাজী দলন' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী এক রাত্রে আলো ও বাদ্যভাণ্ডে সজ্জিত হইয়া সদলবলে নিতাই-গৌর নগর-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। মুখে সকলের সংকীর্তন-ধ্বনি। এইভাবে দিক্‌চক্র আলোকিত ও মুখরিত করিয়া তাঁহারা কাজীর আবাসস্থলে উপস্থিত হইলেন। কাজী প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার কিছু ক্ষয়-ক্ষতিও সাধিত হইল। বৈষ্ণবভক্তদের নির্ভীকতায় তাঁহার সম্ভবত ভয়েরও উদ্রেক হইয়াছিল। এই সকল কারণে কাজী তাঁহার নিষেধ-বাক্য প্রত্যাহার করেন। তাঁহাদের আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। এইভাবে নগর-সংকীর্তনের বাধা অপসারিত হইলে ভক্তগণ হৃষ্টচিত্তে স্বকার্য সাধনে মনোনিবেশ করেন। ১৯

কৃষ্ণনাম প্রচার

এই সময়ের আর একটি কাহিনীর সহিত নিত্যানন্দের নাম বিশেষরূপে জড়িত। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ কৃষ্ণনাম প্রচারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ও আশেপাশের গ্রামে ঘুরিয়া তাঁহারা কৃষ্ণনামের মহিমা প্রচার করিতেন। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিতেন —'বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।' সুজন গৃহীকে বলিতেন—'কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বোল ভাই, হই একমন।' গৃহী তাঁহাদের ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ ভজনের অঙ্গীকার যাচ্‌না করিতেন। 'কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা'—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ভিক্ষা। ভক্তিমান গৃহস্থ কৃষ্ণ ভজনের অঙ্গীকার করিতেন, প্রচারকদ্বয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল মনে করিতেন।

কিন্তু নবদ্বীপে দুষ্ট চরিত্রের লোকেরও অভাব ছিল না। কৃষ্ণ ভজনে তাঁহাদের কোন আগ্রহই ছিল না, উপরন্তু এই প্রচারকদের প্রতি তাহারা মনে মনে বিরূপ ছিল।

জগাই-মাধাই

নবদ্বীপের দুই ব্রাহ্মণ তনয়—মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র। জগাই মাধাই নামে তাহারা পরিচিত। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাহারা বিরূপ ছিল, বৈষ্ণবভক্ত তাহাদের নিকট শত্রুতুল্য। নিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে হরিনাম মন্ত্র প্রচার করিতেন। অবধূতের মুখের হরিনাম তাহাদের বিরুদ্ধ মনকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিত। একদিন নিরালায় পাইয়া মদ্যপদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করে, কলসীর কানার আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে রক্ত ক্ষরণ হয়। কিন্তু নিজেদের নিষ্ঠুর কর্মের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া জগাইর মন বিচলিত হয়, মাধাইকেও সে এই দুষ্কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। এই ভাবেই সে যাত্রা অবধূতের প্রাণ রক্ষা হয়।

এই ঘটনা অনতিবিলম্বে গৌরাঙ্গের গোচরীভূত হইয়াছিল। সদল বলে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অবধূতের মস্তকে প্রহার-চিহ্ন ও রক্তধারা দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি দুষ্কৃতকারীদের শাস্তিবিধানে সমুদ্যত হইলে মহা-প্রেমিক অবধূত তাঁহাকে নিরস্ত করেন। দুর্বৃত্তের অত্যাচারে তাঁহার মনে ক্রোধের পরিবর্তে করুণার সঞ্চার হইয়াছিল। আঘাতের যন্ত্রণা উপলব্ধির পরিবর্তে পাপীদের ত্রাণের চিন্তাই তাঁহার মন অধিকার করিয়াছিল। তিনি হরিনাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুই ভাইকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহারাও তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। গৌরাঙ্গও তাহাদের ক্ষমা করিলেন। দুই ভাই সেই অবধি মহাভাগবতরূপে রূপান্তরিত হইল।[২০]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যের সরকার

কৃষ্ণলীলা অভিনয়

শ্রীগৌরাঙ্গের মণ্ডলী পরিচালন-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। নিত্যানন্দ উৎসাহী কর্মী। নিত্য-নূতন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বৈষ্ণবমণ্ডলীকে তাঁহারা সক্রিয় রাখিতেন। বিশ্বম্ভরের ইচ্ছাক্রমে একদিন কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তদের সহিত নিতাই এবং গৌরও অভিনয়োপযোগী সাজ-সজ্জা করিয়া মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গোপী, নিতাই বড়াইবুড়ি, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ নারদ, নগর কোটাল ইত্যাদির ভূমিকায় অভিনয় করিলেন। অভিনয় শেষে জগৎজননীর আবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসকে কোলে তুলিয়া লইলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণলীলার অভিনয় দর্শকের অত্যন্ত আনন্দ বিধান করিয়াছিল। এই দিনের এই অনুষ্ঠান কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। [২১]

কৃষ্ণভজনের প্রসার

প্রচেষ্টা আন্তরিক হইলে সার্থকতা অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের প্রচেষ্টায় বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের পথ সুগম হইয়াছিল। যে নবদ্বীপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষেও শুধুমাত্র গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষের নামোচ্চারণেই তর্পণ কার্য সমাধা হইত, সেই স্থানেই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে কৃষ্ণ-ভজন ও কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। গ্রামাঞ্চলের বৈষ্ণবভক্ত-গণও নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্বে সকলেই আস্থাবান্। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবদ্বীপে এই সময়ে ভক্তিধর্মের যে অনুশীলন হইয়াছিল, তাহা বৈধী মার্গেরই অন্তর্ভুক্ত, পরবর্তী সময়ে বৈধীর পরিবর্তে রাগমার্গের প্রচলন হইয়াছিল। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

অদ্বৈতের শাস্তি

নিত্যানন্দ ছিলেন বিশ্বম্ভর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আশ্রম-মর্যাদাতেও তিনিই শ্রেষ্ঠ ; তথাপি বিশ্বম্ভরের প্রতি ছিল তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা। অন্যদিকে উভয়ের মধ্যে একটি সহজ সৌহার্দ ও মধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। উভয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলার বৈষ্ণবধর্মের উন্নতি ও প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলায় ভক্তিধর্মের প্রচারে উভয়েই আগ্রহশীল। একটি ঐতিহাসিক কাহিনী তাঁহাদের এই ভক্তি ধর্ম-প্রচেষ্টার সহিত জড়িত। নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীর সহিত মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈতাচার্যের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তিনি শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন ও শিষ্যদের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুসারে গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ একদিন শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন অদ্বৈত গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন অদ্বৈতাচার্য শিষ্যদের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গের সংকল্প সাধনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। অদ্বৈতের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা শুদ্ধা-ভক্তিই যে শ্রেয়—ভক্তিধর্মের এই শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বই তিনি আচার্য সমীপে নিবেদন করিলেন। আচার্য গৌরাঙ্গের তিরস্কারে দুঃখিত হইলেন না, বরঞ্চ তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যার উৎকর্ষ স্বীকার করিলেন। এই কাহিনীর তাৎপর্য এই যে, বাংলায় শ্রীচৈতন্যের মতানুগ শুদ্ধাভক্তির আদর্শ প্রচারিত হইবার পূর্বে বৈষ্ণবধর্মে ভক্তির সহিত জ্ঞানচর্চারও প্রচলন ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ ইতিমধ্যে মুরারি ও মুকুন্দকে জ্ঞান চর্চার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন।[২২] এইবার গুরুতুল্য বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্যও জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য তিরস্কৃত হইলেন। এইভাবেই বাংলায় বৈষ্ণবধর্মে শুদ্ধা-ভক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, তত্ত্বালোচনার অবসানান্তে মাননীয় অতিথিদের যথোচিত আপ্যায়ন করা হইল। শান্তিপুরে তাঁহাদের কয়েকদিবস অতিবাহিত হইল।[২৩] এই সময়েই নিত্যানন্দের সহিত অদ্বৈতের প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে এই দুই আচার্য বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* * * *

১৪৩১ শকের আষাঢ়ী-পূর্ণিমার পূর্বে সম্ভবত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পদার্পণ করেন। এই বৎসরের মাঘী-সংক্রান্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনে নিত্যানন্দ ছিলেন সাত-আট মাসের সঙ্গী। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও স্বীয় অভিজ্ঞতাবলে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে মান্য করিয়াই চলিতেন। গৌরাঙ্গের ইচ্ছা সর্ববিষয়ে নিত্যানন্দের সাহায্য লাভ, নিত্যানন্দের অভিপ্রায় সর্বতোভাবে তাঁহার সহায়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARES.

করা। সেই জন্যই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গৌরাঙ্গের ভক্ত-পরিকরদের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ

শ্রীকৃষ্ণচরণে অভিনিবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের মন সংসার ধর্মের আকর্ষণ গ্রাহ্য করে না, পরিশেষে সংসারত্যাগের বাসনাই প্রবল হইয়া মনকে নাড়া দেয়। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত এইভাবেই সুস্থির হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের এই সিদ্ধান্তে সংসারত্যাগী ভগবৎচরণে আত্মসমর্পিত আপন ভোলা অবধূতের পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর শ্রীগৌরাঙ্গের এই মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।[২৪]

১৪৩১ শকাব্দের মাঘী-সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রমুখ কয়েকজন মাত্র পরিকর ছিলেন তাঁহার সঙ্গী। ২৯শে মাঘ-সংক্রান্তি দিবসে কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম গ্রহণ করেন।

পদ্মলোভী ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্মলোভে শ্রীচৈতন্যের তখন হইতেই উন্মত্ত অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁহার লীলাভূমি অভিমুখে তাঁহার মন ধাবিত হইল। ব্রজভূমির দর্শনলাভের জন্য তাঁহার ব্যাকুল আর্তিতে নিত্যানন্দের হৃদয় বিচলিত হইল। অথচ প্রেমোন্মত্ত, উপবাসক্লিষ্ট সন্ন্যাসীকে স্নান-ভোজনে সুস্থির করিয়া তোলাই তিনি প্রথম প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন। দ্বিতীয়ত, জন্মভূমি পরিত্যাগের পূর্বে তাঁহার জননী ও ভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থাও প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর আচার্যকে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ জানাইবার জন্য পূর্বেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। স্থির হইল শ্রীচৈতন্যকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দ পশ্চাৎ শান্তিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। সেইখানেই সকলে মিলিত হইবেন। কারণ ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্যের মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি রাঢ় দেশের মধ্য দিয়া বক্রেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াও প্রত্যাবর্তন করিলেন। অভিপ্রায়—নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন। সেই মানসেই গঙ্গা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি ফুলিয়া পৌঁছিলেন। নিত্যানন্দ শচীদেবী ও ভক্তবৃন্দকে সংবাদ প্রদানের জন্য নবদ্বীপ গমন করিলেন। ইতিমধ্যে রাঢ়দেশে পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহাদের ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। নিত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত করিয়া তাঁহার দ্বাদশ উপবাস (পূজ্যপাদ রাধাগোবিন্দ নাথের মতে দ্বাদশ বেলার উপবাস) ভঙ্গ করাইলেন। পুত্রশোকাতুরা মাতাকে সুস্থির করিয়া তিনি তাঁহাকে শান্তিপুর নিয়া আসিলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দও শ্রীচৈতন্যের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শান্তিপুর উপস্থিত হইলেন। তিনিও ফুলিয়া হইতে শান্তিপুর আগমন করিলেন, আনন্দাশ্রুর মধ্যে শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন হইল। কিন্তু তাঁহার নবীন সন্ন্যাসী-বেশ সকলের মনে বেদনার সঞ্চার করিল।

অদ্বৈত-আলয়ে শচীদেবী পুত্রমুখ দর্শনে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। স্বহস্তে রান্নার ভার গ্রহণ করিয়া তিনি পুত্র ও ভক্তবৃন্দকে আহারে পরিতৃপ্ত করিলেন।[২৫]

এদিকে স্নান, ভোজন ও নৃত্য-সংকীর্তনে অদ্বৈতাচার্য সর্বদাই নিত্যানন্দের সঙ্গী। উভয়ের অত্যুত্তম প্রীতির নিদর্শন তাঁহাদের প্রেম-কোন্দল। অদ্বৈত সর্বদাই নিত্যানন্দের মহিমা জানাইতে ব্যগ্র, নিত্যানন্দও অদ্বৈতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। উভয়ের প্রতি উভয়ের স্তুতিচ্ছলে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ ভক্তদের নিকট ছিল পরম উপভোগ্য।

শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতিতে অদ্বৈত আলয়ে অধিক রাত্রি ব্যাপী নৃত্য-সংকীর্তনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, এই প্রেমিকদ্বয়ের নৃত্য-মাধুরী তাঁহাদের দেহে কৃষ্ণপ্রেমের উৎকর্ষজনিত অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব দর্শনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বিস্ময়াপন্ন হইতেন।
হইয়াছিল।

পুত্রের প্রেম-ভক্তির বিকার দর্শনে শচীমাতার বেদনার সীমা ছিল না। দুই অথবা তিন দিন অদ্বৈত আলয়ে অবস্থানান্তর শান্তিপুর হইতে শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।[২৬] এইবার তাঁহাকে বিদায় দিতে জননী ও ভক্ত-পরিকরদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রাণ-প্রতিম গৌরাঙ্গকে চক্ষের আড়াল করিতে ভক্তদের শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইল। প্রতি বৎসর রথযাত্রায় নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলন হইবে এই আশ্বাসে তাঁহারা কথঞ্চিত সান্ত্বনা লাভ করিলেন। কিন্তু শচীদেবীর অন্তরে কোন সান্ত্বনার স্থানই আর রহিল না। তাঁহার প্রাণ-পুত্তলীকে তিনি নিত্যানন্দের হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্যথিত চিত্তে পুত্রশূন্য নিরানন্দময় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তগণও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শচীমাতার অনুগমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও অন্যান্য কয়েকজন ভক্তপরিকরের সহিত নবীন-সন্ন্যাসী নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈতন্য-ভাগবত—১।২

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম—মুরারি গুপ্ত—২।৮।

৩। ঐ

৪। শ্রীচৈতন্যভাগবত—২।৫

৫। নির্বাণতন্ত্র—চতুর্দশ পটল।

৫ ক। অদ্বৈত প্রতি নিত্যানন্দের উক্তি—

"আরে বুঢ়া বামনা তোমার ভয় নাই। আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী। পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥"

চৈঃ, ভাঃ—২।২৪।৮৫-৮৬।

৬। বিশ্বম্ভরের ষড়ভুজ মূর্তি—

"চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল। ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল। দেখিয়া মূর্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল॥

* * *

'আপনে কহিয়াছেন ষড়ভুজ দর্শন। তার প্রীতে কহি তান এ সব কথন॥"

চৈঃ, ভাঃ—২।৫।১৩১।

৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২।২৪।

৮। "নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপাদ যতিবরের (লক্ষ্মীপতি) সেবক—লীলাভিনয় সূত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান-লীলায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচারী নামে আমরা নিত্যানন্দ স্বরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। পূর্বকাল হইতেই তীর্থ ও আশ্রম—এই যতিদ্বয়ের ব্রহ্মচারিগণ 'স্বরূপ' সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।"

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর গৌড়ীয় ভাষ্য; চৈতন্যভাগবত—২।৫।৯-১০।

৯। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

১০। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—২।১০।১০৮।

যোগপট্ট সন্ন্যাসীর চিহ্ন। সন্ন্যাসীগণ জানু উর্ধ্ব করিয়া যে দৃঢ় বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বেড় দিয়া বাঁধিয়া থাকেন, তাহার নাম যোগপট্ট। পদ্মপুরাণে যোগপট্টের উল্লেখ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দামোদর স্বরূপ ব্রহ্মচারী ছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উল্লেখ আছে। তীর্থ বা আশ্রম উপাধিক সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচারী ছিলেন—সেইজন্য তাঁহার 'স্বরূপ' সংজ্ঞা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে)।

১১। অবধূতের চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল—

"ব্যক্ত মধ্যাম্নায় চতুষ্টয়ের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়। প্রথমাম্নায়, স্থূল পরিচয়।

আশ্রম—পশ্চিম; মঠ—সারদা; ক্ষেত্র—দ্বারকা; তীর্থ—গোমতী; দেবতা—সিদ্ধেশ্বর; দেবী—ভদ্রকালী; আচার্য—বিশ্বরূপ বা হস্তামলক; ব্রহ্মচারী—স্বরূপ; সম্প্রদায়—কীটবার; বেদ—সাম; গোত্র—অবগত; মহাবাক্য—তত্ত্বমসি; পদ—তীর্থ ও আশ্রম (এই উপাধি)।

সুতরাং তীর্থ ও আশ্রমরা স্বরূপ ব্যবহার করতে পারেন। শঙ্করের পরে বৈষ্ণবাচার্যগণ (স্বরূপ) বলতেন। চৈতন্য ভারতী—কেশব ভারতীর শিষ্য —ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। চতুর্থাম্নায় পড়ে। ওঁদের থাকে ব্রহ্মচারী-চৈতন্য। পদ—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী।"

১২। চৈঃ, ভাঃ—২।৬

১৩। ঐ —২।৩

১৪। ঐ —২।৮

১৫। "কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এত রূপ ॥" চৈঃ, ভাঃ—২।৮।

১৬। "কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল। দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল ॥

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে। নানা বিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে ॥

ভক্ষ ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন। খাইয়া তা সভা সনে বিবিধ রমন ॥" চৈঃ, ভাঃ—২।৮।

১৭। 'হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন'—চৈঃ, ভাঃ—

১৮। চৈঃ, ভাঃ—১।১।১।

১৯। ঐ —১।২৩।

২০। ঐ —২।১৩।

২১। মুরারির কড়চা—২।১৬।

২২। ঐ —দ্বিতীয় প্রক্রম, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সর্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩। চৈঃ, ভাঃ—২।১৯।

২৪। বিনা সর্বত্যাগং ভবতি জনং নহু সুপতে
রিতি ত্যাগোঽস্মাভিঃ কৃত ইহ কিমদ্বৈত কথয়া ॥
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—৫ম অংক, ২৯ শ শ্লোক।

২৫ চৈতন্য-ভাগবতে শচীমাতার শান্তিপুর আগমনের উল্লেখ নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার দ্বাদশ উপবাস ভঙ্গ করাইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত শান্তিপুর আগমন করেন (৩।১)। মুরারি শচীদেবীর শান্তিপুর আগমনের উল্লেখ করিয়াছেন (৩।৪), চৈতন্যচরিতামৃতেও (২।৩) এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়।

২৬। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের এই যাত্রায় শান্তিপুরে দশদিন অবস্থানের উল্লেখ থাকিলেও, মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ হইতে অত্যল্প দিন অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

নীলাচলে নিত্যানন্দ

শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য সঙ্গীদের সহিত নিত্যানন্দ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন। তীর্থস্থানের পথ-ঘাট তাঁহার বিশেষ পরিচিত। এই যাত্রায় তিনি পথ-প্রদর্শক। জগদানন্দ পণ্ডিতের উপর তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত। নীলাচলের পথে তখন যথেষ্ট বাধা-বিঘ্ন, কিন্তু যাত্রীদল রামচন্দ্র খান নামক এক কর্মচারীর সহায়তায় নির্বিঘ্নে নৌকাপথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন।[১]

নীলাচলে জগন্নাথক্ষেত্রে পৌঁছিবার পূর্বে পথিমধ্যে শ্রীচৈতন্যের দণ্ডভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কমলপুর নামক স্থানে শ্রীচৈতন্য জগদানন্দের নিকট তাঁহার দণ্ডটি গচ্ছিত রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, নিত্যানন্দও সেইস্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্থানত্যাগের পরে জগদানন্দ নিত্যানন্দের হস্তে দণ্ডটি সমর্পণ করিয়া কার্যব্যপদেশে অন্যত্র গমন করেন। শ্রীচৈতন্য যথাসময়ে প্রত্যাগমন করিয়া দণ্ডটি ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পান। বলাবাহুল্য, নিত্যানন্দই এই কার্যের জন্য দায়ী। তাঁহার এই বালসুলভ কার্যের তাৎপর্য শ্রীচৈতন্যের অবিদিত ছিল না, তথাপি তিনি এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন। আপাত বিচারে বালকোচিত কার্য হইলেও দণ্ড-ভঞ্জন ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসী দণ্ড ভগ্ন করিয়া জলে বিসর্জনপূর্বক উন্নততর মার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের দ্বাদশ বৎসর সন্ন্যাস-বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ স্বীকার করেন নাই ; সেইজন্যই তাঁহার এই আচরণ। শ্রীচৈতন্য লোক-শিক্ষার নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, লোক-শিক্ষার নিমিত্তই তিনি যথাযথ সন্ন্যাসাচার পালনে ইচ্ছুক, সেই হেতুই নিত্যানন্দের উপর মনে মনে বিরূপ না হইলেও দণ্ডভঙ্গ কার্যে তাঁহার সমর্থনও ছিল না ; সুতরাং বাহ্যত তিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দ কিন্তু নির্বিকারচিত্ত, তাঁহার আচরণের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।[২]

ক্রোধের ছলে শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন। জগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মূর্তি দর্শনেই তিনি প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইলেন। নীলাচলবাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য নবীন সন্ন্যাসীকে যত্ন সহকারে নিজগৃহে আনয়ন করেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ ও ভক্তবৃন্দ জগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সংবাদ শ্রবণ করেন। তৎক্ষণাৎ সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা চৈতন্যের দর্শন লাভ করেন।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত নীলাচল আগমন করেন এবং জগন্নাথদেবের দোলযাত্রা উৎসবাদি প্রত্যক্ষ করেন। বৈশাখ মাসেই শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভ্রমণের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। একটিমাত্র ভৃত্যের সহিত তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন ; সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের নীলাচল অবস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে নাই। উড়িষ্যার বৈষ্ণবসমাজের সহিত নিত্যানন্দের কিরূপ যোগাযোগ ছিল সঠিক জানা যায় না। পরবর্তী সময়ে নিত্যানন্দ গৌড়ে সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন প্রচার করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে উড়িষ্যার 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। এই সখাদের অন্যতম অচ্যুতানন্দের জীবনীর সহিত নিত্যানন্দ জীবনীর সাদৃশ্যও বিস্ময়জনক। অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বহুতীর্থ পর্যটন করেন। উড়িষ্যায় ধর্মপ্রচার সময়ে তিনি দার পরিগ্রহণ করেন।[৩] তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি হইতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ানুগ ধর্ম-সাধনারও পরিচয় পাওয়া যায়। 'গোপালঙ্ক উগালে' তিনি লিখিয়াছেন,—যুগে যুগে তাঁহারা কৃষ্ণসখা, কলিযুগে তাঁহারা অনন্ত, অচ্যুত, জগন্নাথ, যশোবন্ত ও বলরাম. রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচারের জন্যই তাঁহারা মর্তে অবতীর্ণ—'রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রকাশিবা পাইঁ। জনম হইলু আম্ভে পঞ্চসখা তহিঁ'॥[৪]

উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্তর্গত অধ্যাত্ম সাধন সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....

পঞ্চ-সখা সম্প্রদায়ের রচিত। অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মশাঙ্কুলীতে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনা শুদ্ধযোগ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা ; তিনি আত্মজ্ঞানী সাধকের কিঙ্কর।[৫] সুতরাং পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের সাধনায় ভক্তিযোগের সহিত অধ্যাত্ম সাধনের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ বাংলাদেশে শুদ্ধা ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন সাধন পদ্ধতির প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব। কিন্তু উড়িষ্যার পঞ্চসখার ন্যায় বাংলার দ্বাদশ গোপাল বা দ্বাদশ কৃষ্ণসখা ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য। এই দ্বাদশগোপালের অলৌকিক শক্তির পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের যোগশাস্ত্র বিচক্ষণরূপেও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।[৬] সুতরাং অনুমান হয়, পঞ্চসখার ন্যায় এই দ্বাদশসখাও ছিলেন যোগ ও ভক্তিমার্গের সাধক।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল উপস্থিতি সময়েই অথবা তাঁহার দক্ষিণযাত্রার পরে নিত্যানন্দ সম্ভবত পঞ্চসখাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।—নিত্যানন্দ ছিলেন মহাযোগেশ্বর অবধূত সাধক, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক, এই বিষয়ে পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য এই পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ের সাহিত্যাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭] কিন্তু দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণের সময় তিনি রামানন্দ রায়ের সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণভক্তির যে সিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাই তিনি চরমতত্ত্ব বিবেচনা করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় উড়িষ্যার বৈষ্ণব-ভক্তদের অন্যতম। কিন্তু তাঁহার রচনায় শুদ্ধাভক্তির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে পঞ্চসখার অধ্যাত্মসাধনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উড়িষ্যায় তৎকাল প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মে দুইটি ধারারই প্রচলন ছিল, একটি শুদ্ধাভক্তির অন্তর্গত রাগমার্গের সাধনা। রামানন্দ রায় এই ধারারই অনুবর্তী ছিলেন। অন্যটি যোগ-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনা। পঞ্চসখা সম্প্রদায় এই ধারারই উদ্‌গাতা। শ্রীচৈতন্য রামানন্দ অনুসৃত ধারারই সমর্থক ছিলেন। বাংলাদেশে এই ধারা প্রচারের জন্য তিনি দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। রূপ-সনাতনকেও তিনি রামানন্দ উদ্‌ঘাটিত তত্ত্বেই শিক্ষিত করিয়াছিলেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহারা পরবর্তী সময়ে দর্শন ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দও গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের মতানুসারেই এই ধারার প্রচার করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত কাহাকেও যোগসাধন ধারায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষিত করেন নাই। তাঁহার ধর্ম প্রচারের আদর্শ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থেই প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

যাহা হউক জগন্নাথ ক্ষেত্রে রথযাত্রা ও বিভিন্ন উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্য-সংকীর্তন ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানে যোগদান করাই নিত্যানন্দের নীলাচল অবস্থিতি সময়ের প্রধান ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গৌড়ীয়ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের রথযাত্রার উৎসব উদ্‌যাপনের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে।

রথযাত্রা উপলক্ষে অদ্বৈত, মুরারি ও শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নীলাচল আগমন করিলেন। তাঁহাদের বাসস্থান-সংস্থান, প্রসাদ ও জগন্নাথ দর্শনের সর্ববিধ ব্যবস্থাপনার ভার লইয়াছিলেন উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র। কাশীমিশ্রের আলয়ে তাঁহাদের বাসস্থানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, পড়িছার উপর প্রসাদ বিতরণ ও মন্দিরাদি প্রদর্শনের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর প্রভৃতি নীলাচলবাসী ভক্ত ও গৌড়ীয় ভক্তদের মিলনানন্দে পুরীধামও আনন্দ মগ্ন হইল। প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন ও স্নান ভোজনান্তে সন্ধ্যায় জগন্নাথ মন্দিরে মিলিত হইয়া সগণ-সহ শ্রীচৈতন্য কীর্তনানন্দে মগ্ন হইতেন, পুরুষোত্তমবাসীও এই আনন্দের ভাগে বঞ্চিত হইতেন না। তাঁহাদের নৃত্য-সংকীর্তনের পদ্ধতিটি উল্লেখযোগ্য।

"চারিদিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল। হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥
কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল। চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥"

ইহার পরে বেড়া নৃত্য।

"তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া। প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়। আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়॥
অশ্রু পুলক স্বেদ কম্প সঘন হুঙ্কার। প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে। চারিদিকের লোক সব করায় সিনানে॥"

বেড়া নৃত্যের পরে হয় মন্দিরের পিছনে নৃত্য ও কীর্তন—

"চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়। মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে প্রভু গৌর রায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা। চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈত আচার্য নাচে এক সম্প্রদায়। আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। তাহা এক ঐশ্বর্য তার হৈল প্রকটন॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যতজন। সবে দেখে প্রভু করে আমারে দর্শন॥"

রথযাত্রার সময়ে গুণ্ডিচামন্দিরে জগন্নাথদেবের প্রতিবৎসর অবস্থান হয়। নিত্যানন্দ ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত এই গুণ্ডিচামন্দির মার্জন মহাপ্রভুর আর এক সেবা কার্য। মহাসমারোহে গুণ্ডিচা মার্জন সমাপ্ত করিয়া সপার্ষদে জলক্রীড়া ও পরে প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়।

রথযাত্রার দৃশ্যটিও চৈতন্যচরিতামৃতে সুন্দররূপে অংকিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনানুযায়ী দৃশ্যটি এইরূপ—

রথযাত্রা দিবসে শ্রীজগন্নাথদেবকে এক রথে আরোহণ করান হইল, অন্য রথে সুভদ্রা ও বলরামকে। মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের মাল্যচন্দনে ভূষিত হইয়া ভক্তগণ রথ টানিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একদল ভক্ত রথাগ্রে নৃত্য-সংকীর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা চারিজন নর্তক ও কুড়িজন গায়ক চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এক এক সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁচজন গায়ক ও দুইজন মার্দঙ্গিক। এই ত গেল নবদ্বীপের সম্প্রদায়। ইহা ভিন্ন কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি সাতটি স্থানের সাতটি সম্প্রদায় এইরূপে রথাগ্রে নৃত্য-সংকীর্তনে মত্ত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সকল সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও তিনি নাম-কীর্তনে ব্যাপৃত, কখনও নৃত্যে। তাঁহার উদ্দণ্ডনৃত্য ও স্বরূপের সুমধুর কীর্তনে তথায় যে রসের স্রোত প্রবাহিত হয় তাহাতেই উপস্থিত জনমণ্ডলী মহাপরিতৃপ্তি লাভ করে। এদিকে ধীরে ধীরে জগন্নাথদেবের রথ চলিতে আরম্ভ করে। এইভাবেই প্রতিবৎসর গৌড়ীয় ও উড়িষ্যার ভক্তবৃন্দের বহু আকাঙ্ক্ষিত রথযাত্রার উৎসব শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। [৮]

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ বিশ বার রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর নিত্যানন্দের নীলাচল ক্ষেত্রেই অবস্থিতি, কিন্তু শেষের দিকে তিনিই এই যাত্রীদলে যোগদান করিতেন।

শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে কেহ সঙ্গী ছিলেন না, কিন্তু জননী ও জন্মভূমি পরিদর্শনের জন্য গৌড় দেশ আগমন সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন (গদাধর পণ্ডিতকে পুরীধামেই থাকিতে হইয়াছিল)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ ১৪৩৬ শকাব্দের বিজয়া-দশমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য সপরিকরে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে গৌড় গমনের পথে যথেষ্ট বিঘ্নের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এক মুসলমান কর্মচারীর সহায়তায় তাঁহারা নৌকাযোগে ওড্রদেশের শেষ সীমা হইতে পিছলদা পর্যন্ত পৌঁছিয়া মুসলমানটিকে বিদায় দিলেন। এই পথে তাঁহারা পানিহাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লী প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে ভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপ উপনীত হইলেন।[৯] শ্রীচৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেই ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত সকলের মিলন হইল। শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভেচ্ছায় এত অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল যে, সেই লোক-সংঘট্ট এড়াইবার জন্য তাঁহাকে কুলিয়া প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। সেখানেও বহু দর্শনাকাঙ্ক্ষীকে দর্শন দান ও কৃপা বিতরণ করিয়া তিনি সপরিকরে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের রাজধানী রামকেলীতে উপনীত হইলেন। হোসেন শাহের কর্মচারীদ্বয় রূপ ও সনাতনের সহিত এইখানেই সাক্ষাৎ লাভ হয়। তৎপরে তাঁহারা মথুরা গমনোদ্দেশ্যে কানাইর নাটশালা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে শ্রীচৈতন্যের মনোভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তীর্থ দর্শন শ্রেয় মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সহিত প্রথমে নীলাচল গমনই সাব্যস্ত করিলেন। অতএব বৃন্দাবনের যাত্রাপথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনোদ্দেশ্যে প্রথমে শান্তিপুর আগমন করিলেন। পরম হৃষ্টমনে অদ্বৈতাচার্য তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, শচীদেবীর নিকট লোক প্রেরিত হইল।

পূর্বের ন্যায় অদ্বৈত-আলয়ে মহাধূম পড়িয়া গেল। শচীদেবী ভোগ রান্নার ভার গ্রহণ করিলেন। পরম আনন্দসহকারে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রিয় সুহৃদ্ অদ্বৈতাচার্য ও অন্যান্য ভক্তদের সহিত কৃষ্ণগুণানুলোচনায় কয়েকদিবস অতিবাহিত করেন। চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মাধবেন্দ্র-আরাধনা দিবস উপলক্ষে অদ্বৈত আলয়ে মহা উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। মহাভাগবত মাধবেন্দ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তদের সকলেরই আরাধ্য, সকলেরই তিনি সুহৃদ্। সুতরাং সকল ভক্ত মহা উৎসাহে উৎসবে যোগদান করেন। অদ্বৈতাচার্য পরমাদরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে ভোজে আপ্যায়িত করিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের প্রসাদান্ন গ্রহণে তৃপ্ত হইলেন। নৃত্য-সংকীর্তনের অনুষ্ঠান দ্বারা মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি উদ্‌যাপিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈত্র মাসে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, সুতরাং মাসের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, আশ্বিন মাস (বিজয়াদশমী) হইতে চৈত্র মাস, এই ছয় মাস শ্রীচৈতন্য সপরিকরে গৌড়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পরে সম্ভবত বৈশাখ মাসেই তাঁহারা নীলাচল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কারণ, ১৪৩৭ শকের 'বর্ষা চারিমাস' নীলাচল কাটাইয়া শ্রীচৈতন্য শরৎকালে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।[১০]

এই বৎসরও যথারীতি রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল আগমন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌড়দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তদের সহিতও আলাপ আলোচনা হইয়াছে। সম্ভবত এই সময়েই শ্রীচৈতন্যের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে নিত্যানন্দের ন্যায় শক্তিধর পুরুষের গৌড়ে অবস্থিতি প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন দক্ষিণ দেশ ভ্রমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সাধনার যে সকল সিদ্ধান্ত ও প্রণালী তাঁহার রুচিপ্রদ হইয়াছিল, বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে তাহার প্রচার তিনি কামনা করিতেছিলেন। এই সকল কারণেই তিনি নিত্যানন্দকে বাংলায় প্রেরণ করা সাব্যস্ত করিলেন। গৌড়ে ধর্মপ্রচার বিষয়ে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য কিরূপে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন চৈতন্য-ভাগবত হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ হইতেই তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—

"প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি। সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে। মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি। আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার। বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তি-রসদাতা তুমি তুমি সম্বরিলে। তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও। তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও।
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন। ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥"
(৩।৫)।

শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছানুযায়ী সম্ভবত রথযাত্রার পরেই অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সহিত নিত্যানন্দ এক শুভলগ্নে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্বের ন্যায় এবারেও জলপথে অগ্রসর হইয়া সপরিকারে নিত্যানন্দ পানিহাটী পৌঁছিলেন।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈতন্য ভাগবত—৩।২ ২। ঐ ,—৩।২

৩। অনাকার সংহিতার ভূমিকা—অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। গোপালংক উগাল। ৫। ব্রহ্ম শাংকুলী

৬। শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথি সংখ্যা— ?

৭। অচ্যুতানন্দের শূন্য সংহিতা, ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি।

৮। চৈতন্যচরিতামৃত—২।১৩।

৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিস্তৃত বর্ণনায় (২।১৬) উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার জলপথে আগমন স্বীকার করিতে হয়। মুরারি স্পষ্টত শ্রীচৈতন্যের জলপথে পানিহাটী হইয়া নবদ্বীপ আগমনের উল্লেখ করেন নাই, নীলাচল হইতে আগমন করিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (৩।১৮।১৪)। বৃন্দাবনদাসও মুরারিকে অনুসরণ করিয়াছেন (৩।৩) কিন্তু তাঁহাদের উল্লেখ হইতে শ্রীচৈতন্য জলপথে গৌড়ে আগমন করেন নাই তাহা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং অধিকতর সম্ভাব্য পথ জলপথেই তাঁহাদের আগমন স্বীকারে বাধা নাই।

নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের প্রত্যাবর্তন ও গৌড়ে ধর্মপ্রচার

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি প্রচারের গুরু দায়িত্বভার বহন করিয়া নিত্যানন্দ গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীচৈতন্যের নির্দেশানুযায়ী ধর্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই হেতু তিনি বৈষ্ণবসমাজে প্রেমধর্ম প্রচারের গুরু ও পতিতের ত্রাণকর্তারূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

পানিহাটী প্রত্যাগমন

গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রথমে পানিহাটীতে রাঘবের গৃহে তিনমাস অবস্থান করেন। সেইস্থান হইতেই তাঁহার নূতন আদর্শানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচারের শুভ সূচনা। বৈষ্ণবভক্তগণ এই শুভকর্মের প্রারম্ভে তাঁহাকে বলরামরূপে গ্রহণ করিয়া অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

নিত্যানন্দের আগমনে গৌড়ে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। মাধব, গোবিন্দ ও বাসু ঘোষ প্রমুখ নবদ্বীপভক্তগণ পানিহাটীতে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সুমধুর কীর্তন-সংগীতের সহিত নিত্যানন্দ ও তাঁহার পরিকরদের নৃত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মিলনে তথায় তিনমাসব্যাপী যে অপূর্ব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, বৃন্দাবন-দাসের বর্ণনায় তাহা পরম উপভোগ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাঘবের গ্রাম ত্যাগ করিয়া সপারিষদে নিত্যানন্দের এড়িয়াদহে শুভাগমন হইয়াছিল। এড়িয়াদহে গদাধরদাসের গৃহে বাল-গোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির প্রকোষ্ঠে কীর্তনীয়া মাধবঘোষ দানখণ্ড-পালা গান করিয়াছিলেন। মাধবঘোষের সঙ্গীত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রবণেই তাঁহার দেহ পুলকাঞ্চিত ও প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত। মাধবের কীর্তনের মহিমা অসাধারণ, তাঁহার কীর্তন-ধ্বনি ভক্তদের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করিত। গদাধরের গৃহে এইরূপে নৃত্য-সংকীর্তনে রসের বন্যা প্রবাহিত হইল।

তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া সদলবলে নিত্যানন্দ খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ করেন। সেস্থান হইতে তাঁহাদের যাত্রা ত্রিবেণী তীরের সপ্তগ্রামে। এইগ্রামে সুবর্ণ বণিকদের বিশেষ আধিপত্য। বর্ণের বিচারে তাহারা পূজার্চনার অধিকারে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের নিকট জাতিবর্ণের বিচার ছিল না। এই বণিকজাতিকে কৃষ্ণার্চনার অধিকার দান করিয়া তিনি এক মহৎ সামাজিক সংস্কার সাধন করিলেন। নিত্যানন্দের উপস্থিতিতে সপ্তগ্রামেও প্রতি গৃহে কীর্তন উৎসব অনুষ্ঠানের সাড়া পড়িয়া গেল।

সপ্তগ্রাম হইতে নিত্যানন্দ শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতের আলয়ে উপস্থিত হইলে অদ্বৈতাচার্য হৃষ্টচিত্তে ভক্তদের আপ্যায়ন করিলেন। দুই পরম বন্ধুর পুনর্মিলনে তথায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই প্রেমিকের প্রেমলীলার মাধুর্য এবং কৃষ্ণকীর্তনের রসাস্বাদনে সঞ্জীবিত হইয়া বাংলার ভক্তসম্প্রদায় পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিলেন। এই-ভাবেই কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে প্রিয়ভক্ত ও সুহৃদবর্গের সহিত গ্রামগুলি পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

নবদ্বীপে সর্বপ্রথমেই তিনি শচীমাতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্রবিরহে ব্যাকুলা জননী সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। শচীমাতাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। পুনরায় নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার ধর্মপ্রচারের সূচনা হইল। নবদ্বীপ হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিত তিনি ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। যে সকল গ্রামে কৃষ্ণভক্তিপ্রচারোদ্দেশ্যে তাঁহার শুভ পদার্পণ ঘটিয়াছিল জয়ানন্দের গ্রন্থে সে সমূহের নিম্নোক্তরূপ তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে : [২]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আগে পানিহাটী আর আকনা মহেশ। পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ়দেশ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা। খড়দা কোঠাল তাম্বূলী পাথরঘাটা॥
হাথিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর। কোঠরঙ্গ রাণীদীঘী চাত্‌রা মনোহর॥
হাথিয়াকান্দা পাঁচপাড়া বেতর বুঢ়ন। অম্বুয়া বড়গাছী কাঁচপাড়া সুপত্তন॥
কাশীআই পঞ্চ আন্দারিয়া দহ কালিয়া। খানা চৌড়া কুলিয়া দোগাছিয়া॥
নিমদা চৌয়ারিগাছা উদ্ধরণপুর নৈহাটী। বসই বেনড়াখণ্ড হাটাই চড়থি॥"

গৌড়ে ধর্মপ্রচার

"বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুই দিকে শ্রুতি-মূলে মকর কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তভ বিরাজে॥
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি করিবর শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ বর্ণ দুটি আঁখি পদ্ম পর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
হিমগিরি বাহি যেন সুরধুনী বহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ।
সর্বাঙ্গে পুলক-ছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীরদাপ মালসাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবনদাসে আপনার কর্মদোষে
না ভজিলাম নিতাই পদদ্বন্দ্বে।" ৩

বৃন্দাবনদাসের এই পদটিতে বলরামাবতার নিত্যানন্দের বলরাম বেশে ধর্ম-প্রচারের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ এই সময়ে গৌড়ে রাগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গে কৃষ্ণভজনের প্রচারে উদযোগী হইয়াছিলেন। রাগের পথে ব্রজভাব অবলম্বন প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণসখা বলরাম, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ও কৃষ্ণ সখার ভাবে অনুপ্রাণিত। বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জন্যও নিত্যানন্দের সখ্য ভাবেরই নির্দেশ। এই ভাবের উদ্দীপনের জন্য তিনি বলরাম বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। অঙ্গে তাঁহার নানা আভরণ, পরিধানে "শুক্লপট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস। অপূর্ব শোভায় পরিধানের বিলাস।" তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ দাম, কেহ বসুদাম, কেহ অন্যসখা—সকলেই ব্রজগোপালের অংশকলা, তাঁহাদেরও ব্রজগোপালের অনুরূপ বেশভূষা। 'অঙ্গদ বলয় মল্ল নূপুর সুহার'—ইত্যাদি রূপ অলংকারের পারিপাট্য তাঁহাদের দেহে। ব্রজসখার ন্যায় তাঁহাদেরও—'শিঙ্গা বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা।' এইরূপেই নিত্যানন্দ তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিত নূতন ভাবে, নূতন বেশে, নূতন পন্থায় ধর্মপ্রচারে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

বাংলা দেশে এই সময়েই বৈধীর পরিবর্তে রাগমার্গের প্রচলন হইয়াছিল। শাস্ত্রযুক্তির পরিবর্তে অনুরাগের পথে কৃষ্ণভজন—ইহাই রাগমার্গের তাৎপর্য। ভজনাদর্শের এই পরিবর্তনে কৃষ্ণার্চনের বাহ্যিক পদ্ধতিতে কোনও নূতন ধারার প্রবর্তন প্রয়োজন হয় নাই। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণ ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ—পূর্বানুরূপ এই তত্ত্বই নিত্যানন্দ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নাম ও কীর্তনরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানেই কৃষ্ণ প্রেমোদয়, প্রেমোদয়েই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ—এই তত্ত্ব স্মরণ করিয়া সকল কর্ম পরিহারান্তে তদ্‌গতচিত্তে কৃষ্ণনাম ও যশ গান করিতেই নিত্যানন্দ গৌড়বাসীদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্নতত্ত্ব, উভয় নামেই একই ফললাভ—এই তত্ত্ব প্রচারের ফলে বাংলাদেশে গৌরভজন ও কৃষ্ণভজনের ভেদরেখাও অপসারিত হইয়াছিল।

ভক্তিধর্মের সাধনে নাম-গানের সার্থকতা ভারতের সকল প্রান্তেই স্বীকৃত; শিখগুরু নানক, মহারাষ্ট্রের তুকারাম, আসামের শংকরদেব এবং আরও অনেক মহাপুরুষ নামধর্ম প্রচার করিয়াই যশস্বী হইয়াছেন। নিত্যানন্দও তাঁহাদের ন্যায় নামধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কৃষ্ণনাম কীর্তনের ফলেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। নিত্যানন্দ স্বয়ং ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ, বাংলার বৈষ্ণবভক্তদের তাঁহার ন্যায় প্রেমোন্মত্ত করাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। সেই জন্যই তিনি নাম-প্রচার ব্রত সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাঁহার এইরূপ ধর্মপ্রচারের সহিত দক্ষিণ দেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সাধক সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আলবার নামে পরিচিত এই ভাগবদ্‌গণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেন। তদ্‌গতচিত্তে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রেমানন্দে তাঁহাদের কখনও হাসি, কখনও কান্না। ভক্তিশাস্ত্রের প্রমাণে ইহাই দিব্যোন্মাদের অবস্থা। এই সাধকদের ন্যায় নিত্যানন্দও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। নাম শ্রবণে, কীর্তনে, নৃত্যে—সকল সময়েই তাঁহার দেহে দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকটিত। কখনও কীর্তনের সহিত তিনি পরমানন্দে নৃত্য করেন, কখনও প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহার নয়ন প্লাবিত, কখনও প্রেমে তাঁহার ভূমিতে গড়াগড়ি ; কৃষ্ণনামে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হয়, কৃষ্ণপ্রেমে তিনি উন্মাদ। পূর্বোক্ত মহাত্মাদের তিনি উত্তরসাধক।

নানাবিধ লৌকিক ও তান্ত্রিকাচার-প্রবল বাংলা দেশে প্রেমভক্তিমূলক কৃষ্ণোপাসনায় সহজেই বিস্তৃতি সাধন হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস তৎকালীন বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা নির্ধারণকল্পে লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ অবস্থান সময়ে অনেক লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের ফলে ত্রিভুবন উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল। [৪] এই সময়ে গৌড়দেশে বৈষ্ণবভক্তের সংখ্যা বিশেষ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার উক্তির ইহাই তাৎপর্য। বিষ্ণুদ্রোহী যবন জাতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য লুব্ধ হইয়াছিল, নিত্যানন্দের কৃপায় তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেমোদ্রেক হইয়াছিল সেই ভাব দর্শনে ব্রাহ্মণাভিমানীও নিজেদের ধিক্‌কৃত মনে করিতেন। [৫]

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে নিত্যানন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম দিকে তাঁহার ধর্মপ্রচারের পথ সুগম ছিল না। এমন কি অবধূতবেশের পরিবর্তে বলরামের বেশ গ্রহণেও বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল। [৬] ক্রমশ সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও সমালোচনা অতিক্রম করিয়া তিনি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তৎকালে গৌড়দেশে নৃত্য, নাট্য ও গীতের অনুশীলনে ভক্তিরসের যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই রসামৃত আস্বাদন করিয়াই গৌড়বাসী কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরূপ যে সরস সাধনপন্থার সন্ধান দিয়াছিলেন তাহার লোভে শাস্ত্রাচার, লৌকিকাচার ও তন্ত্রাচারের ন্যায় কঠিন ও শুষ্ক পথ ত্যাগ করিয়া গৌড়বাসী ভক্তি ও প্রেম মন্ত্রের উদ্‌গাতা নিত্যানন্দ-গুরুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি 'জগতের গুরু' ; নির্ধন ও পাতকী নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম লাভে সহায়তা করিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই জন্যই তিনি 'কাঙালের ঠাকুর'; নিরভিমানী নিত্যানন্দ সকলের মিত্র ও কল্যাণকারী—সেই জন্যই 'সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।'

নিত্যানন্দের অমূল্য দান স্মরণ করিয়া পদকর্তা লোচনদাস লিখিয়াছেন—

"আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥"

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈতন্যভাগবত—৩।৫

২। চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ—বিজয়খণ্ড, ১৪৩-১৪৪।

৩। গৌরপদতরঙ্গিনী—৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস, ৫নং পদ।

"দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়। পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন। দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার। মণি-মুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব-সার॥
রুদ্রাক্ষ বিরালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে। বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন। দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন॥
চৈ, ভা,—৩।৫।

৪। 'আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন। নিত্যানন্দ দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন।' চৈ. ভা.—৩।৫।

৫। "অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন। তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥ যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার। ব্রাহ্মণেও আপনারে মানয়ে ধিক্কার॥" চৈ. ভা. ৩।৫।

৬। নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যের সমীপে এক বিপ্রের নিম্নোক্তরূপ অভিযোগ চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"নবদ্বীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত। কিছু তো না বুঝি মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বোলে সর্বজন। কর্পূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধাতুদ্রব্য পরসিতে নাহি সন্ন্যাসীয়ে। সোনারূপা মুক্তা যে সকল কলেবরে ॥
কাবায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস। ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে। শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥
শাস্ত্রমত মুঞি তার না দেখো আচার। এতেকে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার ॥

৩।৭ ; পৃঃ ৪৭৭।

নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায়

মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, কেশবভারতী এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাভাগবতগণ বৈরাগ্য-মার্গ আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসীবেশেই শ্রীকৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ কৃষ্ণভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে অবধূত বেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসখা বলরামের বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য দেবতা, ব্রজবালকদের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে সখ্যভাব, ব্রজধামের সেই সখ্য-ভাবই সাধকের অবলম্বনীয়, ভাবোদ্দীপনের জন্যই প্রয়োজন ব্রজবালকের বেশ—এই আদর্শ প্রচারের জন্যই নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় ব্রজবালকের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোস্বামীদের গ্রন্থে এই ভজনাদর্শের দার্শনিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারত গোপগোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। গোপ-গোপীদের ভক্তি ব্রহ্মামহেশ্বরাদি দেবতাগণেরও কাম্য, এই ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যার ফল। শ্রীউদ্ধব রায় পর্যন্ত যে ভক্তি কামনা করেন, সেই গোকুলভক্তি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্রই লাভ করিতে পারেন। এই ভক্তিই নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছেন।[১] তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়কে তিনি গোকুলবাসীর ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, গৌড়বাসী অন্যান্য ভক্তদেরও সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।[২]

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্বিধা ভক্তিভাব। ভক্তির প্রবলাবস্থা প্রেম, কৃষ্ণভক্তি গাঢ় হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায় প্রেমভক্তির সাধন ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেরই বশ, সুতরাং এই প্রেমভক্তিকে বলা হয় পরম পুরুষার্থ। মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিক নিত্যানন্দ তাঁহার শিষ্যদের এই প্রেমভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চতুর্বিধ প্রেমভক্তির মধ্যে সখ্যপ্রেমই তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের আদর্শ।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'তাঁহাকে যে ভক্ত যেভাবে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।' নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপেই লাভ করিতে চাহেন, সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তাঁহাদের সখ্যভাব। ভাগবতে ব্রজবালকদের যেরূপ চঞ্চলতা-উদ্দামতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদেরও তদ্রূপ আচরণ। পানিহাটীতে বলরামরূপে নিত্যানন্দের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে ভক্তগণ কেহ গাছের ডালে চড়িয়া বসেন, কেহ পাতায় পাতায় বেড়ান, কেহ হুঙ্কার শব্দে বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়েন, কেহ-বা সমূলে বৃক্ষই উৎপাটন করেন, কেহ-বা পাঁচ-সাতটা সুপারী গাছ একসঙ্গে তৃণের ন্যায় উৎপাটিত করেন।[৩] নিত্যানন্দ-শিষ্যদের এইরূপই বালজনোচিত উদ্দামতা।

নিত্যানন্দ ব্রজসখা বলরাম, সুতরাং তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই গোপ ও গোপীর অবতার।[৪] শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহাদের সখ্যভাব সেই গোপ ও গোপীরূপেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় নিত্যানন্দ-শিষ্যদের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।[৫] ব্রজলীলায় এই ভক্তসম্প্রদায় কে কোন্ নামের অধিকারী ছিলেন তাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল, সেইজন্যই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে সেই গুহ্য নামের উল্লেখ নাই।[৬] চৈতন্যভাগবত অনুসরণে ছত্রিশজন শিষ্যের নাম উদ্ধৃত হইল:

১। রামদাস, ২। চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত, ৩। রঘুনাথ বৈদ্য, ৪। গদাধরদাস, ৫। সুন্দরানন্দ, ৬। পণ্ডিত কমলাকান্ত, ৭। গৌরীদাস পণ্ডিত, ৮। পুরন্দর পণ্ডিত, ৯। পরমেশ্বর দাস, ১০। ধনঞ্জয় পণ্ডিত, ১১। বলরাম দাস, ১২। যদুনাথ কবিচন্দ্র, ১৩। জগদীশ পণ্ডিত, ১৪। পণ্ডিত পুরুষোত্তম, ১৫। দ্বিজ কৃষ্ণদাস, ১৬। কালিয়া কৃষ্ণদাস, ১৭। সদাশিব কবিরাজ, ১৮। পুরুষোত্তম দাস, ১৯। উদ্ধারণ দত্ত, ২০। মহেশ পণ্ডিত, ২১। পরমাধ্যায় উপাধ্যায়, ২২। চতুর্ভুজ পণ্ডিত, ২৩। আচার্য বৈষ্ণবানন্দ, ২৪। পরমানন্দ গুপ্ত, ২৫। কৃষ্ণদাস (বড়গাছী নিবাসী), ২৬। কৃষ্ণদাস, ২৭। দেবানন্দ, ২৮। আচার্য চন্দ্র, ২৯। মাধবানন্দ ঘোষ, ৩০। বাসুদেব ঘোষ, ৩১। জীব পণ্ডিত, ৩২। মনোহর, ৩৩। নারায়ণ, ৩৪। কৃষ্ণদাস, ৩৫। দেবানন্দ, ৩৬। বৃন্দাবনদাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-শিষ্যদের অনেকের অপেক্ষাই বয়োকনিষ্ঠ। সেইজন্যই তাঁহাদের তিনি গুরুসম বলিয়াছেন। জয়ানন্দ নিত্যানন্দের ৪১ জন শিষ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতে ৭৫ জনের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যানন্দের মতাবলম্বী হইলেও সাক্ষাৎ শিষ্য কি না সন্দেহ।

নিত্যানন্দ শিষ্যদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য দ্বাদশ-গোপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ প্রিয়সখাই নবদ্বীপ লীলায় এই দ্বাদশ গোপালরূপে আবির্ভূত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ নিম্নোক্ত দ্বাদশ ভক্তকে দ্বাদশ গোপালরূপে গণ্য করেন—

১। অভিরাম ঠাকুর—শ্রীদাম, ২। সুন্দরানন্দ ঠাকুর—সুদাম, ৩। পুরুষোত্তম নাগর—দাম, ৪। ধনঞ্জয় পণ্ডিত—বসুদাম, ৫। গৌরীদাস পণ্ডিত—সুবল, ৬। কমলাকর পিপলাই—মহাবল, ৭। উদ্ধারণ দত্ত—সুবাহু, ৮। মহেশ পণ্ডিত—মহাবাহু, ৯। পরমেশ্বর দাস—অর্জুন, ১০। কালাকৃষ্ণ দাস—লবঙ্গ, ১১। শ্রীধর পণ্ডিত—মধুমঙ্গল, ১২। পুরুষোত্তম পণ্ডিত—স্তোককৃষ্ণ।

এই দ্বাদশ গোপাল বিভিন্ন গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের ভজনাদর্শ প্রচার করিতেন। দ্বাদশগোপাল ও তাঁহাদের দ্বাদশ পাট সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল—

১। অভিরাম-রামদাস—নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য, ব্রজের শ্রীদাম সখা। হুগলী জিলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার আবির্ভাব। সেই স্থানেই তাঁহার শ্রীপাট। বৈষ্ণবসমাজে অভিরামের বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসাহিত্যে তাঁহার বিবিধ অলৌকিক শক্তির উল্লেখ আছে। সখ্য ভাবে তিনি একবার ষোলসাঙ্গের অর্থাৎ বত্রিশ জনের বাহনোপযোগী একটি কাষ্ঠখণ্ডকে বাঁশীর ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—'অভিরাম রামদাস সখ্য-প্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ লইয়া যে করিল বাঁশী।' অভিরাম গোস্বামী চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা জয়ানন্দের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

২। উদ্ধারণ দত্ত—নিত্যানন্দ অবধূতের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও প্রধান পার্ষদ, ব্রজের সুবাহু গোপাল। সপ্তগ্রামের ধনী সুবর্ণবণিক গৃহে তাঁহার জন্ম। এই গ্রামের বণিক সম্প্রদায় নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস উদ্ধারণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"কায়-বাক্য-মনে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার॥" শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দের সহিত তিনি মথুরা গিয়াছিলেন—জয়ানন্দের গ্রন্থ ও দেবকীনন্দনের বন্দনা হইতে এই তথ্য লাভ করা যায়। উদ্ধারণের নামানুসারে নৈহাটির একটি গ্রামের নাম উদ্ধরণ পুর। সেই গ্রামে তিনি নিতাই-গৌরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সপ্ত গ্রামেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য (ষড়ভুজ মূর্তি), নিত্যানন্দ ও গদাধরের বিগ্রহ আছেন।

৩। কমলাকর পিপলাই—ব্রজের মহাবল গোপাল। হুগলী জিলার অন্তর্গত মাহেশ নামক স্থানে তিনি শ্রীপাট স্থাপন করেন। সুন্দরবনের নিকটবর্তী খান্দুলীগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। বৃন্দাবনদাস এই কমলাকরকেই সম্ভবত কমলা-কান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম। যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥"

৪। কালা কৃষ্ণদাস—ব্রজের লবঙ্গ সখা। কালা কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গীরূপে বিখ্যাত। একমাত্র এই ব্রাহ্মণ তনয়কে সঙ্গী করিয়া তিনি দক্ষিণ দেশের তীর্থপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে॥' বর্ধমানের অন্তর্গত দাইহাটের একমাইল পূর্বদিকে আকাইহাট গ্রামে কালা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। ইহাকে পাটবাড়ি বলা হয়। এখানকার বিগ্রহ এখন কুড়ুইগ্রামে আছেন।

৫। গৌরীদাস পণ্ডিত—ব্রজের সুবল সখা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গৌরী-দাসের এইরূপ উল্লেখ আছে—"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥ নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি॥"

নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে গৌরীদাসের আবির্ভাব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যদাসের দুই কন্যা—বসুধা ও জাহ্নবাকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। তাঁহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র। গৌরীদাসের অন্য পাঁচ ভ্রাতা—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস, কৃষ্ণদাস, ও নৃসিংহচৈতন্য। গৌরীদাস শালিগ্রাম ত্যাগ করিয়া অম্বিকায় অবস্থান করিতেন, সেই স্থানেই তাঁহার শ্রীপাট। তিনি নিম্ব-বৃক্ষে তৈয়ারী গৌর-নিতাইর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে তিনি একখানি বৈঠা উপহার লাভ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। ধনঞ্জয় পণ্ডিত—ব্রজের বসুধাম গোপাল। চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি বর্ধমানের শীতলগ্রামে বাস করেন, সেই স্থানেই তাঁহার দেহত্যাগ। এই স্থানে তিনি গোপীনাথ ও গৌর-নিতাইর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥" জানা যায় যে ধনীর পুত্র ধনঞ্জয় প্রভুকে সর্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবকী নন্দন বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিয়াছেন—"বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥"

৭। পরমেশ্বর দাস—ব্রজের অর্জুন সখা। হুগলী জিলার তরা আটপুরে তিনি শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করেন, সেই খানেই তাঁহার শ্রীপাট। কেহ কেহ বলেন এখানকার শ্রীরাধা-গোপীনাথের সেবাও তিনি প্রকাশ করেন।

৮। পুরুষোত্তম দাস—ব্রজের দাম সখা। তিনি নাগর পুরুষোত্তম নামে পরিচিত। পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ, জাতিতে বৈদ্য। পুরুষোত্তমের পুত্র কানু ঠাকুরকে তাঁহার মাতৃবিয়োগের পরে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবী প্রতিপালন করেন। নিত্যানন্দ তাঁহার নাম রাখেন শিশু কৃষ্ণদাস। সদাশিবের পিতা কংসারি সেন হইতে কানু ঠাকুর—ঐ চারি পুরুষ শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন।

সুখ সাগরে পুরুষোত্তমের শ্রীপাট ছিল। নদীয়া জিলার এই গ্রামটি গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া যায়।

৯। পুরুষোত্তম পণ্ডিত—ব্রজের স্তোক-কৃষ্ণ। নবদ্বীপে জন্ম। বৃন্দাবনদাস তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম ॥ পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি। যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥"

১০। মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের মহাবাহু সখা। মসিপুর ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার আবির্ভাব। এই গ্রাম গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া যায়, সুতরাং তাঁহার শ্রীপাট তথা হইতে বেলেডাঙ্গা ও পরে পালপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়।

১১। শ্রীধর পণ্ডিত—খোলাবেচা শ্রীধর নামে পরিচিত। এই শিষ্য ব্রজের কুসুমাসব বা মধুমঙ্গল সখা। নবদ্বীপবাসী এই ব্রাহ্মণ থোর, মোচা কলার পাতা ও খোলা বিক্রী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যতম গ্রাহক ছিলেন। তাঁহার জিনিস কেনাকাটার সময়ে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দ উপভোগ করিতেন। উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাব ছিল। দরিদ্র শ্রীধর তাঁহার বিষ্ণুভক্তির মহিমাগুণে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আসনলাভ করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতমরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

১২ সুন্দরানন্দ ঠাকুর—"শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান।" ব্রজের সুদাম সখা। যশোহর জিলার মহেশপুরে তাঁহার জন্ম, জাতিতে ব্রাহ্মণ। মহাপ্রেমিক সুন্দরানন্দ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মহেশপুরে তিনি যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা সৈদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় শ্রীশ্যামচাঁদ বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন। তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সখ্যরসাশ্রিত সাধন ধারার প্রচার করেন।

নিত্যানন্দের এই প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের ন্যায় অন্যান্য শিষ্যগণও শ্রীবিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা ও সেবার্চনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবভক্তের দেবালয়ে বালগোপাল, বিষ্ণু বা গোপাল কৃষ্ণের মূর্তি শ্রীচৈতন্য-পূর্বযুগেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় যে সর্বপ্রথম নিতাই-গৌর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শুধু শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাই নহে, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের নাম-গুণ-কীর্তন প্রচারেও এই শিষ্যসম্প্রদায় অগ্রণী ছিলেন। বৃন্দাবন-দাসের উক্তিতেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। তিনি নিত্যানন্দের প্রেমভক্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আপনে যে-হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ। সেইমত করিলেন সর্ব ভক্তবৃন্দ ॥ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন। করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ ॥" নিত্যানন্দের শিষ্যদের মধ্যে বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস, বাসুঘোষ, জ্ঞানদাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দবিষয়ক পদ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

নিত্যানন্দের শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মাধবানন্দ ঘোষের নাম বৃন্দাবনদাস বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবানন্দের কীর্তন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—'দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ ॥ ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্যধ্বনি। শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি ॥" নিত্যানন্দ স্বয়ং নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। শিষ্যদের কীর্তনের সহিত প্রভুর নৃত্য মিলিত হইলে কীর্তন-আসরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের অন্তরে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় মহাভক্ত অথচ মহা-উদ্দাম প্রকৃতির, জাতিভেদ তাঁহারা মানেন না। পানিহাটীতে অনুষ্ঠিত এক মহোৎসবে তাঁহারা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল ভক্ত একত্রে উপবেশন করিয়া পংক্তিভোজন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন। হিন্দু-বিদ্বেষী, হিংসাপরায়ণ কাজীকে তাঁহাদের কোন ভয় নাই, গদাধর দাস প্রবল পরাক্রান্ত কাজীকেও সুকৌশলে হরিনাম গ্রহণ করাইতে সক্ষম। ব্যাঘ্রকে তাঁহাদের ভয় নাই, চৈতন্যদাস ব্যাঘ্র তাড়াইয়া তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসেন। সর্পের ভয়েও তাঁহারা ভীত নহেন, মহাঅজগর সর্প কোলে করিলেও তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় না। অগ্নি, সর্প, ব্যাঘ্রের সহিত তাঁহাদের খেলা, এইরূপ তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি।[৬]

ভক্তি ও শক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত এই শিষ্যদের চরিত্র গৌড়বাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই; সেইজন্যই নিত্যানন্দের তিরোধানের পরে গৌড়ীয় সমাজে এই শিষ্যদেরই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈ, ভা—৩।৭
২। ঐ —৩।৫
৩। ঐ —'।৫
৪। ঐ —৩।৫
৫। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—কবিকর্ণপুর।
৫ক। হরিদাস দাস গোস্বামীর শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাট বিবরণী ও অন্যান্য চরিত গ্রন্থ অনুসরণে দ্বাদশ গোপাল ও দ্বাদশ পাটের আলোচনা করা হইয়াছে।
৬। "মুরারি চৈতন্যদাস ব্যাঘ্র ধরি আনে। নাগশয্যায় নিদ্রা যায় সর্বলোকে জানে॥
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পানীর ভিতরে। কুম্ভীর ধরিয়া আনে সভার গোচরে॥
কাজী সনে বাদ করে প্রেমে উনমাদে। সাত দিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহ্রদে॥
প্রেমের উনমাদ বড় কমলাকর পিপলাই। নিজ অঙ্গ কাটি তনু বাহ্যজ্ঞান নাই॥
কাজী সনে বাদ করিল গদাধর দাস। অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিল দেখি লোকে ত্রাস॥"

চৈ০ ম.—জয়ানন্দ—পৃঃ ১৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ে ধর্মপ্রচার সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

দুর্বৃত্তের পরিবর্তন

বলরামের বেশে ধর্মপ্রচারের সময়ে নিত্যানন্দ বহুবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল মূল্যবান অলঙ্কারের প্রলোভনে তস্করদল একরাত্রে নবদ্বীপে নিত্যানন্দের অনুসরণে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করে। তাঁহার মহিমাগুণে সে রাত্রে প্রবল ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবে তস্কর সর্দারের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সর্দার নিত্যানন্দের অলৌকিক মহিমা উপলব্ধি করিয়া দলসহ তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিত্যানন্দের কৃপায় পরম দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাইর ন্যায় ইহারাও মহাভাগবতরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। [১]

দধি-মহোৎসব

সপার্ষদ নিত্যানন্দ জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে পানিহাটীতে অবস্থান সময়ে তিনমাস বহুবিধ ভক্তিধর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার একটি কীর্তি চিড়া-দধি-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। জগন্নাথক্ষেত্রে গৌড়ীয় ভক্তদের ভিড়াধিক্য শ্রীচৈতন্যদেবের মনঃপূত ছিল না। সেইজন্যই তিনি গৌড়ীয় পরিকরদের নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপরেই তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দায়িত্বভার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোনও ভক্তের নীলাচল যাইবার অধিকার ছিল না। জমিদারপুত্র রঘুনাথ দাস বিষয়-সম্পত্তির লোভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয় উদ্দেশ্যে নীলাচল গমনে অভিলাষী হইলেন। তিনি পানিহাটীতে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ ঐকান্তিক ভক্তি। নিত্যানন্দ তাঁহার নীলাচল গমনে বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-চরণ দর্শনের অনুমতি লাভ করিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে একটি শর্ত ছিল—দেশত্যাগের পুর্বে তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইবে, দণ্ডটি একটি মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন। ধনীর সন্তান রঘুনাথদাস সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ড গ্রহণ করিয়া মহাসমারোহে মহোৎসব আয়োজন করিয়াছিলেন। সুবৃহৎ মাটির ভাড়ে চিড়া ভিজাইয়া দুগ্ধচিড়া ও দধিচিড়া মিষ্টি ও কলা সহযোগে মাখাইয়া ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল। পরে উপস্থিত ভক্ত ও ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে দুইভাগে মাটির ভাড়ে দুগ্ধচিড়া ও দধিচিড়া প্রসাদ বিতরণ করা হইল। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহোৎসবই দধিচিড়া মহোৎসব নামে খ্যাত। রঘুনাথ এই মহোৎসবের ব্যয়-ভার বহন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার দণ্ড, সেই জন্যই এই উৎসবকে দণ্ড-মহোৎসব বলা হইয়া থাকে। এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াই রঘুনাথ বাংলার বৈষ্ণবসমাজের ভক্তরূপে দীক্ষিত হইলেন।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দ ও শিষ্য সম্প্রদায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে একত্রে উপবেশন করিয়া পংক্তিভোজন করিয়াছিলেন। ব্রজবালকদের ন্যায় পংক্তি ভোজন সমাধা করিয়া ভক্তগণ নৃত্য-সংকীর্তনে মত্ত হইলেন। পরদিবস নিত্যানন্দের আশীর্বাদ ও অনুমতি লাভে সন্তুষ্টচিত্তে রঘুনাথ স্বগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি রাঘবের নিকট বহুমূল্যের স্বর্ণ ও মুদ্রা নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবভক্তদের জন্য দক্ষিণাস্বরূপ গচ্ছিত রাখিলেন। এই উৎসব অনুষ্ঠানের পর বৎসর রথযাত্রার সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গোপনে নীলাচলে শ্রীচৈতন্য সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ধর্মপ্রচারে বাধা-বিঘ্ন

নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের পথ যে সুগম ছিল না, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। নবদ্বীপে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের পূর্বে শাক্তসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল। এই শাক্তগণ ছিলেন বৈষ্ণবদ্বেষী। নিত্যানন্দ হরিনাম প্রচারোদ্দেশ্যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের দ্বারস্থ হইতেন। যশোহর জিলার রামচন্দ্রখান ছিলেন এইরূপ একজন বৈষ্ণব-বিরোধী শাক্ত। স্বগণ সহ নিত্যানন্দ একদা তাঁহার দ্বারস্থ হইলেন। রাম চন্দ্রখান তাঁহার অনুচর দ্বারা গোশালায় তাঁহাদের উপবেশনের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। অতঃপর শিষ্যদের সহিত তিনি রামচন্দ্রের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। কিন্তু এসকল বাধা-বিঘ্ন তাঁহার নিকট তুচ্ছ ; অদম্য উৎসাহ ও অপরিসীম ধৈর্যবলে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। যে স্থানেই বাধা, সেই স্থানেই তাঁহার অধিক প্রয়োজন। যাই হউক, পরবর্তী সময়ে রাজরোষের কবলে পড়িয়া রামচন্দ্রখান সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ভক্তদের বিশ্বাস ইহাই প্রভুকে অবমাননার শাস্তি।[৩] বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র পরে বৈষ্ণব-ভক্তরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন।[৪]

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈতন্যভাগবত—৩।৫। ২। চৈতন্যচরিতামৃত—৩।৩

৩। ঐ —৩।৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। গৌড়েশ্বরের কর্মচারী রামচন্দ্র খান শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সপরিকরে তাঁহাকে গৌড়ের সীমানা হইতে ওড্রদেশে নৌকাযোগে পার করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন (চৈঃ, ভাঃ—৩।২)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতানুযায়ী রামচন্দ্রখানের যে কাহিনী উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা নিত্যানন্দের প্রথমবার ধর্মপ্রচারের ঘটনা হওয়াই সম্ভব।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব

নীলাচল গমনাগমন

নিত্যানন্দ গৌড়ে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন। অবসর ও সুযোগমত সেইজন্যই তিনি নীলাচল যাত্রায় বাধা করিতেন না, দেব জগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য, উভয় প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া তৃপ্ত চিত্তে পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়া কল্যাণকর্মে মনোনিবেশ করিতেন।

কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যের সহিতই তিনি প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিলেন তাহা নহে, গৌড়ীয় ভক্তদের সকলের সহিতই তাঁহার সৌহৃদ্য। গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রবাসী হইয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য ভক্তদের ন্যায় গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। গৌড় হইতে নিত্যানন্দের সময়োচিত গতিবিধি কখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। এক সুযোগে গদাধরের গোপাল সেবার জন্য সুদূর নীলাচলে সুগন্ধি আতপ ও রঙিন কাপড় নিয়া গিয়াছিলেন। সানন্দচিত্তে গদাধর তাঁহার গোপালকে নূতন সাজে সজ্জিত করেন এবং গোপালের ভোগ নিবেদন করিয়া দুই বন্ধু প্রসাদান্ন গ্রহণ করেন। ভোগ নিবেদনের সময়ে এক দিবস মহাপ্রভুর শুভাগমন হয়, ভোগান্নের সৌগন্ধে চৈতন্যদেবের মনেও তৃপ্তির সঞ্চার হয়, তিনি অন্য দুই প্রিয়বরের সহিত সেই প্রসাদান্নের স্বাদ গ্রহণ করিয়া গদাধরের রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করেন। [১]

নিত্যানন্দের বন্ধুপ্রীতির আর একটি নিদর্শন প্রকৃতিতে ভিন্নতর। ইহাও নীলাচল গমনের ঘটনা। কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দের পরিচালনায় গৌড়ীয় ভক্তদল রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে দানীর জন্য যাত্রীদল বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবানন্দ সবার অজান্তে কোথায় গিয়াছেন। এদিকে অন্যান্য সকলে পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায় কাতর। বহুক্ষণ পরে শিবানন্দ প্রত্যাগমন করিলে নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে পদপ্রহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। মহাপুরুষদের শাস্তি তাঁহাদের কৃপারই রূপান্তর। যে কারণেই হউক শিবানন্দের ইহা প্রাপ্য ছিল। এই শাস্তির মাধ্যমেই প্রীতিভাজনের প্রতি কৃপার প্রকাশ হইয়াছে।

এই তত্ত্ব শিবানন্দের অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং তিনি দুঃখের পরিবর্তে আনন্দ লাভ করিলেন। নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার ভাব কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।[২]

এদিকে যতই বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল চৈতন্যদেবের প্রেমাবিষ্ট অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ছয় বৎসর তীর্থ ভ্রমণাদিতে অতিবাহিত করিয়া একাদিক্রমে অষ্টাদশ বৎসর তিনি নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন, ৪৮ বৎসর বয়সে ১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মর্ত্যলীলার অবসানান্তে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় তাঁহার তিরোধান সংবাদ গৌড়ে পৌঁছিলে গৌড়ীয় ভক্তগণ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন; অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ শোকে মৃতকল্প, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা মূর্চ্ছাপন্ন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানে নবদ্বীপে যে শোকের ঝড় প্রবাহিত হইল তাহাতে নিত্যানন্দই যেন একমাত্র নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখা। অবধূতের অন্তরে শোক রেখাপাত করে না। তিনি ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনার জন্য শ্রীচৈতন্যের যশগুণ কীর্তনাদির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।[৩]

যে প্রভুর নিকট অবধূত নিত্যানন্দ প্রেমভক্তির দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ সহস্রশীর্ষ অনন্তদেবের শ্রীকৃষ্ণ যশোগাথার ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের যশোগাথায় যিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যে প্রভুকে অপরে ভক্তি ও ভজনা করিলে যিনি তাঁহাকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করিতেন[৪]—সেই প্রাণপ্রিয় গৌরাঙ্গের বিরহে তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় মুহ্যমান হইলেন না; বরঞ্চ সেই অবস্থায় দ্বিগুণতর উৎসাহে তিনি জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিলেন। ॥

নির্ঘণ্ট পত্র

১। চৈ: ভা.—৩।৭

২। চৈ. চ.—৩।১২

৩। চৈ. ম.—জয়ানন্দ—পৃঃ ১৫০।১৫১

৪। ‘ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
গৌরাঙ্গ যে ভক্তি করে সে হয় আমার প্রাণ॥’

(নিত্যানন্দের উক্তি)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। 'নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরো।
আচণ্ডাল আদি যদি বৈষ্ণব না করো॥
জাতিভেদ না করিব চণ্ডাল যবনে।
প্রেম ভক্তি দিয়া সভায় নাচামু কীর্তনে॥
সর্বশক্তি ধরে আজি শ্রীহরিদাস।
ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ করিব প্রকাশ॥'

পৃঃ ১৫১।

শ্রীমন্নিত্যানন্দের বিবাহ

মথুরা ভ্রমণ

রাগমার্গের ধর্মের সাধনে মথুরা-বৃন্দাবন বাস প্রশস্ত—শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এই বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবভক্তদের নিকট মথুরা-মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত নিত্যানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য উদ্ধারণ দত্তের সহিত মথুরা পর্যটনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের গ্রন্থসূচীতে এই সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

'শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্যটন রস॥
অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব মথুরা বিহরে॥'

বৈষ্ণব বন্দনা হইতে জানা যায় যে এই ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন উদ্ধারণ দত্ত—

'উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হৈয়া সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্বতীর্থ।।'

জয়ানন্দের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরবর্তী আখ্যানাংশে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

'কথোদিনে নিত্যানন্দ শিখাসূত্র ধরি।
মহামল্ল বেশে ক্ষিতি পর্যটন করি॥'

এই সকল উল্লেখ হইতে এই ধারণাই জন্মে যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগকল্পেই নিত্যানন্দ একবার মথুরাদি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দের বিবাহ

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রমাণানুসারে জানা যায় নিত্যানন্দপ্রভু তীর্থ ভ্রমণান্তর নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিয়া গৃহস্থাশ্রম পালনের নিমিত্ত বিবাহ করেন।[১] তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্যান্য প্রামাণিক চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে এই বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের গ্রন্থে বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই; কিন্তু কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, বিভিন্ন বৈষ্ণব-বন্দনা এবং পদাবলীতে নিত্যানন্দ-পত্নীরূপে বসুধা ও জাহ্নবাকে বন্দনা করা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস বিরচিত নিত্যানন্দাষ্টকে প্রভুপত্নী-রূপে উভয়ের উল্লেখ আছে।[২] এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্য জীবনীর সহিত সম্পর্কিত নহে বলিয়াই চরিতগ্রন্থাদিতে নিত্যানন্দের বিবাহের ব্যাপারটি অনুল্লিখিত রহিয়াছে।

যে সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেই নিত্যানন্দের বিবাহ আখ্যান স্থান পাইয়াছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে, নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাসে, ঈশান নাগরের অদ্বৈতবিলাসে এবং বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত একখানি জালগ্রন্থ নিত্যানন্দের বংশ-বিস্তারে এই বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

কোন কোন গ্রন্থে নিত্যানন্দের বিবাহ ব্যাপারটিকে রহস্যাবৃত করিবার প্রচেষ্টাও দেখা যায়।[৩] সেই সকল গ্রন্থের আদর্শে লালমোহন বিদ্যানিধি কুলজী জাতীয় গ্রন্থে নিত্যানন্দের বিবাহ ও বংশাবলীর নিম্নোক্তরূপ বিবরণ দিয়াছেন: নিত্যানন্দের তিন পত্নী—বসুধা, জাহ্নবী ও ঠাকুরাণী। ইঁহাদের মধ্যে বসুধা পাণিগ্রহণ মন্ত্রে গৃহীতা, জাহ্নবী বাগদত্তা, ঠাকুরাণী যৌতুকে প্রাপ্তা; শেষের দুইজনের সহিত তাঁহার বিধিমতে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় নাই, অথচ বীরভদ্র ও গঙ্গা জাহ্নবীর সন্তান; বসুধা নীচজাতীয় কলুর কন্যা। সর্পাঘাতে এই কন্যার মৃত্যু হইলে নিত্যানন্দ তাঁহার জীবন দান করেন এবং প্রত্যাদেশ শুনিয়া তান্ত্রিক মতে বীরাচারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন (সম্বন্ধনির্ণয় পৃ ৫১২-১৩।) লালমোহন বিদ্যানিধি প্রদত্ত এই সংবাদ বৈষ্ণবসমাজের সমর্থিত নহে। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে নরহরির ভক্তিরত্নাকর প্রামাণিকরূপে স্বীকৃত। ভক্তিরত্নাকরে নিত্যানন্দের বিবাহ-বিষয়ক নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিকট গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। বড়গাছী গ্রামের ধনী হরিহোড়ের পুত্র দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কালা-কৃষ্ণদাস তাঁহার বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন। গৌড়ীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপিত হইল। কিন্তু সূর্যদাস প্রথমে অবধূতকে কন্যাদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এক স্বপ্ন দর্শনে তাঁহার মনের দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হওয়াতে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করিলেন। কৃষ্ণদাসের গৃহেই নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহকার্য মহাসমারোহে বিধিমতে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। লোকশাস্ত্রমতেই ভাগ্যবান সূর্যদাস নিত্যানন্দকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পরে বড়গাছীগ্রামে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু সস্ত্রীক খড়দহে শুভাগমন করেন। বিবাহোত্তর জীবনে খড়দহেই তাঁহার সংসারাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ জয়ানন্দের গ্রন্থেও এই উক্তির সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের পরবর্তী নিবাসস্থল সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেনঃ

"শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥"

(চৈ. ম. উত্তরখণ্ড)।

অদ্বৈতপ্রকাশ ও নিত্যানন্দ বংশবিস্তার গ্রন্থে জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দের বিধিমতে বিবাহ স্বীকৃত হয় নাই। উভয় মতানুসারে জাহ্নবা যৌতুকে প্রাপ্তা।

নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। তাঁহার পক্ষে দার পরিগ্রহণ বিস্ময়কর ও নীতি-বিরোধী ব্যাপার বলিয়া গণ্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহাকে কোনরূপ অভিযোগেই অভিযুক্ত করা যায় না। শ্রীচৈতন্যের অনুরক্ত ভক্তের পক্ষে নীতিবিগর্হিত অন্যায় কর্মের অনুষ্ঠাতৃ হওয়া সম্ভব নহে; উপরন্তু এই বিষয়ে এই বিশ্বাস মনে রাখাই সমীচীন যে শ্রীচৈতন্যের মতানুগ কোনও আদর্শ স্থাপনের অভিপ্রায়েই তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন। শ্রীচৈতন্য বৈরাগ্যধর্ম সমর্থন করিতেন না, কারণ বৈরাগ্য ভক্তির বাধক। 'জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ'— ইহাই চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মত। সনাতনাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ কেহই সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত নহেন, তাঁহাদের শাস্ত্রাদিতে সন্ন্যাসধর্মের বিধি অনুক্ত। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসধর্ম সমর্থন করিতেন না, এই মতের সমর্থনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর রাধাগোবিন্দ নাথ যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভুর মধ্যে দুইটি ভাবের প্রকাশ—ঈশ্বর ভাব ও ভক্ত ভাব। ঈশ্বরভাবে জীব উদ্ধারের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্ষদদের দ্বারাও করাইয়াছেন। সন্ন্যাস যদি তাঁহার উপদিষ্ট ভজনের অনুকূল হইত তাহা হইলে প্রভু তাঁহার পার্ষদগণকেও সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির বিবৃতিপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসের কথাও বলিতেন। প্রভু তাহা করেন নাই এবং তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যেও কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরভাবে জীব উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তভাবে প্রভু বলিয়াছেন—'কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥ ২।১৫।৫২ (ছন্ন-জীব উদ্ধারের ভাবে আবিষ্ট)।' প্রভুর এই বাক্যের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রেম প্রাপ্তির সাধনে সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, সন্ন্যাস যে ভক্তিমার্গের ভজনের প্রতিকূল, শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে মহাপ্রভু তাহাও প্রকাশ করাইয়াছেন। (শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)"। [৫]

সুতরাং প্রেমভক্তি প্রচারের গুরু নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের অনুমোদিত ভজনাদর্শের প্রচার উদ্দেশ্যেই যে বৈরাগ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নিত্যানন্দ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। পারমার্থিক তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পার্থিব জগতে তিনি কাম, ক্রোধ, ভয়, সঙ্কোচ ইত্যাদি প্রবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া জগতের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিত বা মৌখিক উপদেশ জীবকে দান করেন নাই, তাঁহার জীবনকেই তিনি লোক শিক্ষার আদর্শরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ভক্তিধর্মের শিক্ষা দিয়াছেন, শাস্ত্রানুসারে প্রয়োজনানুরূপ আচার আচরণ দ্বারা তিনি ভজনাদর্শের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অবধূত বেশের পরিবর্তে অলঙ্কার ধারণ ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন; ব্রজভাবের সাধনায় মথুরা-বৃন্দাবন বাস প্রশস্ত—এই আদর্শ শিক্ষাদানের প্রয়াসেই তিনি ব্রজবালকের বেশে ঐ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ ভজনের পথ অনুরাগের, তাহাতেই প্রেমভক্তিলাভ। বৈরাগ্য সাধনে ইহা সহজলভ্য নহে, এই আদর্শের প্রচার নিমিত্তই তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের জীবন তাঁহার নিজকার্য সাধনের আধার নহে, তাহা লোকশিক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

বাহনমাত্র। এই তত্ত্ব স্মরণ রাখিলে তাঁহার জীবনের অসঙ্গতিও সামঞ্জস্য-পূর্ণ বোধ হইবে।

শাস্ত্র প্রমাণানুসারেও নিত্যানন্দ অবধূতের দারপরিগ্রহণ সমর্থিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে দুই শ্রেণীর অবধূতেরই উল্লেখ আছে—'গৃহস্থশ্চ চিতানুগঃ'। ৬ অতএব প্রয়োজনানুসারে নিত্যানন্দ যে দারপরিগ্রহণ করিয়াছেন তাহা অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান স্বীকার করা যায় না।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। "কথোদিনে নিত্যানন্দের শিখাসূত্র ধরি।
মহামল্ল বেশে ক্ষিতি পর্যটন করি॥
সূর্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
পাণি গ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দে কৌতুকী॥" উত্তর খণ্ড।

২। রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবীপতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥২॥
শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর—রাধানাথ কাবাসী, পৃঃ ২৩৮।

৩। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, বাসুদেব ঘোষের কড়চা।

৪। ভক্তিরত্নাকর—৫ম তরঙ্গ।

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সন্ন্যাস পৃঃ ৫০০।

৬। মুণ্ডমালা তন্ত্র, দ্বিতীয় পটল, প্রাণতোষণী ধৃত শ্লোক।

নিত্যানন্দের বংশ পরিচয়

বসুধা গর্ভে নিত্যানন্দের দুই সন্তানের জন্ম হয়। তাঁহারা বীরভদ্র ও গঙ্গা নামেই পরিচিত। জয়ানন্দ রামভদ্র নামে জাহ্নবার এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর পুথিশালায় রক্ষিত নিত্যানন্দের একটি বংশলতিকায় রামভদ্রকে কনিষ্ঠ পুত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচলিত মত এই যে, রামভদ্র বা রামাই জাহ্নবাদেবীর পালিত পুত্র ও শিষ্যস্থানীয়, গর্ভজাত পুত্র নহে। রামাই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামভদ্র রচিত 'অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা' নামক পুথিতে বীরভদ্রকে অগ্রজরূপে বন্দনা দেখা যায়,—'বসুধানন্দন বীর, সর্বরস কলাধীর, বন্দো সেই অগ্রজ চরণ।' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পুথি নং ২৪৩২)।

বীরভদ্রের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ, মধ্যম রামকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ রামচন্দ্র। কুলপঞ্জী অনুসারে গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ বাড়ড়ী গাঞি, কিন্তু রামচন্দ্র বটব্যাল গাঞিরূপেই স্বীকৃত। বীরভদ্রের গাঞি বটব্যাল অথচ পুত্রদের মধ্যে গাঞি নির্ধারণে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধররূপে তিন বংশই সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

প্রেমবিলাস-ধৃত নিত্যানন্দের পূর্বপুরুষদের ক্রমানুযায়ী বংশতালিকা—

নারায়ণ ভট্ট—আদি বরাহ—বৈলতেয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গুহ—গঙ্গাধর, সুহাস—শকুনি—মহেশ্বর—মহাদেব—তিকু—নেঙ্গুল—মিহির (ইনি বংশজ কন্যা বিবাহ করায় কুল নষ্ট হয়)—ভাস্কর—পুস্কর—সৃষ্টিধর—মালাধর—বৃষকেতু—চন্দ্রকেতু—সুন্দরামল্ল—হাড়াওঝা (মুকুন্দ)—নিত্যানন্দ। (২৪শ বিলাস)।

প্রেমবিলাসের উল্লেখ হইতে জানা যাইতেছে যে, নিত্যানন্দের পূর্বপুরুষ বন্দ্যঘটীয় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কুলীন হইলেও চৌদ্দপুরুষ পরে বংশজরূপে গণ্য হন। বীরভদ্র অবধূতের সন্তান এবং বংশজ—এই দুই কারণে তাঁহার বংশে বীরভদ্রী দোষ ঘটিয়াছে। তাঁহার নূতন গোত্র নির্ধারিত হইয়াছে বটব্যাল।

এ বিষয়ে কুল-কল্পতরুর প্রমাণ বাক্য—

সিন্দুরা মল্লক গাঁই আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥
বংশ গাই হলে কভু কুল নাহি রয়।
উদাসীন হলে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জনে বীর সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য বটব্যাল রচনা করিল॥

নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই মতে, বীরভদ্র সন্ন্যাসীর সন্তান—এইজন্য গোত্র ঠিক না থাকায় কুলাচার্য তাঁহাকে সন্দিগ্ধ বটব্যাল সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা হইতেই বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশেও একই কারণে গোলযোগের উৎপত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বভারতীর ৯১৭নং পুথি অনুসারে নিত্যানন্দের অধঃস্তন বংশধরদের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

নিত্যানন্দ গোস্বামী

রামভদ্র　　বীরভদ্র

সন্তান নাই　　গোপীজনবল্লভ　　রামকৃষ্ণ　　রামচন্দ্র

রামনারায়ণ　　রামলক্ষ্মণ　　রামগোবিন্দ

রাঘবেন্দ্র　　বলভদ্র　　বৃন্দাবন　　বিশ্বম্ভর　　যাদবেন্দ্র　　মাধবেন্দ্র

জনার্দন　　ধরণীধর　　সর্বেশ্বর

বীরভদ্র — রামকৃষ্ণ — রঘুনাথ, রঘুনন্দন, হরিদেব,

রঘুনাথ　　রঘুনন্দন　　হরিদেব　　(রামকৃষ্ণের তিন পুত্র)

সন্তান নাই　　যাদবেন্দ্র　　রামজীবন　　অনন্তরাম　　ঘনশ্যাম

অভিমন্যু　　কানাই　　পঞ্চানন্দ

বীরভদ্র

রামচন্দ্র (৩য় পুত্র)

রাধামাধব

গোপীশ্বর　　রামচন্দ্র　　রাজেন্দ্র　　যাদবেন্দ্র　　বলরাম

রুক্মিশ্বর　　যতিরাম　　নন্দরাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতনীগ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ-বংশধর যতীন্দ্রলাল গোস্বামীর সহায়তায় শ্রীযুত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব ইতিহাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বীরভদ্রের তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্রের অধস্তন কয়েকপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"বীরভদ্রের তিনপুত্র—১। রামচন্দ্র, ২। রামকৃষ্ণ, ৩। গোপীজনবল্লভ ও এক কন্যা। রামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন। ইঁহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, খড়দহ, কলিকাতা, ঢাকা, বুতনী, উদ্ধাহরণপুর, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। ২। রামকৃষ্ণ মালদহে বাস করেন। ইঁহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, গয়েশপুর, সুদপুর, কানাইডাঙ্গা, গোরাবাজার, মারো প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ৩। গোপীজনবল্লভ লতাদহে বাস করেন। ইঁহার বংশধরগণ লতাদহ, নূপুর, বল্লভপুর, কোদলা, মোক্তারপুর, আগরতলা ও যশোহর জেলায় বাস করিতেছেন। নিত্যানন্দ পৌত্র রামচন্দ্রের পুত্র রামদেব, কৃষ্ণদেব ও রাধামাধব, বিষ্ণুদেব। রাধামাধব পুত্র গোপীকান্ত, রাঘব, রাজেন্দ্র, যাদব, বলরাম। রাজেন্দ্র পুত্র হরিগোবিন্দ খড়দহ হইতে ঢাকা জেলার বুতনী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। হরিগোবিন্দের তিন পুত্র—সর্বেশ্বর, বঙ্গেশ্বর, নন্দেশ্বর। সর্বেশ্বরের তিন পুত্র—লক্ষ্মীকান্ত, গোপীকৃষ্ণ, রতনকৃষ্ণ। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র কৃষ্ণকিশোর (ও অন্যান্য)। কৃষ্ণকিশোরের পুত্র চন্দ্রমোহন, আলোকমোহন প্রভৃতি। চন্দ্রমোহনের পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গোরাচাঁদ। আলোকমোহনের পুত্র কৃষ্ণগোপাল, প্রাণগোপাল (নিত্যানন্দ হইতে অধস্তন ১১ পুরুষ)। গোপীকৃষ্ণ দৌহিত্র রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়। রতনকৃষ্ণ পুত্র নন্দকিশোর, তৎপুত্র রমণীমোহন। রমণীমোহন পুত্র যতীন্দ্র, মহেন্দ্র।" (পৃঃ ৬৯।৭০)

লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভের বংশধরদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তালিকাটি এইরূপ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৪। গোবিন্দানন্দ
|
৫। কৃষ্ণানন্দ
|
৬। স্বরূপলাল
|
৭। নন্দলাল (মোহনপুর, জিঃ বর্ধমান, সাহেবগঞ্জ)
|
৮। প্রেমলাল, ব্রজলাল, মোহনলাল, পতিতপাবন, শিবচন্দ্র, নিত্যানন্দ, জগত্তারণ, কানাই, বলাই, শ্রীদাম ও মোহনলাল

প্রেমলাল
|
৯। নবলাল ও নবদ্বীপ
|
১০। যজ্ঞেশ্বর
|
১১। ক্ষেত্রমোহন

বিশ্বভারতীর পুথি হইতে যে তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত গোপীবল্লভের বংশের এই তালিকার পার্থক্য এই যে, লালমোহন বিদ্যানিধি গোপীবল্লভের রামনারায়ণ, রামলক্ষ্মণ ও রামগোবিন্দ এই পুত্রত্রয়ের উল্লেখ করেন নাই। পূর্বোক্ত তালিকা অনুসারে যাদবেন্দু প্রভৃতি ছয় ভ্রাতা রামগোবিন্দের সন্তান, সুতরাং ইঁহারা গোপীবল্লভের পৌত্র। এই তালিকা স্বীকার করিলে ক্ষেত্রমোহন বীরভদ্র হইতে দ্বাদশপুরুষ অধস্তন।

বীরভদ্রের এই বংশধরগণ নিত্যানন্দবংশীয় বলিয়াই চিরকাল সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের বংশপত্রিকার ন্যায় তিলক ধারণ বিধি।

নিত্যানন্দের তিরোভাব

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন এবং তথায় শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেমবিলাসকারের মতে অবশ্য এই শ্যামসুন্দর বীরভদ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত। যাহাহউক বীরভদ্রের জন্মের অল্পকয়েক বৎসর পরে নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটে। প্রচলিত মতানুসারে চৈতন্যদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিরোভাবের আট বৎসর পরে, বীরভদ্রের ছয় বৎসর বয়সের সময় তিনি অন্তর্হিত হন। এই মত গ্রহণ করিলে ১৪৬৩-৬৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে নিত্যানন্দের তিরোধানের মাস ও তিথির উল্লেখ করিয়াছেন—

'আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি ॥
একাদশী দিবসে প্রলয় আরম্ভ হইলা।
অনন্তের নাকের শ্বাসে পৃথিবী কাঁপিলা ॥'

(উত্তর খণ্ড)

প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার, প্রসার ও নানারূপ সংস্কারমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মহাপুরুষ নিত্যানন্দ ধর্মক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়নে সক্ষম হইয়াছিলেন। আনুমানিক ৬৪।৬৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। নাম ও প্রেম প্রচারের গুরু, পতিতের ত্রাণ-কর্তা, সমাজ-সংস্কারক নিত্যানন্দের নাম ধর্মজগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য।

বিশ বৎসর তীর্থাদি পর্যটনান্তর বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিত্যানন্দ ভক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সহিত তাঁহার এইভাবেই যোগ। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যোগবলে অতীন্দ্রিয় লোকে গুণাতীত ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও সাধনার শেষ নাই। 'রসো বৈ সঃ', 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি',—এই শ্রুতি বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, রসময় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দী হয়। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একাত্মলাভে তাঁহার মাধুর্যাস্বাদন ও আনন্দ লাভ সম্ভব নহে; সেব্য ও সেবক ভাবের স্ফূর্তিতে অন্তরে ভগবৎসেবার যে স্পৃহা জন্মে তাহা দ্বারাই এই মাধুর্যাস্বাদন সম্ভবপর। সেই জন্য মাধুর্যাস্বাদনলোভী জীবন্মুক্ত পুরুষেরও ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ প্রয়োজন, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত এই সেবা লাভ সম্ভব নয়, সুতরাং ভক্তিলাভ প্রথম প্রয়োজন। ব্রহ্মদর্শনেই জ্ঞান ও যোগের ফললাভ। এই সময়ে সাধক সমদর্শী হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার ভক্তি ভাবও প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। গীতায় সাধকের এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন।[১] ব্রহ্ম ঐক্য বা সাযুজ্যমুক্তি বাঞ্ছাকারী সাধকের পক্ষে সকল সময়ে এই ভক্তির অধিকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরমভাগবত মহাপুরুষের কৃপালাভে সাধকের ভক্তিভাব যে প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল নিত্যানন্দ অবধূত। মহাযোগী নিত্যানন্দ মহাভাগবত শ্রীচৈতন্যের কৃপাবলেই এই ভক্তিভাব লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যেই তিনি নিত্যানন্দের গুরু, তাঁহার ইষ্টদেব। ব্যাস-পূজার অনুষ্ঠানেই তিনি গুরুরূপে বৃত হইয়াছিলেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকেই যে ব্যাসদেবের জন্য উদ্দিষ্ট মাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন— এই কার্য শুধুমাত্র তাঁহার খেয়ালপ্রসূতই নহে, ইহা গভীর অর্থদ্যোতক, ব্রহ্মবিৎ অবধূতের প্রেমভক্তি মন্ত্রদাতা গুরু শ্রীচৈতন্য, স্বয়ং প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া তিনি ইহার প্রচার করিয়াই বাংলার বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

নিত্যানন্দের সাধনায় কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। সন্ন্যাস মোক্ষের সাধনা মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজন আত্মজ্ঞান; এই জ্ঞানলাভ হইলেই জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়। সেইজন্যই সন্ন্যাসী মহাজ্ঞানী। নিত্যানন্দ মোক্ষের সাধনায় ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। অবধূত যোগের সাধক, যোগ সাধনায় জীবাত্মা-পরমাত্মাতা, একাত্মতা সাধিত নিত্যানন্দ অবধূত যোগের সাধনায় পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শিষ্যরূপে তিনি শুদ্ধা ভক্তিধর্মের সাধনায় ভগবৎ প্রেমলাভ করিয়াছেন। প্রেম-ভক্তির প্রচার রূপ নিষ্কাম কর্মের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন! এক ব্রহ্মকে তিনি ভাবভেদে ব্রহ্ম, আত্মা, ও ভগবান্— এই তিন রূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতাতে নিত্যানন্দের ন্যায় সাধককেই শ্রেষ্ঠ ও ভগবানের পরমপ্রিয় বলা হইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণবসমাজে তিনি ঈশ্বরাবতার রূপেই পূজিত।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

গীতা,—১৮।৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নিত্যানন্দের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পরিচয় তিনি অবধূত। অবধূতদের রীতি-পদ্ধতি বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অবধূত নিত্যানন্দের আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপে এই বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই সাধারণ বিচারে তাঁহার চরিত্র দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যপূর্ণ। বৃন্দাবনদাসও একই কারণে প্রভুর চরিত্রে নিগূঢ়তা আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিত্যানন্দ-চরিত্র নিগূঢ়, অগাধ ও বেদেরও অগম্য। এই নিগূঢ় অগাধ চরিত্রটি শাস্ত্রোল্লিখিত অবধূত লক্ষণ ও তাঁহাদের আচরণ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণযোগ্য। এই প্রকারেই নিত্যানন্দ-চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন সম্ভবপর হইবে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন অবধূত কে ও তাঁহার লক্ষণ কি। শাস্ত্রীয় মতানুসারে মনুষ্যশ্রেণীকে বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। বদ্ধ জীব অজ্ঞান ও অবিদ্যামোহে সংসারে আবদ্ধ ; মুমুক্ষু জীবের ঈশ্বর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগরিত হইলে সংসার বিষয়ে মন নিঃস্পৃহ হয়। এইরূপ অবস্থাতেই সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। সন্ন্যাসের সাধনই মোক্ষের সাধন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলেই সাধক মুক্তপুরুষ।

'অধ্যাত্ম শাস্ত্র প্রদীপ' ভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে শেষোক্ত আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসী নিরপেক্ষ-ভাবে তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে অভিমানশূন্য হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন লাভ বা মোক্ষ লাভ করেন। সাধনবলে যাঁহার অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে এবং যিনি প্রকৃতি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন তিনিই মুক্ত জীব। এইরূপেই মুমুক্ষু সাধক মোক্ষলাভান্তে মুক্তপুরুষরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার পক্ষে বিধিনিয়মের কোন বন্ধনই আর প্রযোজ্য নহে। এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ, মুক্ত মহাপুরুষ অবধূত পদবাচ্য। [১]

মধ্যযুগের পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে এই অবধূতের আচার ও লক্ষণের উল্লেখ আছে। অবধূত মুমুক্ষু হইয়াও মুক্তিবিষয়ে নিরপেক্ষ ; বিবেকী হইয়াও তাঁহার বালকের ন্যায় আচরণ ; নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ব্যবহার ; পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্যালাপ ; বেদনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহার নিয়মশূন্য আচরণ। [২] অবধূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন না; লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, অন্যকেও উদ্বিগ্ন করেন না; দুর্বাক্য সহ্য করেন, কাহাকেও অবহেলা করেন না; খাদ্য না পাইলে বিষণ্ণ হন না, প্রাণধারণের চেষ্টার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত ভোজ্য শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট হইলেও গ্রহণ করেন। যতক্ষণ প্রাণধারণ, ততক্ষণই তাঁহার তত্ত্ববিচার। তত্ত্ববিচারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই তিনি মুক্ত। ভোজ্য-বস্তুর ন্যায় বস্ত্র, শয্যাসন ইত্যাদিও যখন যেরূপ প্রাপ্ত হন ব্যবহার করেন। বিধিনিয়মের তিনি অনধীন, সুতরাং তাঁহার কার্যকলাপও বিধানানুগ নহে। সমস্তই তাঁহার লীলা; তিনি জ্ঞানবলে ভেদজ্ঞানরহিত, অন্তে তিনি পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন।[৩]

উপরি উদ্ধৃত শাস্ত্র প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, আশ্রমধর্মের শেষ সীমা সন্ন্যাস; বিধি-নিয়মানুগ সন্ন্যাসী সাধনবলে উন্নত হইয়াই অবধূত-পদবাচ্য হন। এই অবস্থায় তিনি নিঃশঙ্ক, নিরপেক্ষ, বিধি-নিয়মের অনধীন, তত্ত্বদর্শী, মুক্ত পুরুষ। তন্ত্রশাস্ত্রে অবধূত আচার গ্রহণের সময়-সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। নির্বাণতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, দণ্ডী সন্ন্যাসী দ্বাদশ বৎসর পরে সাধনায় সিদ্ধি লাভান্তে অবধূতাচারে রত হইয়া পরমহংসত্ব লাভ করেন।[৪] মহানির্বাণ তন্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করা হইয়াছে। এই মতে অবধূত আশ্রমই কলির সন্ন্যাস।[৫] এইরূপেই মধ্যযুগে মোক্ষলাভের সাধনায় অবধূতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তন্ত্রমতে অবধূত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—ভক্তাবধূত, শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, ও হংসাবধূত। বিভিন্ন শ্রেণীর আচারগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তাঁহারা কৌলাবধূত বা কুল-যোগীরূপে খ্যাত। নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধাযোগীদেরও অবধূত বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের আদিগুরু গোরক্ষনাথের নাম ভারত-প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধসম্প্রদায়েও অবধূত সাধকের স্থান উচ্চে।

অবধূত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও অবধূত সাধককে বিকার-শূন্য, শুদ্ধ, মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে। ধুত বা ধূত অর্থ কম্পিত, বিধুনিত বা বিদূরিত (চলন্তিকা)। অবধূত শব্দের পরিবর্তে অনেকস্থলে অবধৌত শব্দও পাওয়া যায়। ধূত বা ধৌত উভয়ই শোধন শব্দের সমার্থক। নাথপন্থী অবধূত সাধকের এই জন্যই সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে—"সর্বান্ প্রকৃতি বিকারান্ অবধূনোতি ইতি অবধূতঃ"—অর্থাৎ সকল প্রকৃতি বিকার যাঁহার বিদূরিত তিনিই অবধূত।[৬] বৌদ্ধতন্ত্রমতে সাধকের দেহমধ্যস্থ প্রধানা তিনটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়ীর মধ্যে যে নাড়ী অবলম্বনে যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধক অক্লেশে, অবহেলায় ক্লেশাদি পাপ বিদূরিত করিতে পারেন, সেই নাড়ীই অবধূতী (হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে সুষুম্না বলা হইয়া থাকে)। এই অবধুতী অবলম্বনেই সাধক ক্লেশাদি পাপমুক্ত হইয়া অবধূত হইতে পারেন।[৭]

যে সাধনবলে সাধকের সমস্ত প্রকৃতি বিকার, প্রবৃত্তিসমূহ ও ক্লেশাদি পাপ বিদূরিত হয়—তাহাই যোগমার্গের সাধনা। এই যোগমার্গের বিভিন্ন অঙ্গের সাধনা দ্বারা প্রকৃতি বিকার বিদূরিত হইলে আরও উচ্চতর সাধনায় আত্মস্বরূপ উপলব্ধি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মলাভ, বা মোক্ষলাভ হয়। যে উপায়ে আপনাকে আনন্দপূর্ণ পবিত্র ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা হয় তাহাকে মহাযোগ বলে। এই মহাযোগে বা ব্রহ্মযোগে যোগী আপনাকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অবলোকন করেন; অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ যোগ।[৮] হিন্দু, বৌদ্ধ, ও নাথ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে এই যোগ-সাধনার উল্লেখ আছে।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যয়ন, তত্ত্ববিচার, ও যোগসাধন বলেই অবধূত ব্রহ্মবিৎ ও জীবন্মুক্ত পুরুষ। এইরূপ এক অবধূতকেই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রদ্ধাভরে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবধূত সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য, সংসারিগণ নারায়ণ জ্ঞানেই তাঁহাকে পূজা করেন।[৯] অবধূত ভগবান্ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপবাসী পূজা করিয়াছেন, তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছেন, কৌপীন মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। তৎকালীন বাংলার বৈষ্ণবসমাজে ভক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রায় ছিল, সেই উদ্দেশ্যে তিনি অধ্যাত্ম-চর্চা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অথচ ব্রহ্মবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞানী নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের নিকট সমাদৃত হইয়া অন্যতম পার্ষদরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। এই কারণে বৈষ্ণবসমাজে সম্ভবত বিরুদ্ধ-সমালোচনার অবকাশ ঘটিয়াছিল। এই সমালোচকদের উদ্দেশ্যেই বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, "ভক্ত, যোগী, বা জ্ঞানী আমার নিতাই প্রভুকে যে যাহাই বলুক না কেন, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, আমি কেবল তাঁহার পাদপদ্মের দাস"।[১০] বস্তুত, নিত্যানন্দকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণবসমাজে বিরুদ্ধ-সমালোচনার ধারা তাঁহার তিরোধানের পরবর্তী যুগেও অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বিরুদ্ধবাদীদের রসনা নিরস্তের জন্যই বৃন্দাবন দাসকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। যোগসাধক, ব্রহ্মবিৎ নিত্যানন্দ যে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত প্রেম ও ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমভক্তিদাতা গুরু নিত্যানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে শিষ্য-গুরুরই সম্পর্ক শ্রীচৈতন্যভাগবতে তিনি এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ নিজেকে অবধূতরূপেই পরিচয় দান করিতেন। তিনি পরমহংসের পথে অধিকারী—ইহাও তাঁহারই উক্তি। [১০ক]

নিত্যানন্দচরিত্রের অবধূত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাসের গ্রন্থদ্বয়ে অদ্বৈতাচার্যের সহিত তাঁহার প্রীতি-কলহের বর্ণনায় বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কখনও তাঁহাকে মগুপ বলিয়া গালি দিয়াছেন, কখনও ব্রহ্মবধিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল, গুরুর পরিচয়হীন, স্বেচ্ছাপরায়ণ সন্ন্যাসী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।[১১] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবসভায় নিত্যানন্দের ন্যায় মাতালের কোন প্রয়োজন নাই। এই মাতাল সকলের জাতিনাশ করিবে; শ্রীনিবাস পণ্ডিত কোথাকার এক অবধূতকে আশ্রয় দান করিয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠীর জাতিনাশ করিয়াছেন।[১২] অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দকে বারংবার মগুপ বা মাতাল বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে তাঁহাকে মাতাল বলা হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। সহজ অর্থ ধরিয়া বলা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমের মদিরা পানে তিনি মাতাল, সেই জন্যই তাঁহার ঐ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে কৃষ্ণপ্রেমের মাতাল ত অনেকেই ছিলেন, তাঁহাদের এরূপে মাতাল আখ্যায় অভিহিত করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, নিত্যানন্দের প্রতি এই তিরস্কার একটি বিশেষ অর্থেই প্রযোজ্য।

অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দকে শুধু মগুপ বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহাকে মৎস্য ও মাংস-ভক্ষণকারীরূপেও তিরস্কার করিয়াছেন।[১৩] সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দের প্রতি প্রকৃত অর্থে এই সকল তিরস্কার বাক্য প্রযুক্ত হইলে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে যে উল্লেখ থাকিত না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত, নিত্যানন্দ অবধূত, তিনি মহাযোগেশ্বর; যোগীদের মদ্য, মাংস, মৎস্য, অবশ্যসেব্য কিন্তু এস্থলে মদ্য, মাংসাদি যৌগিক পরিভাষারূপেই গ্রহণীয়। তান্ত্রিক বামাচারী সন্ন্যাসী বা বীরাবধূতদের (শৈব) পঞ্চতত্ত্ব সেবন বিধেয় হইলেও অনেক শাস্ত্রেই যৌগিক প্রক্রিয়ায় মদ্য বা সোমরস ও মৎস্য মাংসাদি সেবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১৪] নিত্যানন্দও যৌগিক প্রক্রিয়াতেই পঞ্চতত্ত্ব সেবনে সক্ষম ছিলেন। প্রকৃত অর্থে, মগুপ হইলে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীতে তাঁহার স্থানলাভ সম্ভব হইত না। অদ্বৈতাচার্য এস্থলে নিত্যানন্দকে নিন্দাচ্ছলে মহাযোগেশ্বররূপে স্তুতি করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতাচার্যের অন্যান্য তিরস্কার বাক্যও এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক। তাঁহার নিন্দাবাক্যে নিত্যানন্দের অবধূত লক্ষণ ও তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। অবধূত পক্ষপাত-বিনির্মুক্ত অর্থাৎ তিনি বর্ণাশ্রমাদি ধর্মাচারের অনধীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্রাদি দেহাভিমানশূন্য [১৫]; সুতরাং অবধূতের কুল-শীল আচার অজ্ঞাত। সাধনবলে পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিয়া তিনি জগতের গুরুর আসন অধিকার করেন। গোরক্ষসংহিতাদি গ্রন্থে অবধূতকেই জগতের গুরু স্বীকার করা হইয়াছে এবং পরমহংসের উপরে তাঁহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে। অবধূত নিত্যানন্দও জগতের গুরু। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে প্রভুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন [১৬]; জগতের গুরু যিনি তাঁহার গুরুর পরিচয় দানে কে সমর্থ, সুতরাং তাঁহার গুরুর পরিচয়ও অজ্ঞাত। অবধূত শাস্ত্রাচারের ধার ধারেন না; যাঁহার পরমার্থ দর্শন লাভ হইয়াছে শাস্ত্রবিধি তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। সেই জন্যই নিত্যানন্দ ব্রহ্মবধিয়া অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম বা বেদবিধিকে হত্যা করিয়াছেন। যিনি শাস্ত্রবিধি দ্বারা পরিচালিত হন না, সর্বগৃহে যাঁহার গতিবিধি, আহারাদি গ্রহণে যিনি বিচারশূন্য এইরূপ ব্যক্তি জাতিনাশা; সুতরাং নিত্যানন্দ অবধূতকে জাতিনাশা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপেই অদ্বৈতাচার্যের নিন্দাবাক্যে অবধূত নিত্যানন্দের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে।

ভাগবতপুরাণ, মহানির্বাণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে অবধূতদের যে গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, নিত্যানন্দের চরিত্রে সেই সকল গুণেরই সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন সদানন্দময়, শান্ত, নিরপেক্ষ ও প্রাণীহিতে আগ্রহান্বিত। সকলের সঙ্গে তাঁহার সুমিষ্ট সম্ভাষণ, বালকের ন্যায় তাঁহার সরলতা; নৃত্য ও হাস্যগীতে তিনি সর্বদাই মুখর; তিনি মূর্তিমান আনন্দ।[১৭] শিশুর ন্যায় তিনি আত্মভোলা, আনন্দোজ্জ্বল[১৮], জড়জগতের মোহে আবদ্ধ নহে বলিয়াই তাঁহার শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য। ভাগবৎ প্রেমে তিনি আত্ম-হারা, সর্বদাই আনন্দ সলিলে তাঁহার দুইটি নয়ন পূর্ণ।[১৯] তিনি সমদর্শী, ক্রোধশূন্য, সকলের প্রতি তাঁহার বন্ধু ভাব। মদ্যপ ও দুষ্কৃতকারী জগাই মাধাইকে তিনি প্রেমদানে ধন্য করিয়াছিলেন, তাহারা নিত্যানন্দের ক্রোধ বা তিরস্কারভাজন না হইয়া ভালবাসা ও করুণালাভ করিয়াই ভাগবতরূপে গণ্য হইয়াছিল। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে নগরে ঘুরিয়া প্রেম ও নাম প্রচার করিতেন, কেহ অমূল্য দান গ্রহণ করিত, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে তৎপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইত, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ক্রোধোদ্রেক হয় নাই। সেইজন্যই বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।"

নিত্যানন্দ চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি ক্রোধপরায়ণ নহেন কিন্তু বালকের ন্যায় চঞ্চলতা, উদ্দামতা, নির্ভীকতাও তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কখনও তিনি গাছে উঠিয়া বসেন, কখনও কুম্ভীরাশ্রিত বর্ষার গঙ্গার ঝাঁপাইয়া পড়েন, অন্য লোকের চিত্তে যাহাতে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তিনি তাহাতে নির্ভয়। এই বাল্যভাব ও নির্ভীকচিত্ততাই অবধূত সাধকের বৈশিষ্ট্য।

সন্ন্যাসী স্বেচ্ছাপরায়ণ নহেন, শাস্ত্রানুযায়ী আচারবিধি তাঁহার অবশ্য-পালনীয়; পরমহংসের পক্ষে ভোগ অবিধেয়, কামিনী-কাঞ্চন তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য। কিন্তু অবধূত সকল শ্রেণীর ব্যতিক্রম। তিনি স্বেচ্ছাপরায়ণ, কামিনী-কাঞ্চন গ্রহণেও তাঁহার কোন বাধা নাই। অবধূতের এক হস্তে ত্যাগ, অন্য হস্তে ভোগ কিন্তু তিনি ত্যাগ ও ভোগে অলিপ্ত [২১]; সুতরাং তীব্র বৈরাগ্যের পথ তাঁহার অবশ্য-অনুসরণীয় নহে। নিত্যানন্দ বিলাসপরায়ণ না হইয়াও অলংকারে সজ্জিত হইয়াছিলেন, ভোগী না হইয়াও দারপরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্যাগ ও ভোগে অনাসক্ত অবধূতের গার্হস্থ্যজীবন সাধারণ সংসারীর আদর্শ। তন্ত্রশাস্ত্রেও অবধূতের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। [২২]

ক্রিয়া-কর্মাদিতে অবধূত আসক্তিরহিত, কিন্তু কর্মত্যাগ তাঁহার কর্তব্য নহে। এই বিষয়ে তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক অবধূতকে অনাসক্তভাবে কর্ম করিতে হইবে; পদ্মপত্রে যেমন জলের দাগ স্পর্শ করে না, সেইরূপ কর্মে লিপ্ত হইয়াও তাঁহাকে আসক্তি ও অভিমান পরিহার করিতে হইবে। [২৩] গীতাতেও বাসুদেব এইরূপ আসক্তিহীন কর্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। যিনি কর্মফল ত্যাগ করিয়া কার্য করিবেন, গীতার মতে তিনিই সন্ন্যাসী—তিনিই যোগী। [২৪] এইরূপ কর্মক্ষমতা লাভই নৈষ্কর্মসিদ্ধি; জিতেন্দ্রিয়, অনাসক্ত ও নিস্পৃহ হইয়া কার্য করাই নিষ্কর্ম ও অকর্মতুল্য [২৫]—ইহাই গীতার কর্মযোগ। জীব ও জগতের তত্ত্ব যিনি জ্ঞাত, যিনি সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার পক্ষে এইই নিষ্কাম কর্মের সাধন সম্ভবপর। নিত্যানন্দ পরিব্রাজক জীবনের অবসানান্তে জগতের কল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ধর্মাদি প্রচার ও সমাজ সংস্কার কার্যেই তাঁহার কল্যাণময় রূপের অভিব্যক্তি। অবধূত নিত্যানন্দের এই আসক্তিহীন কর্মে অভিমানরূপ দোষ স্পর্শ করে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব-জীবের মিত্র, সমদর্শী অবধূত জগতের হিতের জন্যই কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বাংলার বৈষ্ণব সমাজে সেই জন্যই তিনি আদৃত।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৮। ২। ঐ ঐ। ৩। ঐ ঐ।

৪। "দ্বাদশব্দস্য মধ্যে তু যদি মৃত্যুর্ণ জায়তে। দণ্ডংতোয় বিনিক্ষিপ্য—ভবেৎ পরমহংসকঃ। অবধূতাচার রতো হংসঃ পরমপূর্বকঃ॥"

নির্বাণতন্ত্র—চতুর্দশ পটল।

৫। 'অবধূতাশ্রমোদেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।' মহানির্বাণ তন্ত্র।

৬। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—পৃঃ ১।

৭। 'অবহেলয়া অনাভোগেন ক্লেশাদি পাপম্ ধুনোতি ইতি অবধূতী' চর্যাপদ, ২নং পদের টীকা। —মণীন্দ্রনাথ বসু।

৮। রাজযোগ—বিবেকানন্দ।

৯। "কুলাবধূতস্তত্বজ্ঞো জীবন্মুক্ত নরাকৃতিঃ। সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ।" মহানির্বাণতন্ত্র, অষ্টমোল্লাস।

১০। চৈ, ভা.—২।১১।

১০। (ক) "আরে বুঢ়া বামনা তোমার ভয় নাই। আমি অবধূত মত্ত ঠাকুরের ভাই॥ স্ত্রীয়েপুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী। পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥" চৈ, ভা, ২।২৪।

১১। "অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে মাতালিয়া
সন্ন্যাসী না হয় কভু এ ব্রহ্মবধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছ ভাত।
কুলজন্ম জাতি কেহো না জানে কোথাত॥
মাতাপিতা গুরু নাহি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল বোলায় অবধূত॥" চৈ, ভা,—২।১৩

১২। বৈষ্ণব সভায় কেন হেন মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল॥
... ...
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবধূত করিব সকল জাতি নাশ।
কোথা হইতে হইল মণ্ডপের প্রকাশ ॥ চৈ, ভা,—২।২৪

১৩। 'মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী।' চৈ, ভা, ২।২৪.৮৯

১৪। হঠযোগপ্রদীপিকা। —৩।৪৩।৮

১৫। গোরক্ষ সিদ্ধান্তসংগ্রহ—পৃঃ ২

১৬। 'ক্ষণে বলে মাতালিয়া ক্ষণে বলে প্রভু।'

১৭। 'প্রেমানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়। নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥
সভারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ। আপনা আপনি নৃত্য গীত বাদ্য হাস ॥ চৈ, ভা,—২।১২

১৬। 'বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।' ঐ

১৯। 'সর্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।' ঐ

২০। 'বর্ষায় গঙ্গার ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত। তাহাতে ভাসয়ে তিলার্ধেক নাহি ভীত। সর্বলোকে দেখি তারে করে হায় হায়। তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায় ॥' চৈ, ভা,—২।১২।

২১। 'একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগৈশ্চৈক করে স্বয়ম্।
অলিপ্ত স্ত্যাগ ভোগাভ্যাং সোঽবধূত শ্রিয়েঽস্ত নঃ ॥'
গো, সি, স,—পৃঃ ১

২২। 'অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ চিতানুগঃ।'
মুণ্ডমালা তন্ত্র, দ্বিতীয় পটল, প্রাণতোষিণীধৃত শ্লোক।

২৩। 'কুর্বন্ কর্মণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ। যতেতাত্মানমুদ্ধর্তুং তত্ত্বজ্ঞান বিবেকতঃ।' প্রাণতোষিণী ধৃত শ্লোক।

২৪। 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যকর্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী স যোগী চ··· ··· ··· ··· গীতা—৬।১

২৫। আসক্তি বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ঐ—১৮।৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক নিত্যানন্দ

ধর্মজগতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহের পরিচয় সর্বযুগের ধর্ম ইতিহাসেই পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ অথবা মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দুধর্মের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভেদের কথাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই বলাই বাহুল্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাংলায় শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মনোমালিন্যের নিদর্শন রহিয়াছে। নদীয়ার অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় উপহসিত ও লাঞ্ছিত হইতেন, বৃন্দাবন দাস সেইজন্যই তাঁহাদের পাষণ্ডী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ তত্ত্বদৃষ্টিতে সকল দেবতাকেই এক ও অভিন্ন মনে করিতেন। তীর্থ-ভ্রমণ সময়ে উভয়েই বিভিন্ন তীর্থে বিভিন্ন দেবতার মন্দিরে উপনীত হইয়াছেন, ভক্তিভরে সকল দেবতার চরণ বন্দনা করিয়াছেন। শংকর ও গোবিন্দ সমভাবেই সেব্য ও পূজনীয়—শ্রীচৈতন্য স্পষ্টরূপে এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব কৃষ্ণের ন্যায় শংকরেরও ভক্ত। শংকরের আরাধনাবিহীন গোবিন্দ উপাসনা ব্যর্থ।[১] এমনকি মহাদেবকে না মানিলে বৈষ্ণবদের যে যমালয়ে গতি হইবে, বৈষ্ণব সমাজে সেইরূপ সংস্কারও প্রচলিত ছিল।[২] শ্রীচৈতন্যের এইরূপ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ভেদবিচারহীন ধর্মাচরণ ও ধর্মশিক্ষার ফলে বাংলার বৈষ্ণবধর্মে সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের অবাধমিলন সম্ভবপর হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান, শৈব-শাক্তনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় এই উদারনৈতিক বৈষ্ণবধর্মের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। এইরূপেই ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার বৈষ্ণবধর্মে এক নূতন যুগের সূচনা সম্ভবপর হয়।

শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গন্ধবণিক নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণী শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। জাতিভেদের বিচার এ সম্প্রদায়ে একেবারেই গৌণ, কৃষ্ণভক্তদের একমাত্র পরিচয় তাঁহারা বৈষ্ণব। 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে'—ইহাই চৈতন্যসম্প্রদায়ের জাতি বিচারের তাৎপর্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলার বৈষ্ণবদের জাতির পরিচয় অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তির প্রমাণই বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণভক্ত খোলাবেচা শ্রীধরের হস্তে জল পান করিয়াছেন; পানিহাটীতে নিত্যানন্দ চিড়াদধি মহোৎসবে পংক্তি-ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন; মুসলমান হরিদাস ছিলেন নামপ্রচারে নিত্যানন্দের সঙ্গী—বৈষ্ণবসমাজে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচিত হইয়াছিলেন; উদ্ধারণ দত্তের ন্যায় নিম্ন বা পতিত শ্রেণী নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ দ্বারা বাংলাদেশে একটি মহৎ সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

দধিচিড়া মহোৎসবে জাতিবর্ণনির্বিশেষে এক পংক্তিতে ভোজন অস্পৃশ্যতা-বর্জনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। এই জন্যেই উচ্চ সমাজের নিকট অস্পৃশ্য বিবেচিত জাতির মানবীয় মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশ হইতে জাতিভেদপ্রথা বিদূরিত করিতে নিত্যানন্দ বিশেষরূপে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, এই কার্যে তৎকালে তিনি সফলতাও অর্জন করিয়াছিলেন। সমাজের এক শ্রেণী ধর্মের নামেই জাতিভেদ-প্রথাকে আঁকড়াইয়া রাখিতে চাহেন; নিত্যানন্দ ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেই জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া এই প্রথার বিলোপ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কোন জাতিকেই তিনি অস্পৃশ্য অবহেলিতরূপে দূরে ঠেলিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদারনৈতিক, কারণ তিনি সমদর্শী সাধক। সেইজন্যই সমাজের নিম্ন ও পতিত শ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সামাজিক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি বাংলাদেশে পতিতের উদ্ধার-কর্তারূপে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্য সমাজ ধর্মাচরণক্ষেত্রেও নারীর অধিকার সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বৈদিক ধর্মাচরণে তাহারা ছিল অনধিকারী। ষোড়শ শতাব্দীতে নিত্যানন্দ স্ত্রী-জাতির ধর্মাচরণে সমান অধিকার স্বীকার করিয়া নারীজাতিকে মানবীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ফলত নারীজাতির এরূপ অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল যে, গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত নারীগণ পুরুষদের দীক্ষাদানেও সমর্থ হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবী এইরূপ একজন মহীয়সী নারী। তাঁহার শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্তদের গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার তেজস্বীতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম-বিলাসকারের মতে বীরভদ্র জাহ্নবীর শিষ্য। তাঁহার আরও অনেক শিষ্যের মধ্যে রামাই বা রামভদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যতম। বাংলার বৈষ্ণবসমাজে এই শিষ্যদের অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তমাদি বৈষ্ণবাচার্যদের তিনি ছিলেন পরামর্শ-দাত্রী। বৃন্দাবনে গোস্বামীদের উপদেশানুসারে, তাঁহাদের বিধানমতেই বাংলার বৈষ্ণবগোষ্ঠীকে তিনি পরিচালনা করিতেন। স্ত্রী জাতির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি নিত্যানন্দের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এইরূপ তেজস্বিনী নারীর উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীও গুরু পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই দুই নারী বাংলার জাতীয় ইতিহাসে গৌরবময় স্থানলাভের অধিকারী।

জাতিগত ঐক্যের প্রতি নিত্যানন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়া বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তিনি হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল জাতিকেই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমভক্তিধর্মের সংস্পর্শে আসিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে নিত্যানন্দের এই উদারতা কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারের দিক হইতেই সাফল্য লাভের অন্যতম পন্থারূপে গণ্য করা উচিত নহে, ইহা এক সংকটময় মুহূর্তে বাঙ্গালী জাতিকে বিদেশী ধর্ম গ্রহণের হাত হইতেও রক্ষা করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, চৈতন্য ও নিত্যানন্দের এই ধর্ম বাঙ্গালীদের ধর্মান্তর গ্রহণের অনিবার্য কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায়-স্বরূপ পাঁচীল; ব্রাহ্মণ্য-সমাজের নিপীড়ন হইতে পতিত হিন্দুজাতির বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণের অবিসম্ভাব্যতা হইতে এই নব-বৈষ্ণব ধর্মের উদারতাই রক্ষা করিয়াছে।[৩] হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণের কবল হইতে রক্ষা করিবার প্রযত্ন করিলেও এই সমাজ মুসলমানদের বিতাড়িত করিবার কোন উদ্যম প্রকাশ করে নাই, পরন্তু নিত্যানন্দ বিজেতৃ ধর্মাবলম্বীদের এই উদার ধর্মের পতাকাতলে সাদরে আহ্বান জানাইয়াছেন, ঐক্যের এই প্রচেষ্টাই ভারতের বৈশিষ্ট্য।

ভারতের সাধনা ঐক্যেরই সাধনা। রবীন্দ্রনাথ ঐক্য-সাধক ভারত-পথিক রামমোহন রায়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয় ঐক্য-সাধক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিত্যানন্দ সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রযোজ্য। তাঁহার উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—"এই দ্বন্দ্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝখানে ভারতবর্ষে শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন তাঁদেরই অগ্রণী।”

“এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্য বাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জর দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখী, গেয়েছেন তারা আলোকের অভিনন্দন গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের. ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন, ‘ব্রাত্য ত্বং প্রাণ’ তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। এই ভারত-পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন, সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায় ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ”।[৪] এই পথেরই পথিক ছিলেন মধ্যযুগের বাঙ্গালী সাধক নিত্যানন্দ। সমদর্শী অবধূত—ঐক্য, মৈত্রী ও অহিংসার সাধনা প্রচার করিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাংলার তমসাচ্ছন্ন এক যুগে আবির্ভূত হইয়া নিত্যানন্দ ধর্ম ও সমাজের সংস্কারসাধন ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই বাংলার ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয়ের মিলিত সাধনায় বাংলায় এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু নবজাগরণের কৃতিত্ব প্রধানতঃ নিত্যানন্দের। সেইজন্যই যে তাঁহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্যে গৌড়ের ত্রাণকর্তা, পতিতপাবন ইত্যাদিরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তের স্পষ্ট স্বীকৃতি রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধের প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

“বৈষ্ণবসমাজের উপর চৈতন্যের প্রভাবের তুলনা হয় না। নিত্যানন্দকে তিনিই সমাজ-সংস্কারের উপদেশ দিতেন। কারণ তাঁহার ন্যায় সর্বজাতির প্রতি সমদর্শী উদারহৃদয়। ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই জন্যই জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য দুর করিয়া উদার বৈষ্ণব-সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভার তাঁহার উপর। তিনি ও বীরভদ্র খড়দহে বসিয়া পতিতদিগকে স্নেহমধুর আহ্বান করিয়াছিলেন। রামকলি নগরে আর এক বৃহৎ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় ভেকাশ্রিত হইয়া বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিল কিন্তু নিত্যানন্দের প্রসারিত ভুজাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ জনসাধারণ বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডিতে স্থানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ আখড়ায় বিবাহ-প্রথা ছিল না। ব্যভিচারদুষ্ট নেড়ানেড়ি সমাজ তাহাদের নেতৃদলের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় ঘৃণ্যই হইয়াছিল। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি নামগোত্রহীন হইয়া অতি হেয় অবস্থায় ছিল, নিত্যানন্দ ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন করিয়া সমাজে ইহাদের একটা স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। বৈরাগীরা কখনও ভেকাশ্রয়ের পূর্বে তাঁহারা কোন্ জাতীয় ছিল তাহা বলিবে না। এইরূপে তাঁহাদের পূর্বজীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির জলে বিসর্জন দিয়া তাঁহারা লোকচক্ষে শুদ্ধ হইয়াছিলেন।…

"নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল 'জাত নাশা'। তিনি সুবর্ণবণিক শিরোমণি সপ্তগ্রামের ধনকুবের সন্ন্যাসাবলম্বী উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন। অথচ সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

"তিনিই সমস্ত নিম্নজাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামীদের পূজা করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইতিপূর্বে যাহাদের বাড়ী পদার্পণ করা পাপ মনে করিতেন, বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাহাদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপূজা করিতে লাগিলেন। এই জন্যই তাঁহার নাম হইয়াছিল পতিতপাবন। ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যের রাজ-চক্রবর্তী চৈতন্য, তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন। কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেন নিত্যানন্দ। বৈষ্ণব-সমাজে সমস্ত নীচ জাতির প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহাদের সামাজিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন। এই জন্যই তাহাদের শ্রদ্ধায় নিত্যানন্দ চৈতন্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছেন।

"নিত্যানন্দ এই মহৎকার্য না করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিত"।[৫]

দীনেশচন্দ্রের এই উক্তি অনেকাংশে প্রামাণিক গ্রন্থ অপেক্ষা প্রচলিত মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত; তথাপি সমাজ-সংস্কারক নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব-সমাজ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে, এই উক্তি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বস্তুতঃ নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ সমাজের নিপীড়ন হইতে নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা করিবার জন্য সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারকরূপে অভিহিত করা অযৌক্তিক নহে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছেঃ

"বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণদের কঠোরতা ও ছুঁৎমার্গ নাই। কাজেই ইহার অপেক্ষাকৃত উদার ছায়ায় অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যানন্দকে তাঁহার ভক্তগণ পতিত-পাবন বলেন। তিনি স্বয়ং জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচরণ করিয়া সকলকে কোলে নিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু বাংলার প্রথম সমাজ-বৈপ্লবিক ছিলেন।[৬]

নির্ঘণ্ট পত্র

১। "শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র। এতেকে শংকর প্রিয় সর্বভক্তবৃন্দ॥"

"না মানে চৈন্যপথ বোলায় বৈষ্ণব। শিবের অমান্য করে ব্যর্থতার সব।"

চৈ, ভাঃ—৩।২

২। "পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শংকর। এই পাপে অনেকে যাইবে যমঘর॥" ঐ, ২।৩

৩। বৈষ্ণব-সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃঃ ২৭, ৬৩

৪। Ram Mohan Ray-Centenary Celebration—1933.

৫। বৃহৎ বঙ্গ—গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকর-বর্গ। পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭

৬। বৈষ্ণব-সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃঃ ২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীনিত্যানন্দের স্থান

অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট যে প্রেমভক্তি মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের প্রচারেই তাঁহার শেষ জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সেই জন্যই বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে একটি শ্লোকে অন্যান্য ভক্তদের সহিত শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দেরও স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতে নিত্যানন্দ ও অন্যান্যদের নিম্নোক্তরূপ স্থান নির্ণীত হইয়াছে—

যস্য কন্দো যতিমুকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্রিভুবনবিদিতঃ স্কন্দ এবাবধূত।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়বপুষঃ স্কন্দশাখাস্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবংযৎ ॥[১]

অর্থাৎ 'সন্ন্যাসী শিরোমণি মাধব নামক মুনীন্দ্র যাহার মূল, শ্রীলাদ্বৈত যাহার অংকুর, ভুবন-বিদিত অবধূত যাহার স্কন্দ অর্থাৎ কাণ্ড, যাহার কাণ্ডের শাখাস্বরূপ রসময় শরীর-বিশিষ্ট বক্রেশ্বরাদি ভক্তিযোগরূপ ফুল ও নিষ্কৈতব প্রেমফল বিস্তার করিয়াছেন (তাহাই শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষ)।'

কবিকর্ণপুরের উক্তির তাৎপর্য এই যে, মাধবেন্দ্রের ধর্মমতই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মূলভিত্তি এবং যাঁহাদের সহায়তায় ইহা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের স্থান সর্বোচ্চে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাক্যেও কর্ণপুরের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহার মতে শ্রীচৈতন্যমালাকার পৃথিবীতে যে ভক্তিকল্পতরু রোপণ করিয়াছেন, মাধবপুরী তাহার প্রথম অংকুর, ঈশ্বরপুরী পুষ্ট অংকুর; চৈতন্য মালা স্বয়ং স্কন্ধ; পরমানন্দ পুরী, কেশবভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দভারতী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দ পুরী, এই নয়জন এই বৃক্ষের নবমূল, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মূল বৃক্ষস্কন্ধের দুইটি শাখা স্কন্ধ; অন্যান্য শাখা-উপশাখা অগণিত।[২]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব মহাজনগণও তাঁহাদের পদাবলীতে নিত্যানন্দকে প্রেমভক্তি-দাতা, পতিতের ত্রাণকর্তা ও জগতের গুরুরূপে বন্দনা করিয়া তাঁহাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস ভণিতার নিত্যানন্দের মহিমাসূচক একটি পদের সারমর্ম এই যে, নিত্যানন্দমালী চৈতন্য-তরু রোপণ করিয়াছিলেন, ভক্তিজল সিঞ্চনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তরু নাম ও প্রেম নামক যে ফল প্রসব করে, নিত্যানন্দমালী সেই ফল জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন।[৩] রামানন্দদাস ভণিতার (কোন কোন গ্রন্থে নরোত্তম দাস ভণিতা) একটি পদে নিত্যানন্দকে প্রেমের হাটের রাজা ও শ্রীচৈতন্যকে ভাণ্ডারী বলা হইয়াছে। [৪]

প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিধর্ম রূপ বৃক্ষ রোপণান্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে যে সকল সুযোগ্য ভক্তের যত্নে সেই বৃক্ষের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সেই জন্যই তাহার নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যে উজ্জ্বল অক্ষরে বিরাজমান। বৈষ্ণবধর্মের প্রসারকল্পে নিত্যানন্দের যে অনন্যদান, তাহার মূল্য নির্ধারণ উদ্দেশ্যে বাংলার বৈষ্ণবভক্ত নিম্নোক্ত রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য যদি ভক্তি-কল্পতরু, নিত্যানন্দ তাহার স্কন্ধঃ তিনি যদি তরুর স্কন্ধ, তাহা হইলে নিত্যানন্দ শাখা-স্কন্ধ; শ্রীচৈতন্য নাম ও প্রেমফল প্রসবকারী তরু, নিত্যানন্দ সেই ফল বিতরণকারী মালী; শ্রীচৈতন্য প্রেমের হাটের ভাণ্ডারী, নিত্যানন্দ তাহার রাজা।

শ্রীচৈতন্য ভক্তভাব গ্রহণের পর হইতে নিত্যানন্দ, অপ্রকটের পূর্ব পর্যন্তই বাংলার বৈষ্ণবসমাজের সহিত জড়িত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র অনধিক পাঁচ বৎসর কাল তিনি পুরীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি বাংলায় ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মপ্রচারে তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিবৃত্ত, দর্শন ও সাধন-তত্ত্বের আলোচনায় নিত্যানন্দের ভূমিকার তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ সম্ভবপর হইবে, সেই উদ্দেশ্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও মাধবেন্দ্র পুরী

কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রকারান্তরে মাধবেন্দ্রের ধর্মমতকেই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের মূলভিত্তি স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌড়ীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব-ধর্মে তাঁহার প্রভাব অনস্বীকার্য। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য অদ্বৈত এবং শিষ্যের শিষ্য শ্রীচৈতন্য বাংলায় যে ধর্মের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তাহাই পরবর্তী সময়ে রূপ-সনাতনাদি বৃন্দাবন গোস্বামীদের মতবাদে পুষ্ট হইয়া একটি নূতন ধর্মরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। সেই ধর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত। বৃন্দাবন গোস্বামীদের অন্যতম শ্রীজীব তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় মাধবেন্দ্র পুরীকেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাধবেন্দ্রের পরিচয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ও ভক্তিধর্মের আদিসূত্রধার রূপে। তিনি মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রমে মূর্ছিত হন, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম দর্শনে চমৎকৃত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ তাঁহার তীর্থভ্রমণ সফল মনে করেন। এই কৃষ্ণপ্রেমিক মাধবেন্দ্রের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই।[৬] শ্রীকৃষ্ণভক্ত এই মাধবেন্দ্রপুরী যে নারায়ণোপাসক মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড়ীয়ভক্তদের গ্রন্থাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাদিতে শ্রীমন্মধ্বের বিশেষরূপে বন্দনা এবং আদি আচার্যরূপে স্বীকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।[৭] তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর নাম মধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীকায় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।[৮] শ্রীমন্মধ্বের সন্ন্যাস নাম আনন্দতীর্থ, তীর্থের শিষ্যতালিকায় পুরী-সংজ্ঞক সন্ন্যাসীর স্থানলাভের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।[৯] এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্য ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেও ঈশ্বরপুরীর শিষ্যতালিকায় তাঁহার নাম প্রচলিত দেখা যায়, কারণ তিনি শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু। অনুরূপ কারণেই মাধবেন্দ্রের নাম মধ্বতালিকাভুক্ত হওয়া অসঙ্গত নহে। কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার প্রমাণানুসারেও মাধবেন্দ্র পুরী আনন্দতীর্থের (মধ্বাচার্য) সম্প্রদায়ভুক্ত। কবিকর্ণপুরের তালিকায়, লক্ষ্মীপতি→মাধবেন্দ্র→ঈশ্বরপুরী→শ্রীচৈতন্য—শিষ্যপরম্পরার এইরূপ ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু উদীপি মঠে রক্ষিত মধ্বসম্প্রদায়ের নামের তালিকায় মাধবেন্দ্র তাঁহার গুরু ও শিষ্যসহ বাদ পড়িয়াছেন।[১০]

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান এই যে, উদীপি মঠে মঠাধীশদের নাম রহিয়াছে; লক্ষ্মীপতি প্রভৃতি মঠাধীশ ছিলেন না, সেইজন্যই মঠের তালিকায় তাঁহাদের নাম স্থান লাভ করে নাই।[১১] মাধবেন্দ্র সম্বন্ধে এই অনুমানও সঙ্গত যে তিনি তীর্থ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না, বলদেব ও কবিকর্ণপুরের তালিকায় মাধবেন্দ্র মধ্বসম্প্রদায়ের দীক্ষিত শিষ্যরূপেই স্থান পাইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাধবেন্দ্র-কৃত দুইটি শ্লোক সনাতন গোস্বামী পদাবলীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহার ধামের মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিরসের মধ্যে শৃঙ্গার বা মধুর রসই উৎকৃষ্ট।[১২] বৃন্দাবন গোস্বামীগণ তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মাধবেন্দ্রের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সঙ্গতরূপেই তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের মূল বলা হইয়া থাকে।

বাংলার বৈষ্ণবধর্মে মধ্বাচার্যের প্রভাব

কবিকর্ণপুর প্রভৃতি মাধবেন্দ্রকে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের মূল এবং বলদেব শ্রীমন্মধ্বকে আদি আচার্য স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে মধ্বাচার্যের কিরূপ প্রভাব তাহা বিচার্যবিষয়। কারণ, রূপ-সনাতনাদি বৃন্দাবন গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্যকেই বাংলার বৈষ্ণব-ধর্মের আদি আচার্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারাই দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তিতে সুগঠিত হইয়া বাংলার বৈষ্ণবধর্ম নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই বৃন্দাবন গোস্বামীগণ রস, দর্শন ও ভক্তিসিদ্ধান্তমূলক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থানুসারেই গৌড়ীয় নামক নূতন ধর্মের বিচারাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থাদির অনুসরণেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও প্রমেয় রত্নাবলী ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান প্রচলিত গৌড়ীয় ধর্মে বৃন্দাবন গোস্বামী-দের মতবাদই নিঃসন্দেহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন রূপ, যাহা বৃন্দাবন-গোস্বামীদের শাস্ত্র প্রচারের পূর্বে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে। এই গ্রন্থান্তর্গত তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সিদ্ধান্তাদিতে মধ্বমতের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী মধ্বমতেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই বাংলাদেশে মধ্বাচার্যের মতবাদ প্রচারিত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তাহা গৃহীত হইয়াছিল। বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রথম যুগে যে মধ্বাচার্যের মতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বৃন্দাবন দাসের মত-বাদের সহিত মধ্বমতের তুলনামূলক বিচারে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যাইতে পারে চৈতন্যভাগবতে বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক মতবাদ কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস বাংলায় প্রচলিত মতানুসারে ঈশ্বরের স্বরূপ ও জীবেশ্বরের সম্পর্ক সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণই পরদেবতা, কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠনায়ক বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। সুতরাং কখনও তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ, কখনও মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। পরদেবতার তত্ত্বানুযায়ী বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠ—তাঁহার এই উভয়বিধ ধামই স্বীকৃত। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও পরমানন্দময় (২।১৬।১২৮), সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, তিনি জীবের জনক।[১৩] জীব অসতন্ত্র (১।৭।৫৫), ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব ঈশ-জীবে প্রভু ও দাস সম্পর্ক। অজ, ভব, রমা প্রভৃতি দেব-দেবীগণও শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি কামনা করেন।[১৪] শ্রীগৌরাঙ্গও দাস্যভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত, সুতরাং দাস্য ভিন্ন অন্য বাসনা অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ গ্রহণের তুল্য।[১৫] শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জগৎপিতারূপে সম্বোধন করিতেন, কখনও রাধা জ্ঞানে তাঁহাকে প্রাণনাথ বা প্রভু বলিতেন—সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার দাস্যভাব।[১৬] সকলকেই তিনি এই দাস্যভাবে চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।[১৭]

সুতরাং দেখা যাইতেছে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে জীবেশ্বরের পৃথক তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্ম অথবা নারায়ণের সহিত জীবের অভেদ-তত্ত্ব স্বীকার করেন তিনি তাঁহাদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন, (১।১৬।১১), (১।১৪।৮৪-৮৫)।

সাধন বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতোদ্ধৃত নিম্নোক্ত তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য—

বিষ্ণুভক্তি সর্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীকৃষ্ণভজনে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। নাম ও যশকীর্তন ভক্তিসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার তাঁহার ঐশী-শক্তি মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করেন; অহর্নিশি দাস্যভাবে ভজনা করিলে ভগবদনুগ্রহে দেহাবসানে কর্ম-বন্ধনাশে জীবের মুক্তি হয় এবং এই মুক্তিতে বিষ্ণুপদে দাসত্ব লাভ হয়। দেবতা হিসাবে শিবকে অমান্য করা উচিত নয়, কিন্তু তাঁর স্থান বিষ্ণুর নিম্নে।

বৃন্দাবন গোস্বামীদের শাস্ত্রীয় মতবাদ বাংলাদেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে বাংলার এই দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীর সহিত মধ্বমতের ঐক্য লক্ষিত হয়। মধ্বাচার্যীয় মতবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতেই উপরোক্ত উক্তির সার্থকতাই প্রমাণিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্বাচার্যের দার্শনিক মত—

১। নারায়ণ-বিষ্ণু পরতত্ত্ব ; শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ; তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা।

২। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সর্বতোভাবে ভিন্ন পদার্থ, ঈশ্বর স্বতন্ত্র, জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র। ঈশ্বর জীব-জগতের নিয়ন্তা, তিনিই জগতের পিতা। জীবেশ্বরে দাস ও প্রভু সম্পর্কই স্বীকার্য।

৩। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দময়, বিভিন্ন রূপে তাঁহার বিভিন্ন অবতার গ্রহণ।

মধ্বমতের সাধন—

১। ভগবান বিষ্ণুর সাধনায় তাঁহার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। তাঁহার ঐশ্বর্য মহিমা গুণে তাঁহার প্রতি ভক্তের প্রেমোদয় হয়।

২। শাস্ত্রবিধি অনুসারেই ভগবদ্‌ভজন ও ভগবানের অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

৩। বিষ্ণুভজনে ভক্তির স্থান উচ্চে, কারণ ভক্তিতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ এবং তাহার ফলেই জীবের মুক্তি হয়। বিষ্ণুর নামকরণ, ভজন ও অংকন ইত্যাদি ভক্তি অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

৪। বিষ্ণুভক্তের শৈব-বিদ্বেষী হওয়া অনুচিত। শিবের স্থান অবশ্য বিষ্ণুর নিম্নে।

৫। ভক্তির সাধনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। জীবেশ্বরে ভেদ, জড়েশ্বরে ভেদ, জীবে ভেদ, জড়জীবে ভেদ, জড়ে ভেদ—এই ভেদ প্রপঞ্চের জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভ সম্ভব নহে ; কারণ এইরূপ জ্ঞানে বিষ্ণুভক্তি সুদৃঢ় হয়। [১৮]

এস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্বে, বাংলা দেশে জ্ঞানচর্চারও প্রচলন ছিল। এই সময়ে মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈতাচার্য বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কর্ণধার ছিলেন। তিনি যেমন কৃষ্ণভক্তি প্রচারে অগ্রণী ছিলেন, তেমনি জ্ঞান-ব্যাখ্যারও গুরু ছিলেন।

বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সহিত মধ্বাচার্যের মতবাদের এইরূপ ঐক্যের জন্যই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মধ্বশ্রেণীভুক্ত বলা হইয়া থাকে। [১৯] ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম ও সনক—এই চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। [২০]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভাচার্য-এই চারিজন যথাক্রমে চারি সম্প্রদায়ের দার্শনিক আচার্যরূপে প্রসিদ্ধ। এই বিভাগ অনুযায়ী বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রহ্মশ্রেণীভুক্ত।

মধ্বমতের সহিত গৌড়ীয় মতের প্রভেদ—

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণানুসারে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্মে মধ্বাচার্য দ্বারা প্রভাবিত মতবাদ প্রচলিত ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য শ্রদ্ধাভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন কখনও স্বীকার করেন নাই; সুতরাং তাঁহার প্রভাবে বাংলাদেশে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ অবধূত এই সময়েই বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া নাম ও ভক্তিধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ ও তীর্থ পর্যটনান্তর শ্রীচৈতন্য রূপ-সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহার নিজস্ব মতাদর্শে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই মতানুযায়ী তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সহিত মধ্বাচার্যের মতের কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। গৌড়ীয় ধর্মের সমর্থকদের মধ্যে অনেকেই মধ্বের কোন প্রভাব স্বীকার করেন না। এই বিষয়ে তাঁহাদের একটি যুক্তি এই যে, বলদেব যে মধ্বাচার্যকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য স্বীকার করিয়াছেন তাহার কারণ, তিনি পূর্বে মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পূর্ব আচার্যের আনুগত্য অস্বীকার করেন নাই; তাঁহাদের অন্য যুক্তি এই যে, উপাস্য দেবতার তত্ত্ব ও তাঁহার ধামের বিচারে উভয় মতের পার্থক্য, শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রহণে পার্থক্য, সাধ্য-সাধন তত্ত্বেও পার্থক্য—সুতরাং গৌড়ীয়ধর্মকে মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলা সঙ্গত নহে। এই মতের যুক্তিগুলিও সর্বাংশে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ পরবর্তী সময়ে রূপ-সনাতনাদি বৃন্দাবন গোস্বামীগণ যুক্তি ও বিচার বলে অনেক স্থলে মধ্বমতের পরিবর্তন ও সংশোধন সাধন করিয়াছেন। তাহার ফলে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পরবর্তী আলোচনায় গৌড়ীয় মতের সহিত মধ্ব মতের প্রধান প্রধান প্রভেদের বিচার করা যাইতেছে।

গৌড়ীয় গোস্বামীদের দার্শনিক মতের সহিত মধ্ব-মতের ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবেশ্বরের সম্পর্ক বিচারে পার্থক্য এই যে, গোস্বামীগণ বিষ্ণুর পরিবর্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং জীব ও জগতের সহিত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভেদাভেদ—এই তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন।[২১] গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান ; তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনন্ত শক্তিময়, তাঁহার শক্তির মধ্যে স্বরূপ-শক্তি, মায়া-শক্তি ও জীব-শক্তি প্রধান। গীতা ও পুরাণের প্রমাণ বলেই এই শক্তি-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, "বিষ্ণু" শক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি বিষ্যতে।[২২] অর্থাৎ বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে বিষ্ণুশক্তি নামে তাঁহার নিজ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিই শ্রেষ্ঠ (ইহাই স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি), তাঁহার অপর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা (ইহাই জীবশক্তি বা তটস্থা-শক্তি), অন্য শক্তির নাম অবিদ্যাকর্ম (ইহাই মায়াশক্তি)। শ্রীমদ্ভাগবদগীতাতে ভগবানের শক্তির এইরূপ উল্লেখ আছে— "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্॥ জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি জড় বলিয়া নিকৃষ্ট, কিন্তু তাঁহার অপর একটি শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে তাহার নাম জীব-প্রকৃতি, ইহা দ্বারাই সমুদয় জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।[২৩] সুতরাং শাস্ত্র-প্রমাণেই এই মতে জীব ও ঈশ্বরে শক্তি ও শক্তিমান সম্বন্ধ সংস্থাপিত। "জীব তত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণ তত্ত্ব শক্তিমান। গীতা বিষ্ণু পুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।১১৭)।"

'অংশোনানা ব্যাপদেশাৎ' এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে গৌড়ীয় আচার্যগণ ব্রহ্মের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ—এই দুই অংশ স্বীকার করিয়াছেন (বরাহপুরাণের প্রমাণানুযায়ী মধ্বও এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন)। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে অংশ ও অংশী সম্বন্ধ স্বীকার্য এবং স্বরূপতঃ না হইলেও সজাতীয়ত্ব ও অংশীত্ববশতঃ জীব ও ঈশ্বর অভিন্নতত্ত্ব। শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে এই তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন, "তয়ৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং যন্তত্ব।[২৪] সনাতন গোস্বামীও ব্রহ্ম-সাধর্ম্যবশতঃ জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন —এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তস্মাৎ পরব্রহ্মণোঽভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দ—ত্বাদি ব্রহ্মসাধর্ম্যবত্বাৎ"।[২৫] কিন্তু অন্য পক্ষে এই তত্ত্বও বিচার্য যে, ব্রহ্ম বিভু, চিৎ—জীব, অণু চিৎ ; ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা—জীব সৃষ্ট ; ব্রহ্ম মায়াতীত, মায়াধীশ—জীব মায়াবদ্ধ, মায়ার অধীন। সুতরাং ঈশজীবের অভিন্নতত্ত্ব গ্রহণও যুক্তিযুক্ত নহে। চৈতন্যচরিতামৃতকার সেইজন্যই অভেদ তত্ত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবাদকল্পে লিখিয়াছেন, "মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীব ঈশ্বরসহ কহত অভেদ॥ গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীব অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে॥" (২।৬।১৫৯-১৬০)। তাহা হইলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি হইতে পারে—চৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহাও অবগত হওয়া যায়ঃ "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ ২।২০) জীব ঈশ্বরের নিত্য-সংশ্লিষ্ট শক্তি, অন্যপক্ষে মায়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট মায়ার অধীন, সেইজন্যই জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। এই তটস্থা শক্তি ঈশ্বরের নিত্য-বিশেষণ স্বরূপ—সুতরাং তাঁহার অভিন্ন, এবং মায়া দ্বারা আবদ্ধ জীব মায়ার অনধীন ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, সেইজন্যই তটস্থা শক্তি জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্পর্ক। সনাতন গোস্বামী বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে এই ভেদাভেদ তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন। "অতস্তস্মাদভিনাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ" (২য় অঃ, ১৮৬) "অস্মিন হি ভেদাভেদাখ্যে সিদ্ধান্তেঽস্মাৎ সুসঙ্গতে" (২য়, ১৯৬) ইত্যাদি উক্তি এ বিষয়ের প্রমাণ। শ্রীজীব ও পরমাত্মসন্দর্ভে ভেদ ও অভেদ উভয় সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ভেদাভেদতত্ত্ব অচিন্ত্য। কারণ, জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ শুধুমাত্র অভিন্নতত্ত্ব নহে, ভিন্ন পদার্থও নহে। জীব ও ঈশ্বরের ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে অদ্বয় তত্ত্বের হানি হয়, অতএব জীবেশ্বরের অচিন্ত্য ভেদাভেদই স্বীকার্য। মধ্বমতে জীবেশ্বরে ঐকান্তিক ভেদ, কোন অবস্থাতেই তিনি অভেদ স্বীকার করেন নাই।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে বৈষ্ণবসম্প্রদায় জগৎকে ঈশ্বরের পরিণামরূপে স্বীকার করেন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা ও তিনিই উপাদান। কারণ তাঁহার মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি জগতের নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বরের স্বাংশ ও চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ পুরুষাবতার স্বীয় অঙ্গাভাসে মায়া শক্তির সহিত মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।[২৬] পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে জগৎ সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন, 'যয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং ভবতি সেয়ং ভগবতোঽচিন্ত্য স্বরূপশক্তের্মায়াখ্যাঃ শক্তিঃ"।[২৭] জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ তত্ত্ব তর্কের বিষয়, কিন্তু গৌড়ীয় আচার্য এই তত্ত্বকে তর্কের অবিষয় অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট, অতএব তাঁহার কার্য জগতের সহিত তাঁহার ভেদ ও অভেদ উভয়ই হইতে পারে, এই তত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের বিষয় নহে। শ্রীজীব গোস্বামী সর্বসম্বাদিনীতে এই বিচার দ্বারাই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। পৌরাণিক শৈব সম্প্রদায়, ভাস্কর ভেদাভেদ বাদী এবং গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল, পাতঞ্জলী, রামানুজ ও মধ্ব—ভেদবাদী, ইহাই শ্রীজীবের অভিমত। কিন্তু তিনি স্বয়ং অচিন্ত্য ভেদাভেদের পক্ষপাতী, সেইকারণেই গৌড়ীয় মত মধ্বাপেক্ষা স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই গৌড়ীয়দের একটি ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হয়। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তিনি (শ্রীচৈতন্য) মধ্বাচার্যের যে অত্যন্ত ভেদ সিদ্ধান্ত তাহাও অবলম্বন করেন নাই, আবার আচার্য শংকরের ন্যায় আত্যন্তিক অভেদ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি অভেদ ও ভেদ এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অসাধারণ সিদ্ধান্ত, এই গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত মধ্ব নহে, এবং ইহা নিম্বার্ক সিদ্ধান্ত নহে"। [২৮]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীমন্মধ্ব আত্যন্তিক ভেদবাদী। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের সম্পর্ক বিচারেই উভয়মতের প্রধান পার্থক্য। সাধন বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য এই যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় রাগমার্গের সাধক, মধ্ব সম্প্রদায় বৈধীমার্গের। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রাসাত্মিকা ভক্তি তাহার অনুগত ভক্তিই রাগানুগা, এই ভক্তি শাস্ত্রনির্দেশে পরিচালিত হয় না, অন্তরের অনুরাগে পরিচালিত হয়। এই মার্গের ভক্তদের ব্রজবাসীদের ভাবের অনুরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাব। যাঁহারা শাস্ত্র নির্দেশে ভজনা করেন তাঁহারা বৈধীমার্গ অনুসরণ করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্রজবাসীদের চতুর্বিধভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্বসম্প্রদায়ে দাস্য ভাব ভিন্ন অন্য কোনভাব অপ্রচলিত।

প্রয়োজন-তত্ত্বে উভয় মতের পার্থক্য এই যে, মধ্বাচার্য ভক্তিতে মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে এই ভক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, এই জ্ঞানও কর্মলভ্য। কর্মনির্ণয় প্রবন্ধে তিনি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন—কর্মের ফলে জ্ঞান, জ্ঞানের ফলে ভক্তি, ভক্তির ফলেই ভগবৎ প্রসন্নতালাভ হয়, তাহাতেই মুক্তি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভগবৎসাধনায় একমাত্র প্রেমভক্তিকেই প্রয়োজন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্মনিরপেক্ষ আনুকূল্যময়ী কৃষ্ণভজনই উত্তমাভক্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভক্তির অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি প্রেমোদয় হয়, প্রেমেই মুক্তি বা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—"জ্ঞানে কর্মে যোগে ধর্মে নহে কৃষ্ণবশ। কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস।"[২৯] সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে প্রেম প্রয়োজন-তত্ত্ব।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে যাঁহারা মধ্বান্তর্গত স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের যুক্তিও যে অসার নহে পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। গৌড়ীয় আচার্যগণ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণ বলেই তাঁহাদের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, স্থলবিশেষে মধ্বের বিরুদ্ধমতও গ্রহণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদি আচার্য শ্রীচৈতন্য—

রূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয় আচার্যগণ শ্রীচৈতন্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকেই আচার্যরূপে স্বীকার করিয়া একটি নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন। এই সংকল্পানুযায়ী তাঁহারা দর্শন, স্মৃতি, রস ও সিদ্ধান্তের গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও তাঁহাদের মতবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত আলোচনায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মধ্বমতের উপর ভিত্তি করিয়া যে বৈষ্ণবধর্ম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় প্রচলিত হইয়াছিল, বৃন্দাবন গোস্বামীদের দ্বারা সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়া তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন ধর্ম প্রবর্তনে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণ সমর্থন ছিল, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি রূপ ও সনাতনকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পুরাতনের সংস্কার শ্রীচৈতন্য প্রতিভার ন্যায় যুগান্তকারী প্রতিভার পক্ষেই সমীচীন। গোস্বামীদের শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইবার পূর্বে নিত্যানন্দ গৌড়ে এই সাধন ধারার প্রবর্তন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মের নব-যুগের সূচনা করেন। মহান্ অবধূত নিত্যানন্দ সর্বতোভাবেই শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যকেই এই নূতন ধর্মের প্রবর্তক ও নূতন সম্প্রদায়ের আদি আচার্য স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত।

রাগমার্গের সাধন ও রামানন্দ রায়ের প্রভাব—

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের স্থির সিদ্ধান্ত—রাগমার্গের প্রচারকল্পেই শ্রীচৈতন্যের মর্তভূমিতে অবতারণ। গোস্বামীদের অনুসরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাবের মূলকারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥" (১।৪।১৪-১৫)। রাগমার্গের সাধনই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে একমাত্র বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের সহিত এই সাধনপন্থার সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও সুস্পষ্ট।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে দুই বৎসর শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মাধ্যমে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের ধর্মমতের আদান-প্রদান হইয়াছিল সন্দেহ নাই। দক্ষিণদেশ ভক্তিধর্মের পীঠস্থানস্বরূপ। এই দেশভ্রমণে শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং যে সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় লাভ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত বিদ্যানগরের রাজকর্মচারী রামানন্দ রায়ের মতবাদে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।[৩০] উড়িষ্যানিবাসী ভবানন্দ রায়ের (পট্টনায়ক) পুত্র রামানন্দ রায় কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা ও পরম ভাগবত।[৩১] শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই তিনি জগন্নাথবল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সহিত রাগমার্গের তত্ত্বালোচনায় শ্রীচৈতন্য প্রীত হইয়াছিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামে দুই-খানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থও তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই ধারণা জন্মে যে, এই সময়ে তিনি উৎকর্ষমূলক ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সেই আদর্শেই বৈষ্ণবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রূপ-সনাতনাদি আচার্যগণ গ্রন্থ রচনা দ্বারা ও নিত্যানন্দ গৌড়ে রাগমার্গের প্রচার দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের এই নূতন ধর্মমতে রামানন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য।

গৌড়ে রাগমার্গের প্রচারে নিত্যানন্দ ও তাঁহার সম্প্রদায়—

গৌড়ীয় আচার্যদের ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থাদিতে রাগমার্গীয় সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে রাগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা। ১০৪ ॥
(পূর্ববিভাগ, সাধনভক্তিলহরী)

অর্থাৎ 'ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতাবশতঃ তৎপ্রতি যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।' এই রাগাত্মিকা ভক্তির দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের ভক্তি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, 'রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।' ব্রজবাসীদের ভক্তি রাগাত্মিকা, তাঁহাদের অনুগত ও তাঁহাদের ভাবে বিভাবিত সাধকদের ভক্তি রাগানুগা।[৩২] ব্রজবাসীদের চতুর্বিধ ভাবের যে কোনটি অবলম্বনে ভক্তির সাধনই রাগমার্গের সাধন, ইহাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধিমার্গে অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে ভজনে ব্রজেন্দ্র নন্দনকে লাভ করা সম্ভব নহে, ব্রজলোকের ভাবে রাগমার্গের ভজনেই ভাবযোগ্য দেহলাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।[৩৩]

ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ নিত্যানন্দ তাঁহার সখার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি ভক্তিধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।[৩৪] নীলাচল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি নীল-পীত বহুবিধ পট্টবাসে ও বিবিধ অলংকারে ব্রজসখার বেশও ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রজপরিকরদের মধ্যে বলরামের ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব। নিত্যানন্দেরও ছিল সেইভাব, সেইজন্য তিনি বলরামবেশেই সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের প্রতিও তাঁহার সখ্যভাব, উভয়কেই নিত্যানন্দ অভীষ্ট দেবতারূপে গণ্য করিতেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও নিত্যানন্দের বলরাম তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের গোষ্ঠলীলায় বহু সঙ্গীর মধ্যে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুভদ্র—প্রভৃতি দ্বাদশ গোপাল ছিলেন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সখা। নিত্যানন্দ দ্বাদশটি সখাকে সঙ্গী করিয়া গৌড়ের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করিতেন। সেই দ্বাদশসখারও ছিল সখ্যভাব ও ব্রজসখার বেশ। শ্রীদাম, সুদামাদি দ্বাদশগোপালরূপে তাঁহাদেরও তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছিল। রাগানুগাভক্তি অর্থাৎ ব্রজসখাদের আনুগত্যময়ী ভক্তি প্রচারের জন্যই ছিল নিত্যানন্দের এই অভিনব প্রচেষ্টা।

নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায়ও ব্রজসখার বেশে ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, 'নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা। শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥' (১।১১।২১) সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় ব্রজ-সখাদের ভাব-কান্তিতে বিভাবিত হওয়া প্রয়োজন। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থোক্ত শ্রীচৈতন্য মুখোদিত বাক্য হইতেও জানা যায় যে, নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায় ছিলেন ব্রজ-ক্রীড়ার সহায়স্বরূপ শ্রীদাম, সুদামাদি সখাবৃন্দের অনুরূপ, সেই সকল ব্রজ-গোপালের ন্যায় তাঁহাদের ভাব, কান্তি, শক্তি ও ভক্তি। ৩৫

রাগমার্গে সখ্যভাবে যেমন ব্রজ-সখাদের বেশে সজ্জিত ও তাঁহাদের ভাবে বিভাবিত হওয়া প্রয়োজন, অন্যান্য তিনটি ভাবের ভক্তদের পক্ষেও তদ্রূপ নিজস্ব বেশ ও ভাব অপরিহার্য। মধুর ভাবের সাধকদের বেশ ও ভাব সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী নিম্নোক্তরূপ নির্দেশ দিয়াছেন—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবা-পরাং তত্তদ্রূপালঙ্কার-ভূষিতাং॥ ১৪৯॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সাধনভক্তিলহরী)

শ্লোকার্থ ঃ—"সখীগণের সঙ্গিনীরূপে তাঁহাদের ন্যায় রূপলাবণ্যে ও তাঁহাদিগের উপযুক্ত বেশভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া আপনাকে একটি পরমাসুন্দরী গোপকুমারী-রূপে ভাবনা করিয়া সখীগণের আদেশানুরূপ কৃষ্ণ সেবাপরায়ণা হইবে।" মধুর-ভাবের সাধকদের প্রতি গোস্বামীপ্রভুর এই নির্দেশবাক্য হইতে নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের ব্রজসখার ভাব ও বেশে ভক্তিধর্ম প্রচারের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাগমার্গের সাধন

রাগমার্গের সাধনে গোস্বামীদের শাস্ত্র-নির্দেশানুযায়ী সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে বাহ্য ও অন্তর সাধন প্রয়োজন। ৩৬ সাধক দেহে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বাহ্য সাধন এবং নিজেকে ব্রজ-পরিকরদের অনুগত সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া রাত্রিদিন মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা অন্তর সাধন। ৩৭

শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের সাহায্যে বাহ্য সাধন পূর্ণ হইলেই সাধকের সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে, এই সময়েই অন্তর সাধনের প্রয়োজনীয়তা। তখন— 'নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হইয়া।' অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় সাধকের অভীপ্সিত শ্রীকৃষ্ণলীলার স্মরণ, আস্বাদন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাতেই নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ সিদ্ধ সাধক মুক্তিতে অর্থাৎ দেহাবসানে শ্রীকৃষ্ণধামে তাঁহার পার্ষদদেহ লাভ করেন।

বৃন্দাবন গোস্বামীগণ শাস্ত্রাদিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সাধ্যবস্তু, অতএব তিনি সম্বন্ধ-তত্ত্ব, তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন প্রেম ; সুতরাং প্রেম প্রয়োজন-তত্ত্ব, সাধন ভিন্ন সাধ্যবস্তু লাভ হয় না, ভক্তির সাধনই প্রেমলাভের সহায়ক এবং সাধ্যবস্তু লাভে প্রেমই প্রয়োজন, সেইজন্য ভক্তি অভিধেয় তত্ত্ব। বৈধীমার্গে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধনের নির্দেশ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাদের মধ্যে নয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে—শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনং ॥ (২।৯।২৮)। ইহাই হইল নববিধা ভক্তি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি ।। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" প্রেমলাভের জন্যই নাম-সাধনের প্রয়োজনীয়তা।

শাস্ত্রমতে হরি ভক্তি অতি দুর্লভ বস্তু। তন্ত্রশাস্ত্রকার বলিয়াছেন, 'জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্লভা।' অর্থাৎ জ্ঞানে মুক্তি সুলভ, এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকার্যে স্বর্গভোগ, কিন্তু সহস্রসাধনেও হরিভক্তি সুদুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং।' ভাগ্যক্রমে ভগবদনুগ্রহেই সাধকের ভক্তিলাভ হইয়া থাকে, ভক্তির সাধনে ভক্তি গাঢ় হইলেই তাহা প্রেমে পরিণত হয়। সেইজন্যই প্রেম আরও দুর্লভ। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের সাধনে সাধকের হৃদয়ে প্রেমোদয় হয় সেইজন্যই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে কীর্তনই রাগমার্গের বাহ্য সাধনে শ্রেষ্ঠ সাধন বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য আটটি শ্লোকে কীর্তনের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাই শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত। এই অষ্টকের সারমর্ম এই যে, ভক্তজীবনের মূল উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ, সেইজন্যই কীর্তনের অধিকারী হওয়া প্রথম প্রয়োজন। তৃণের ন্যায় নিরহংকারী, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, নিরভিমানী, মানদ হইতে পারিলেই কীর্তনের অধিকার লাভ হয়। নাম ও গুণ কীর্তনে চিত্ত নির্মল, সর্বানর্থের নাশ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমলাভের পথ প্রশস্ত হয়, কীর্তনের সাহায্যেই কৃষ্ণসেবা, প্রেমাস্বাদন ও বিশুদ্ধানন্দ লাভ হয়। এইভাবেই শিক্ষাশ্লোকে শ্রীচৈতন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তনের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ভক্তজীবনের প্রারম্ভে নবদ্বীপে এই ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসোত্তর জীবনে বাংলাদেশের বাহিরে ও বিভিন্ন স্থানে কীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সমর্থন ও প্রচারের ফলেই কীর্তন ধর্মসাধনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই কারণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস কীর্তনের প্রচার উদ্দেশ্যেই মর্তভূমিতে তাঁহার অবতরণ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, "কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সংকীর্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥ এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্ব সার। কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥"

নিত্যানন্দও সর্বপ্রথম নবদ্বীপ উপস্থিত হইয়া নবদ্বীপের ভক্তগোষ্ঠীর সহিত কীর্তনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, বহুভক্তের সহিত সংকীর্তন করিয়া নগর পরিক্রমা করিয়াছেন, প্রতি গৃহে ঘুরিয়া নামধর্ম প্রচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়াও তিনি নাম ও প্রেমধর্মের প্রচারেই আত্মনিয়োগ করেন। গৌড়ের প্রতি গ্রামে ভক্তগৃহে বলরাম-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সংকীর্তন যজ্ঞের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। এইভাবেই রাগমার্গের ভক্তি ও কীর্তনের প্রচার করিয়া তিনি গৌড়বাসীর বরেণ্য হইয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রেমভক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণবভক্ত ধন্য হইয়াছেন। সেই জন্যই পদকর্তা লিখিয়াছেন, 'আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী॥' লোচন দাস রাগমার্গের বাহ্য সাধনে নাম ও গুণকীর্তনই বিধেয়। তাহার ফলেই সাধক হৃদয়ে কৃষ্ণোপ্রেমোদয় হয়। এই অবস্থাতেই ব্রজবাসীদের অনুগত সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া সাধক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস স্মরণ ও মানস সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। লীলা কীর্তন ও অষ্টকালীন লীলা স্মরণে প্রেমরসাস্বাদন ও মানস-সেবা সাধিত হয়। এইরূপে অন্তরঙ্গ সাধনের পরিপক্কাবস্থায় প্রেম গাঢ় হইয়া ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবে পরিণত হয়। ইহাই ক্রমানুসারে প্রেমের উচ্চ স্তর। ব্রজ-পরিকরের বিভিন্ন ভাবানুযায়ী প্রেমস্তরেরও তারতম্য হইয়া থাকে। দাস্যভাবের সাধকের প্রেম রাগ পর্যন্ত, সখ্যভাবের প্রেম অনুরাগ ও ভাবপর্যন্ত, বাৎসল্যপ্রেম অনুরাগের শেষ সীমা এবং মধুরপ্রেম মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[৩৮] কীর্তন-বিলাসী, গোপাল-বেশধারী গোপাল-ভাবাপন্ন নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়ের প্রেম অনুরাগের প্রগাঢ়তায় পর্যবসিত হইয়াছিল।[৩৯] সেইজন্যই বৃন্দাবন দাস এই শিষ্যদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব। অশ্রু কম্প পুলক যতেক অনুরাগ॥' (৩।৫।৭১৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সিদ্ধ সাধকসম্প্রদায়ও নিত্যানন্দের সহিত ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন, "এই সর্বশাখা পূর্ণ পক্ব প্রেমফলে। যারে দেখে তারে দিয়া ভাসালো সকলে॥ অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল। প্রেমদিতে কৃষ্ণদিতে ধরে মহাবল॥" (১।১১।৫৮-৫৯)। এই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় গৌরবময় স্থানের অধিকারী।

নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের সহায়তায় গোস্বামীদের শাস্ত্রানুগ রাগমার্গের সাধনপদ্ধতির বিশেষরূপ প্রচার হইয়াছিল। তাঁহারা বৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই গোস্বামীদের শাস্ত্র গৌড়ে আনিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আনুগত্যে রাগমার্গের সাধন প্রচার করিয়াছিলেন।

রাগমার্গের সাধনে সখী বা কান্তভাব—

গৌড়ীয় শাস্ত্রাদিতে রাগানুগাসাধনেও ভাবানুযায়ী তারতম্য স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্রজবাসীদের দাস, সখা, পিত্রাদি ও প্রেয়সীর গণের মধ্যে শেষোক্তদের ভাবই শ্রেষ্ঠ। গোস্বামীদের আনুগত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, 'দাস্য,সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার বা মধুর—এই চতুর্বিধ ভাবের মধ্যে ভক্ত নিজের ভাবকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, সেইভাবেই কৃষ্ণ মাধুর্যাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মধুর ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪০] বৃন্দাবনের সখী বা গোপীগণের এই ভাব, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধার ভাব সর্বোত্তম। সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, শ্রীরাধিকা প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় অন্যান্য সহায়স্বরূপা, লীলাপুষ্টি সাধিকা এই সখীগণ রাধাকৃষ্ণ যুগলের সেবিকা। মধুর ভাবাপন্ন সখীগণ ভিন্ন এই যুগলের লীলা অন্যের অগোচর। সেইজন্যই অন্যভাবাপন্ন ভক্তদের পক্ষে এই লীলারসাস্বাদন অথবা যুগলের চরণ সেবা অধিকার লাভ সম্ভব নহে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ ও আস্বাদন এবং যুগল চরণের সেবালাভ মধুর ভাবাপন্ন ভক্তদের সাধ্য বস্তু।[৪১] সেইজন্যই সখীভাব বা ব্রজসখীদের আনুগত্যময়ী ভক্তির সাধন প্রয়োজন, ব্রজবাসীদের অন্যভাবের অর্থাৎ দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে যুগলচরণ-সেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ হয় না।[৪২] গোস্বামীদের শাস্ত্রাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারের পর সখীভাবে কৃষ্ণভজনের ধারাই বৈষ্ণবসমাজে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকাতে রাগের ভজন পথে একমাত্র সখীর আনুগত্যে ভজনেরই নির্দেশ দিয়াছেন।[৪৩] কিন্তু নিত্যানন্দ ও তাঁহার সম্প্রদায় সখীভাবের প্রচার করেন নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলচরণের সেবাপেক্ষা সখাদের সহিত ক্রীড়ারত কৃষ্ণসখার চরণের দাস্যই তাঁহাদের অধিক কাম্য ছিল। নিত্যানন্দের জীবিত সময়ে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে এই ধারারই বিশেষ প্রচলন ছিল। সেই জন্যই বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে মধুর ভাবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই।

গৌড়ীয় মতানুযায়ী শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব—

বৃন্দাবন গোস্বামীদের রসশাস্ত্রাদিতে মধুর রসের উৎকর্ষই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বহুকালের অপরিজ্ঞাত এই মধুর বা উন্নত-উজ্জ্বল রসের প্রচার শ্রীচৈতন্য অবতারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের মধুরভাব, সুতরাং তাঁহাদের আস্বাদিত রসও মধুর। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে কেবলমাত্র মধুর রসেরই বিচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থমতে—মধুর রসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজ-গোপীগণ তাঁহার বল্লভা; তাঁহার বহু বল্লভার মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্বোত্তমা। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত গুণ ও মাধুর্যের আকর, শ্রীরাধা অনন্ত গুণ ও মাধুর্যশালিনী; শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিণী। তত্ত্বতঃ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি; সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন। লীলা রসাস্বাদনের নিমিত্তই ব্রজলীলায় তাঁহাদের দ্বৈত সত্তায় আবির্ভাব। গৌড়ীয় গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মিলিতরূপে নবদ্বীপ লীলায় শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৪৪] তাঁহার এই আবির্ভাবের তাৎপর্যও গোস্বামীদের শাস্ত্রাদিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব গ্রহণের তিনটি উদ্দেশ্য। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা, তাঁহার আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মাধুরিমা এবং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যাস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখানুভূতি—এই তিন বস্তুর উপলব্ধির অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত।[৪৫] স্বয়ং রাধাভাবে প্রেমাস্বাদন করিয়া শ্রীচৈতন্য ভক্তদেরও কৃষ্ণপ্রেমরস বিতরণ করিয়াছেন।[৪৬] সেইজন্যই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে উজ্জ্বল রসের প্রাধান্য স্বীকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। মর্তভূমিতে শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিলতা রোপণ করিয়াছিলেন, মধুর প্রেমভক্তি তাহারই ফল। ব্রজবাসীদের বহুকাল পরে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় বৈষ্ণবগণ এই প্রেমভক্তিলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞ।[৪৭]

স্বরূপ ও রূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আকুল, কৃষ্ণ-বিরহে ক্লিষ্ট যে রাধাভাবময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা—রসরাজ ও মহাভাব—এই দুই একরূপেই নবদ্বীপ-লীলায় আবির্ভূত। এই গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী নিত্যানন্দ তদনুরূপ চৈতন্য লীলা আস্বাদন করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রজবালকদের সহিত বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণই সখ্যপ্রেম প্রচারকল্পে শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত। তাঁহার ধ্যানের প্রভু রসরাজ মহাভাবের সম্মিলিত মূর্তি নহেন, তিনি শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শ্রীহল মুষলধারী কৃষ্ণ-বলরামের মিলিত রূপ।[৪৮] শ্রীচৈতন্যের এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই তিনি সখ্যভাবে ভক্তি প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপ তত্ত্ব উপলব্ধির জন্যই নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ীয় গোস্বামীদের মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমভক্তি প্রচার কার্যকে কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের গ্রন্থে নিত্যনন্দ-প্রশস্তির বিশেষ অভাব বিস্ময়োদ্রেক করে।

বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সহিত শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব ও ভক্তিরসাস্বাদনে পার্থক্য থাকিলেও বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দের মহিমা যে কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নাই বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্তর্গত নিত্যানন্দের প্রশস্তি হইতে তাহার প্রমাণ মিলিবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণে রাগৈকময়ী ভক্তির প্রথম প্রচারক, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তির তিনিই ভাণ্ডারী। সমদর্শী অবধূত নিত্যানন্দ সকলকেই ভক্তি সাধনে অধিকার দান করিয়া তৎকালীন প্রতিকূল অবস্থাতেও বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি সাধনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। সেইজন্যই কবিকর্ণপুর তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যকল্পতরু স্কন্ধ বলিয়াছেন। গৌড়ীয় শাস্ত্রে ব্রজের চতুর্বিধভাবের তারতম্য বিচার করা হইয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অপরিবর্তনীয়। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বৈচিত্র্যতে প্রেমাস্বাদনের তারতম্য হইলেও তাঁহার 'অদ্বয়' তত্ত্বের কোন হানি হয় না। যে ভক্ত যেভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করুন, শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। সখাদের সহিত বিলাসবান যে কৃষ্ণ সখ্যভাবাপন্ন ভক্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেষ্ঠ, শ্রীরাধিকার সহিত লীলাবিলাসী সেই কৃষ্ণই মধুরভাবের ভক্তের স্মরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ লীলা সর্বক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য ও মাধুর্যময়, তাহার উপকর্ষ-অপকর্ষের বিচার অসঙ্গত।

নিত্যানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, গৌড়ীয় আচার্যগণও তাঁহারই ভজনোপায় তাঁহাদের গ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন। সাধ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় যে ভক্তির সাধন এবং কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন প্রেম, এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধের কোন স্থান নাই। গৌড়ীয় আচার্যগণের শাস্ত্রানুসারে পরবর্তী সময়ে যাঁহারা রাগানুগা সাধনপদ্ধতির প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাও নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দের স্থান স্পষ্টতই নির্ধারিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"নিতাই পদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥" (১১ নং প্রার্থনা)

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সখীর আনুগত্যে উৎকর্ষমূলক সাধনপদ্ধতির বহুল প্রচার হইলেও নিত্যানন্দের সখ্যরসাশ্রিত শিষ্য উপশিষ্যদের মধ্যে সখ্যভাবে সখার আনুগত্যমূলক ভজনের প্রচলন ছিল। গৌড়ীয় আচার্যদের শাস্ত্রাদি-প্রচারিত হইবার পরে, এইসকল গ্রন্থাদির আনুগত্যে নিজেদের মতের অনুকূলে এই সম্প্রদায় রস, দর্শন, সাধন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নিত্যানন্দের শিষ্য সুন্দরানন্দ বংশীয় নয়নানন্দ ঠাকুর প্রণীত শ্রীপ্রেয়োভক্তি রসার্ণব ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্বের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রেয়োভক্তি রসার্ণবে সখ্যভাবে সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা সাধনের নির্দেশ রহিয়াছে। এই মতে সাধকদেহে শ্রবণ, কীর্তন ও সিদ্ধদেহে মানসিক গোপদেহ লাভ করিয়া ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের যুগলচরণের সেবার্চনাই বিধি।[৪৭] লীলাবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ববিধ লীলার মধ্যে গোপবালকদের সহিত লীলাই সর্বাপেক্ষা মনোহর।[৫০] গোপীগণ রামকৃষ্ণের শ্বেত নীল মুখপদ্ম যাঁহারা নিত্য দর্শন করিয়া থাকেন সেই সখাদের ভাগ্যবানরূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং নিজেরা এই ভাগ্যে বঞ্চিত, সেইজন্য অনুশোচনা করিয়াছেন।[৫১] শ্রীকৃষ্ণের মিত্র হইবার জন্য, হেতুশূন্য কামনারহিত সখ্যপ্রেমের জন্য ব্রজবাসী স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই আগ্রহান্বিত, ব্যাসদেব কৃষ্ণমিত্র ব্রজবাসীদের ভাগ্যবান বলিয়াছেন;[৫২] রাসলীলার সময়েও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে সম্বোধন করিয়াছেন[৫৩] —এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ দ্বারা এই গ্রন্থে সখ্যভাবেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সখ্যরসকেই প্রেয়োরস বলা হয়; কারণ সখ্যরসই পরম রস শ্রীকৃষ্ণ যাহার বশীভূত; অন্যবিধ রস হইতে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, সুতরাং ইহাকে প্রেয়োরস বলা হইয়া থাকে।[৫৪] এইরূপেই নিত্যানন্দের পরবর্তী সময়ে সখ্যরসাশ্রিত শিষ্যসম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রন্থের সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং সখ্যরসাশ্রিত সাধনার ধারাটি বাংলার বৈষ্ণবসমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সহিত নিত্যানন্দ প্রচারিত ধর্মের সম্বন্ধ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তাঁহার স্থান নির্ণীত হইবে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব সময় পর্যন্ত—এই প্রথম যুগে তিনি নবদ্বীপবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, দ্বিতীয় যুগে, নীলাচল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রাগমার্গের ভক্তিভাবের সহিত গৌড়বাসীর পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। উচ্চ, নীচ, ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে প্রত্যেক গৌড়বাসী কৃষ্ণার্চনার অধিকার ও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি বৈষ্ণবসমাজের অতি প্রিয়পাত্র। "সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়। সবে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তিপদ পায়॥" ইহাই চৈতন্য ভাগবতোক্ত সার্থক নিত্যানন্দ-প্রশস্তি।

নির্ঘণ্টপত্র

১। প্রথম অংক—সূত্রধার বাক্য।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১।৯।

৩। গৌরপদ তরঙ্গিণী—১ম উচ্ছ্বাস, পদ নং ৩৬

৪। ঐ — তৃতীয় উচ্ছ্বাস, পৃঃ ৩৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। "এতদ্বৈষ্ণব বন্দনং সুখকরং সর্বার্থসিদ্ধি সিদ্ধিপ্রদং
শ্রীমন্মাধব সম্প্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিপ্রদং।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোগুণময়ং তদ্ভক্তবর্গানমু
শ্রীজীবেনৈব ময়া সমাপিতমিদং কৃত্বাতুপাদর্পিতম্॥"

শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদারের শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

৬। পদাবলীধৃত মাধবেন্দ্রপুরীর 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে' শ্লোকটি উদ্দেশ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি।—"এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ। কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ॥ পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর। সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর।" চৈঃ, চঃ—৩।৮।৩৫—৩৬।

৭। গোবিন্দভাষ্যের টীকায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্যকে বন্দনা করা হইয়াছে—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহজনাং কীর্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

৮। "শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম-দেবর্ষি—বাদরায়ণ এই সংজ্ঞাকান্। শ্রীমধ্বশ্রীপদ্মনাভ—শ্রীমান্নৃহরি মাধবান্॥ অক্ষোভ-জয়তীর্থ—শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র—জয়োধর্মান—ক্রমাদ বয়ম॥ পুরুষোত্তম—ব্রাহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো-লক্ষ্মীপতিং শ্রীমান মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যা-নন্দান্ জগৎগুরুন্। দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥"

৯। History of Bengal Vaisnavism—S. K. Dey—Ms. 12-13.

১০। উদীপী মঠে রক্ষিত তালিকা (মূল শাখা)—

১। মধ্ব (১০৪০ শক); ২। পদ্মনাভ (১১২০); ৩। নরহরি (১১২৭); ৪। মাধব (১১৩৬); ৫। অক্ষোভ্য (১১৫৯); ৬। জয়তীর্থ (১১৩৭); ৭। বিদ্যানিধি বা বিদ্যাধিরাজ (১১৯০; ৮। কবীন্দ্র (১২৫৫); ৯। বাগীশ (১২৬১); ১০। রামচন্দ্র (১২৬৯); ১১। বিদ্যানিধি (১২৯৮); ১২। রঘুনাথ (১৩৬৬); ১৩। রঘুবর্য (১৪২৪); ১৪। রঘুত্তম (১৪৭১); ১৫। বেদব্যাসতীর্থ (১৫৩৭)।

উদীপী মঠে রক্ষিত তালিকা (অন্য শাখা, অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত)—১। রাজেন্দ্র তীর্থ; ২। বিজয়ধ্বজ; ৩। পুরুষোত্তম; ৪। সুব্রহ্মণ্য; ৫। ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার তালিকা তুলনীয়—

১। মধ্বাচার্য ; ২। পদ্মনাভ ; ৩। নরহরি ; ৪। মাধব দ্বিজ ; ৫। অক্ষোভ ; ৬। জয়তীর্থ ; ৭। জ্ঞানসিন্ধু ; ৮। মহানিধি ; ৯। বিদ্যানিধি ; ১০। রাজেন্দ্র ; ১১। জয়ধর্ম ; ১২। ব্রাহ্মণ্য পুরুষোত্তম (নামটি অভিন্ন মনে হয় না) ; ১৩। ব্যাসতীর্থ ; ১৪। লক্ষ্মীপতি ; ১৫। মাধবেন্দ্র।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান নামক গ্রন্থ হইতে তালিকাগুলি উদ্ধৃত।

১১। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান।

১২। (ক) অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ! হে

মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং-দয়িত

ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥ (পদ্যাবলী ধৃত ৩৩৪ শ্লোক।)

(খ) শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেরমাদ্য এব পরোরসঃ॥ (৭৩ অংক ধৃত শ্লোক।)

১৩। চৈতন্যভাগবত—২।২।৩৮ ; ২।৮।২০৫ ; ৩।৩।৩৭

১৪। ঐ — ২।৮

১৫। "কোথায় রহিল সুখ অনন্ত শয়ান।

দাস্যভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন॥

কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।

দাস্য সুখে সব সুখ পাশরিল আর॥

* * *

হেন দাস্য যোগ ছাড়ি যেবা আর চাহে।

অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায়ে॥" (চৈঃ, ভাঃ—২।৮)

১৬। (ক) মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্বথা। প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র পাই যথা॥" ঐ ১।১৫

(খ) "জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।" ঐ ২।১

(গ) কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।" ঐ ১।১৫

(ঘ) "কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোন দিকে গেলা।" ঐ ২।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। "যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি॥" ঐ ২।১

১৮। ভাণ্ডারকরের **History of Vaisnavism, Saivaism and other minor Religious System** ও প্রজ্ঞানানন্দের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস অবলম্বনে মধ্বাচার্যের দার্শনিক মত ও সাধন তত্ত্বাদির আলোচনা করা হইয়াছে।

১৯। (ক) "......The Chaitanya sect of Bengal and Brindaban sprang from its (Madha's) influence ."

Modern Religious Movement of India.

—J. N. Farquihar. p.—292

(খ) সর্ব্ব জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গো লোকশিক্ষয়া।
পুরীশ্বরং গুরুং কৃত্বা স্বীচক্রে সম্প্রদায়কম্॥
কশ্চিন্মত বিশেষোঽপি নিরস্ত স্তত্ত্ববাদিনাম্।
শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবেন সম্প্রদায়স্য তেন কিম্॥
সম্প্রদায়ৈকদীক্ষাণাং মিথ কিঞ্চন্মতান্তরাৎ।
শাখাভেদা ভাবন্মাত্রং সম্প্রদায়ো ন ভিদ্যতে॥
রামানাদী যথা রামানুজীয়ান্তর্গতো ভবেৎ।
নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে চ হরিব্যাসাদয়ো যথা॥
গৌড়ীয়স্তত্ত্ববাদী চ তথা মাধ্বমতং গতৌ।
নহ্যত্র বাধকঃ কশ্চিৎ দৃশ্যতে তত্ত্ববিত্তমৌঃ॥
প্রমাণং ভারতঃ মাত্রং মাধ্বমতেঽনৃতঃ বচঃ।
যত্তেন ত্রিবিধং প্রোক্তঃ মুখ্যং শব্দ প্রমাণকং॥
শ্রীমন্নর্ত্তক গোপাল সেবা যেন প্রতিষ্ঠিতা।
ইষ্টত্বেন কথং তস্য নির্ণীতো দ্বারকাপতিঃ॥
নিশ্চিতো দ্বারকাধীশো যদ্যপি বা মতি কুতঃ।
যো নন্দ নন্দনঃ কৃষ্ণ স এব দ্বারকাপতিঃ॥
স্বরোপয়োর্দ্বয়োরৈকং কৃত্বমবিশেষতঃ॥
ভেদাভেদ মতঃ যচ্চাচিন্ত্যাখ্যং কীর্ত্ততে বুধৈঃ।
শ্রীচৈতন্য মতাভিজ্ঞৈঃ তচ্চ মধ্বমততোঙ্গিতম্॥"

শ্রীমদ্‌গৌরগোবিন্দানন্দ গোস্বামীকৃত ব্যবস্থাপত্র, হরিদাস দাস গোস্বামীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ—১১৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। তন্ত্রমতে কলিকালে বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীরুদ্র ব্রহ্ম সনকাঃ বৈষ্ণবা ক্ষিতি পাবনাঃ॥

পদ্মপুরাণ—গৌতমীয় তন্ত্র।

২১। জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ে গৌড়ীয় আচার্যগণ প্রকৃতই ভেদাভেদ-বাদী কিনা সে বিষয়ে ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ অভিমত উদ্ধৃত করা হইল—

মূলকথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের পূর্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা মধ্ব মতানুসারে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদমাত্রবাদী, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী নহেন। সর্ব সম্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ ব্রহ্ম ও জগতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ কেবল দ্বৈতবাদই সমর্থন করিয়াছেন, জীব ও ব্রহ্মের একজাতীয়ত্ব-রূপ যে অভেদ তাঁহারা বলিয়াছেন, উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভেদাভেদবাদী বলা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্যের মতেও ঐরূপ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতেও চেতনত্ব বা আত্ম-ত্বাদিরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে। কিন্তু ঐরূপ অভেদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কেহ জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদী বলে না কেন? ইহ প্রণিধানপূর্বক চিন্তা করা আবশ্যক।" গৌতমসূত্রে বা ন্যায় দর্শনও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ব্যাখ্যা, চতুর্থ খণ্ড—পৃঃ ৩৭০।

২২। বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৬১ ২৩। গীতা—৭।৫ ২৪। পৃঃ ৪১

২৫। বৃহদ্ ভাগবতামৃত—২।১৮৫, টীকা।

২৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—২।২০।২৭০-৭১।

২৭। শ্রীভাগবৎ সন্দর্ভ—৩য়, পৃঃ ২৭০।

২৮। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম—পৃঃ ১০৪।

২৯। চৈঃ, চঃ—১।১৭।৭৫।

৩০। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—কবিকর্ণপুর—৭ম অংক;

৩১। চৈতন্যচরিতামৃত—২।৮; ৩।৭।২৩-২৬

৩২। "রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে, তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে"॥ চৈ, চ—২।২২।১৪৭

৩৩। "রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন, সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজলোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥" চৈ, চ,—২।৮।২২৫-২৬

৩৪। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীচৈতন্যের উক্তি—
"নন্দ গোষ্ঠী রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলংকার আপন কৌতুকে॥ চৈ, ভা—২।২২।

৩৫। "যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেইভাব সেই কান্তি সেই সব শক্তি।
সর্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠি ভক্তি॥" চৈ, ভা,—৩।৭।

৩৬। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজ লোকানুসারতা"
ভক্তি রসামৃতসিন্ধু, সাধনভক্তি লহরী, ১১৯ শ্লোক।

৩৭। বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"
চৈ, চ,—২।২২।১৫৪-৫৫।

৩৮। শান্তরসে শান্ত রতি-প্রেম পর্যন্ত হয়।
দাস্যরতি-রাগ পর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়।
সখ্য বাৎসল্য-রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা॥"

* * *

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকাগণে॥ চৈ, চ,—২।২৩।৪৮-৫১

৩৯। "নিত্যানন্দ স্বরূপের পরিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরানন্দ মন॥
কারো কোন কর্ম নাই সংকীর্তন বিনে।
সবার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেত্র বংশী সিঙ্গা ছাঁদ—দাড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নূপুর সবার ॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণ ভাব।
অশ্রু কম্প পুলক যতেক অনুরাগ ॥" চৈ, ভা,—৩।৫।৭১৩-৭১৫

৪০। "দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারিভাবের চতুর্বিধ ভক্ত সে আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥" চৈ, চ,—১।৪।৪১-৪৩

৪১। "যুগল চরণ সেবা এই ধন মোরে দিবা
যুগলের মনের পিরীতি।" (শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।)
শ্রীনরোত্তম ঠাকুর।

৪২। "রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখীবিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥
চৈ, চ,—২।৮।২০৫-২০৯

৪৩। "রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত
লোকবেদ সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া
সেইভাবে জুড়াবে পরাণী ॥"

৪৪। "রাধাকৃষ্ণ—প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরসমা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ-ভেদং গতো তৌ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতনাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব দ্যুতি-সুবলিতং-নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপং ॥"

স্বরূপ গোস্বামী কৃতশ্লোক। চৈ, চ, ॥ ১।১।৫

৪৫। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

চৈ, চ,—১ ১।৬ (স্বরূপ গোস্বামী কৃত)।

৪৬। "রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥" চৈ, চ,—২।৮।২৮৪।

৪৭। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি—কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

চৈ, চ,—১।১।৪ (রূপগোস্বামী কৃত)।

৪৮। ব্যাসপূজার অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মিলিত মূর্তি দর্শন—
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥
শংখ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূষল ॥"
দেখিয়া মূর্ছিত হইল নিতাই বিহ্বল ॥" চৈ, ভা, ২।৫।৯২-৯৩।

৪৯। "সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজেতে বসিঞা।
সেবহ গোপালগণের অনুগত হৈঞা ॥
সখ্যে মুখ্য সখাগণ প্রধান প্রধান আশ্রিয়া।
ভজ রামকৃষ্ণ নিজ যুথকে লইঞা॥" প্রেমভক্তি রসার্ণব, পৃঃ—৯।

৫০। "শ্রীকৃষ্ণের অবতারে যেই সব লীলা।
সকল অদ্ভুত কৃষ্ণের যাহা যে করিলা॥
গোপাল সহিত তাহে যে লীলা করণ।
সর্বলীলা হৈতে সে মনোহর হন ॥ ঐ, পৃঃ—১০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫১। "ব্রজরাজসুত রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
বেণু রঞ্জিত মুখ সদা দেখে যেই॥
শ্বেতনীলপদ্ম মুখ সদা দেখে যারা।
ভাগ্যবান্ সেইজন কহে গোপীকারা॥" (ঐ পৃ—১০)।

৫২। "সখ্যের বাসনা ব্রজে দেখি এ সভার।
কি পুরুষ নারী কিবা ব্রজে জন্ম যার॥
হেতুশূন্য সখ্যপ্রেমে রহিত কামনা।
ব্রজবাসী সভাকার সখ্যেতে বাসনা॥
অতএব ব্যাসদেব করিলা বর্ণন।
ভাগ্যবান ব্রজবাসী এই নিরূপণ॥" (ঐ, পৃঃ—১০।

৫৩। "সখ্য উক্তি গোপীগণের রাসলীলা কালে।
অহে কৃষ্ণ সখা তুমি বলি সবে॥" (ঐ, পৃঃ—১০।)

৫৪। "সখ্যরস পরমরস কৃষ্ণপ্রিয় অতি।
সখ্যরসে কৃষ্ণচন্দ্র বশীভূত ইথি॥" (ঐ, পৃঃ—১০)।

৫৫। "অন্যরস হৈতে প্রিয় সখ্যরস জানি।
প্রিয় হইতে প্রিয়রস প্রেয়ান্ তেই মানি॥" (ঐ, পৃঃ—১০)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

গৌড়ীয় মতে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি-ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৭-৮।

ভগবদ্ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, যখনই পৃথিবীতে ধর্ম পরাভূত এবং অধর্ম প্রাদুর্ভূত হয়, তখনই তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; স্বধর্মপরায়ণদের রক্ষা, স্বধর্মভ্রষ্টদের বিনাশ ও যুগধর্ম প্রবর্তন উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই আবির্ভাব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই অবতারবাদে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে কলিযুগে যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শচীগর্ভে মর্ত্যধামে শ্রীচৈতন্যরূপে সপরিকরে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত সঙ্কর্ষণ—বলরাম, শিব, নারদ প্রভৃতি দেবতাগণেরও পার্ষদরূপে আবির্ভাব ; হরি নাম-সংকীর্তন তাঁহাদের দুষ্টবিনাশের অস্ত্রস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক তাঁহাদের এই মতের পরিপোষক। শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন জনকরাজাকে বলিয়াছিলেন যে, কলিযুগে যাঁহার মুখে সর্বদাই কৃষ্ণ এই বর্ণের উচ্চারণ, যাঁহার বর্ণ অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, অস্ত্রাদি পার্ষদদের সহিত সংকীর্তনাদি যজ্ঞদ্বারা সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অর্চনা করিয়া থাকেন (১)। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি সাঙ্গোপাঙ্গ ও হরিনামরূপ অস্ত্রসহ আবির্ভূত গৌরবর্ণ, কৃষ্ণনামধারী শ্রীচৈতন্যকে কলিযুগে সুবুদ্ধি ব্যক্তি অর্থাৎ ভাগবতগণ সংকীর্তন যজ্ঞ দ্বারাই অর্চনা করিয়া থাকেন।

এই অবতারে যিনি যে অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, গৌড়ীয় ভক্তগণের বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহাদের সেইরূপ তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্য—

'ষড়ৈশ্বর্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স্বয়ং।
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ পরতত্ত্বং পরমিহ" ॥[২]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং "সঙ্কর্ষণঃ কারণ—তোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশ কলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ" ॥[৩]

এইভাবে সংকর্ষণ—বলরাম তত্ত্বরূপে নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। এবং অদ্বৈত, শ্রীনিবাসাদি শ্রীচৈতন্য পার্ষদদের সকলেরই এইরূপ পূর্বলীলার তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাস তাঁহার প্রভুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, নৃসিংহ ও যজ্ঞসিংহ যেমন এক শ্রীকৃষ্ণেরই তত্ত্ব—নামেমাত্র প্রভেদ, সেইরূপ নিত্যানন্দ ও বলদেবও স্বরূপতঃ অভিন্ন, নামেই মাত্র পার্থক্য।[৪] ব্রজলীলায় যিনি বলরাম, এই অবতারে তিনিই নিত্যানন্দ।

পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থে বলরামের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণভ্রাতা বলরামই সংকর্ষণ।[৫] সংকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহরূপে জগৎ প্রপঞ্চের রচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। গোড়ীয় মতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় সৃষ্টিলীলাকার্যে সংকর্ষণের ভূমিকাটি অনুধাবন করা যাইবে।

গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহার চতুর্ব্যূহ মূর্তি—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। সুতরাং সংকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ। প্রত্যেক ধামেই শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ মূর্তি বর্তমান, দ্বারকায় তাঁহার যে চতুর্ব্যূহ তাহাই অন্য সকল চতুর্ব্যূহের অংশী। চতর্ব্যূহ সর্বত্রই শুদ্ধ-সত্ত্বময়, তুরীয় অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃতির সংসর্গশূন্য। এই চতুর্ব্যূহ হইতেই শ্রীকৃষ্ণের চব্বিশ বিলাসমূর্তির উদ্ভব। চতুর্ব্যূহের প্রথম ব্যূহ, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিলাস বাসুদেব, জ্ঞানশক্তি প্রধান ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা; দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছাশক্তি-প্রধান। এই তিনের শক্তি মিলিত হইয়াই জগৎ প্রপঞ্চের রচনা। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সৃষ্টি কার্য সংগঠিত। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সংকর্ষণের দ্বারাই বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামসমূহ প্রকাশিত; ইহাই তাঁহার অপ্রাকৃত সৃষ্টি। কিন্তু সংকর্ষণই মায়ার সাহায্যে প্রাকৃত জগতেরও সৃষ্টি করেন। জড়রূপা মায়া বা প্রকৃতি জগৎসৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না, মায়াতে সংকর্ষণের শক্তি সঞ্চারের ফলেই মায়ার সাহায্যে জগৎ সৃষ্ট। এই প্রাকৃত জগতের সৃষ্টিকল্পেই সংকর্ষণের পুরুষাবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। ব্যূহ—সংকর্ষণ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাঁহার দ্বারা অপ্রাকৃত সৃষ্টি সম্ভব নহে, সেই জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি পুরুষ-অবতার গ্রহণ করেন, ইহাই আদি অবতার। অতএব সংকর্ষণই আদি দেব।

মায়া ঈশ্বরের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এক শক্তি, ইহার দুই প্রকার ভেদ, মায়া বা প্রকৃতি ও প্রধান। মায়া নিমিত্ত কারণ এবং ত্রিগুণাত্মিকা; প্রধান-উপাদান কারণ। প্রথম পুরুষাবতারে কারণাব্ধি-শায়ী সংকর্ষণ সৃষ্টিকল্পে মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁহাকে ক্ষোভিত করিয়া জীবরূপ বীজ অর্পণ করেন, তাহার ফলে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব। মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার উদ্ভূত। সাত্ত্বিক, মানসিক ও তামসিক—এই অহঙ্কারত্রয় হইতে যথাক্রমে দেবতা, দশইন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সৃষ্টি। এইরূপেই বহু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। সংকর্ষণ ব্রহ্মাণ্ডগণের অন্তর্যামী। দ্বিতীয় পুরুষাবতারে তিনি এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্তিতে প্রবেশ করেন এবং নিজাঙ্গ স্বেদজলে অর্ধব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন। এই অবস্থায় তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং পদ্মনালে চৌদ্দ ভুবনের সৃষ্টি। গর্ভোদক-শায়ী নামে এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারে সংকর্ষণ ব্রহ্মাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অবতারের মধ্যে এই পুরুষাবতার দ্বারাই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন। দুগ্ধাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতারে বিষ্ণুর সাহায্যে জগতের পালন ও রক্ষণ। গোড়ীয় মতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের ইহাই সংক্ষিপ্তসার।[৬] এই সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, ইচ্ছাশক্তি প্রধান অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সংকর্ষণের সাহায্যেই ব্যক্ত হইয়া জগৎরূপে প্রতিভাসিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, সংকর্ষণ দ্বারাই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ।

ধরণীধর সহস্রশীর্ষা অনন্তদেবও বলরামের এক অবতার। ভাগবতে চিত্রকেতু-বাক্যে সংকর্ষণ-অনন্তদেবের তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার সংকর্ষণ স্তুতির মর্মার্থ এই যে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সংকর্ষণে পরমাণুবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইজন্যই তিনি অনন্ত, এই অনন্তদেব সহস্রশীর্ষা; তাঁহার একটি ফণায় ধৃত হইয়া এই ক্ষিতিমণ্ডল একটি সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।[৭] অনন্তদেবের মহিমা অসাধারণ, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার নিকট তাঁহার যশোগাথা গান করিয়া নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন—তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু; তিনি অনাদি, অনন্ত; তাঁহার অসাধারণ গুণ, অমিত বিক্রম ও অসাধারণ প্রভাব।[৮] এই অনন্তদেবের এক অপূর্ব স্বভাব তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিলাষী। মূর্তিভেদে দশরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পাদন করিয়া, তিনি 'শেষ' আখ্যালাভ করিয়াছেন।[৯] 'ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ এত মূর্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাইয়া শেষ নাম ধরে॥" চৈঃ, চঃ, ১৫॥

কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদনই অনন্ত সংকর্ষণের মূল অভিপ্রায়। বিবিধ সেবা-বিলাসে তাঁহার অভিপ্রায় চরিতার্থ। সৃষ্টাদিক লীলা কার্যে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তাতেও তাঁহার সেবা-কার্য্যেরই অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতেই তাঁহার সকল কার্য সংসাধিত, সুতরাং তিনিই সেবা বিগ্রহ, তিনিই সেবক-তত্ত্ব। সেইজন্যই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—"শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসংকর্ষণ, পঞ্চরূপ ধরে করে কৃষ্ণের সেবন। আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলাকার্য করে ধরি চারি কায়॥ সৃষ্টাদিতে সেবা তার আজ্ঞার পালন। শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥" চৈ, চ, ১৫॥

এই অবতারে সংকর্ষণ-বলরামের এই নিগূঢ় তত্ত্ব নিত্যানন্দেই আরোপিত। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে সংকর্ষণ-বলরাম ও পুরুষাবতার রূপে নিত্যানন্দের বন্দনা করা হইয়াছে।[১০] শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হইল—

১ম, ব্যূহ সংকর্ষণ—

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সংকর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ, যে স্থান মায়ার পারে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, ও সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, সেই বৈকুণ্ঠধামে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহমধ্যে যিনি দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণ-রূপে বিরাজমান, আমি সেই বলরামরূপী নিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি।'

২য়, প্রথম পুরুষাবতার আদিদেব—

মায়া-ভর্ত্তাজান্ত-সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ করণাম্ভোধি-মধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ, যিনি মায়ার প্রভু বা পতি অর্থাৎ মায়ার প্রতি দৃষ্টিকর্তা, যাঁহার দেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি কারণ সমুদ্র মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আদি দেব প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু যে বলরামের একটি অংশ, আমি সেই বলরামরূপী নিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩য়, গর্ভোদ শায়ী-রূপী দ্বিতীয় পুরুষাবতার—

'যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোক-সংঘাত-নালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকা-ধাম ধাতু—স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে॥'

অর্থাৎ 'যাঁহার নাভিপদ্ম লোক-সমূহের আশ্রয়স্থান এবং পিতামহ ব্রহ্মার জন্মস্থান, সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, আমি সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি।'

৪র্থ, দুগ্ধাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার—

'যস্যাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা-সোঽপ্যনন্ত স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে।'

অর্থাৎ, 'নিখিল জীবের অন্তর্যামী সমস্ত জগতের পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু যাঁহার অংশেরও অংশ এবং ধরণীধর শ্রীঅনন্তদেব যাঁহার কলা বা অংশের অংশ, আমি সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যাচন্দের শরণাগত হইতেছি।'

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তিনি ইচ্ছাশক্তিপ্রধান, তাঁহার ইচ্ছানুসারেই নিত্যানন্দের সকল কাজ। নিত্যানন্দের সাহায্যেই চৈতন্যদেবের সকল ইচ্ছা পূর্ণ—'নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।'

শ্রীচৈতন্যের অনুমোদিত প্রেমভক্তি প্রচার-কার্য এই লীলায় নিত্যানন্দ দ্বারাই সংসাধিত, ইহা ভিন্ন সৃষ্ট্যাদিক লীলায় অব্যক্ত-অনাদি শ্রীকৃষ্ণ যেমন ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সংকর্ষণ দ্বারাই ব্যক্ত, এই অবতারেও নিত্যানন্দ দ্বারাই শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব ব্যক্ত।

এই অবতারে নিত্যানন্দই সেবক-তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের প্রতি সেইজন্যই তাঁহার দাস অভিমান। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, "এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপের মন। চৈতন্য চন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ॥' (চৈ, ভা, ২।৫)। নিত্যানন্দ প্রভুজ্ঞানে শ্রীচৈতন্যকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ সেবা-কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, এইরূপে শ্রীচৈতন্যই নিত্য-সেব্যবস্তু তাহাই সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্য-তত্ত্ব-বেত্তা, আদিভক্ত, সেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দের কৃপা ভিন্ন তাঁহার সেবা-অধিকার লাভও সম্ভব নহে। 'নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়। যারে দেন অধিকার সেইজন পায়॥'—ইহাই বৃন্দাবন দাসের অভিমত।

ভাগবতশাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বলরাম ভাগবত-শাস্ত্রজ্ঞাতা ও ভাগবদ্ধর্ম ব্যাখ্যাতা। সহস্রমুখে সংকর্ষণ কৃষ্ণের যশ কীর্তন ও ধর্মব্যাখ্যা করেন।[১১]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতশাস্ত্রজ্ঞ বলরামের স্তুতি বা মহিমাকীর্তনে তাঁহার কৃপালাভ করিলেই অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর। দেবতাগণ এইরূপেই অবিদ্যাপাশছেদনে অভিলাষী। [১২]

নিত্যানন্দও ভাগবৎ শাস্ত্রাধিকারী। অবিদ্যাবিমোহিত জীবের জন্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া সর্বজীবের উদ্ধারকল্পেই অপরিমেয় মহিমাসম্পন্ন অনন্ত সংকর্ষণ, নিত্যানন্দ-রূপে আবির্ভূত। কলিযুগে জীবের অবিদ্যাবন্ধন মোচনের উপায় ভগবদ্ভক্তি ও নামকীর্তন, এই যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্যেই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। 'কৃপা-সিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম। অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দনাম।' জীবকে কৃপাপূর্বক ভক্তিদান কল্পেই তাঁহার অবতার গ্রহণ, সুতরাং তাঁহার ভজনাই ভক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। 'সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥'—বৃন্দাবনদাসের এই নির্দেশ গৌড়ীয়ভক্ত শিরোধার্য করিয়াছেন। তিনি ভক্তিসাগরের কর্ণধার এবং সংকীর্তন যজ্ঞের পুরোহিত, তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিলেই বৈষ্ণবগণের অভীষ্ট সিদ্ধি। বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তম ঠাকুর নিত্যানন্দের মহিমা প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—

"নিতাই পদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।" (শ্রীপ্রার্থনা)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ—এই ষড়ৈশ্বর্য বা ষড়্গুণসমন্বিত। তাঁহার কায়স্বরূপ ব্যূহগণ তাঁহার ঐ সকল গুণেরই অধিকারী, কিন্তু প্রত্যেকের দুইটি গুণবিশেষরূপে ব্যক্ত। বলদেব সংকর্ষণের বল ও জ্ঞান—এই গুণদ্বয় প্রধান। বলদ্বারা জগৎ সৃজন পালন ও ধ্বংস ইত্যাদি লীলা সংসাধিত হয়. সেইজন্যই তাঁহার অবতার গ্রহণ। [১৩] জ্ঞানে ভাগবদ্ধর্ম ব্যাখ্যাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তিনিই সাত্বত শাস্ত্রবেত্তা, সেই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাঁহাকে ঈশ্বর, জ্ঞানী ও যোগী বলা হইয়াছে। [১৪] এই অবতারে অবধূত নিত্যানন্দে এই তত্ত্বেরই প্রকাশ। প্রেমভক্তি ও সংকীর্তনাদি যুগধর্ম প্রচারে তাঁহার অবতার গ্রহণ এবং ভাগবদ্ধর্মাদির ব্যাখ্যায় তাঁহার জ্ঞানের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তিনি মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেশ্বর অবধূত। সেইজন্যই নিত্যানন্দকে বলা হয়—'আদিদেব, মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব'—তাঁহার মহিমা অন্তহীন।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, ঐশ্বর্য অপার। পূর্ণানন্দময় রস-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন অনন্তরস বৈচিত্র্যের আধার। রসাস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার বিচিত্র লীলা-বিলাস। অনন্তস্বরূপ ভগবান্ বিভিন্নরূপে লীলারসাস্বাদন করেন, সেইজন্যই তিনি লীলা পুরুষোত্তম। কখনও স্বয়ংরূপে, কখনও প্রকাশরূপে, কখনও-বা বিলাসরূপে তাঁহার এই লীলা। গোপবেশধারী শ্যামকান্তি শ্রীনন্দ-নন্দনরূপে ব্রজধামে তাঁহার স্বয়ংরূপ, এবং রজতকান্তি বলরাম তাঁহার প্রকাশ-রূপ, 'বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান' (চৈ, চ, ২।২০)॥ ব্রজের লীলা-মাধুর্য আস্বাদনের জন্যই এক কৃষ্ণের ভিন্নরূপে প্রকাশ। কায়ব্যূহরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস তাহাই প্রাভব বিলাস, সুতরাং 'প্রাভব-বিলাস বাসুদেব সংকর্ষণ। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্য চারিজন॥' কায়-ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায়। সৃষ্ট্যাদি লীলার নিমিত্ত কায়ব্যূহ-সংকর্ষণের পুরুষাবতার-রূপে অবতারণ। চৈতন্যচরিতামৃতকার অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সৃষ্টি হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে। সেই ঈশ্বর মূর্তি অবতার নাম ধরে॥ মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥" (২।২০।২৬১—২৬২)॥ বৈভব-প্রকাশ বলরাম এবং প্রাভব-বিলাস সংকর্ষণ এক মূর্তিরই ভিন্ন ভাব। 'বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে। একমূর্তি বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥' উভয়রূপেই বলরাম শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ ভেদ। সুতরাং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন-তত্ত্ব। 'সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়।' (চৈ, চ, ১।৫।৪-৫)॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপ-লীলায় শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য-রূপে আবির্ভূত এবং বলরাম নিত্যানন্দ-রূপে—'শ্রীচৈতন্য যেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।' সুতরাং শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ স্বরূপতঃ অভিন্ন—"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।" —গৌড়ীয় মতানুযায়ী ইহাই নিত্যানন্দের নিগূঢ়-তত্ত্ব।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ১১।৫।২৯

২। চৈতন্যচরিতামৃত—১।১।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। ঐ—১।১।৭

৪। 'নৃসিংহ যদুসিংহ যেন নাম ভেদ। এই মত জানি নিত্যানন্দ বলদেব॥' চৈ, ভা,—২।২

৫। কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করেন, সেইজন্যই তিনি সংকর্ষণ। (ভা,—১০।২।৮)

৬। চৈ, চ,—২।২০

৭। শ্রীমদ্ভাগবত—৫।২৫।২।

৮। ভাগবত—৫।২৫।৯—১৩।

৯। "নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকো
পধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ।"
শ্রীচৈতন্যভাগবত ধৃত শ্রীঅনন্ত সংহিতার ধরণী শেষ সংবাদ

১০। চৈ, চ,—১।৫।

২১। ভাগবত—৬।১৬।৪০-৪৩

১২। ঐ—৫।১৭।১৭-২৪; ৫।২৮।১-১৩; ৬।১৬।১৭—২৫; ৬।১৬।৩৪-৪৮।

১৩। Introduction to the Pancharatna Sombita (Ahirbudhna Sombita)—F. O. Schrader p 32-37.

১৪। ভাগবত—৬।১৬।৪০, ৪৩,৪৭; ১০।১৫।৩৫ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যানন্দ পরবর্তী যুগ ঃ শাখাসম্প্রদায়ের উদ্ভব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য—উভয়েই প্রভু আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের তিরোভাবের পরে তাঁহাদের শিষ্যদের দ্বারাই বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল। এই সকল বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে অনেকেই গ্রামে গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে প্রতিগ্রামে দেবালয় এবং প্রত্যেক দেবালয়ে সংকীর্তনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপেই অদ্বৈত্য-নিত্যানন্দের শিষ্য ও প্রশিষ্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তমদশক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিধর্মের বিশিষ্ট ধারাটি অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব কাল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। আনুমানিক ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধান। ইহার পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে অন্যূন ২৫।৩০ বৎসর পর্যন্ত বৈষ্ণব-সমাজে যাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহারা নিত্যানন্দেরই শিষ্য। বাংলার বৈষ্ণবসমাজের এই যুগটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপকরণের একান্ত অভাব। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই যুগের বিবরণ অল্পাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দের শিষ্য, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরাম ঠাকুর ও নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র তাঁহাদের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ। কিছুকাল পরে তাঁহার উপরেই বৈষ্ণবসমাজের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দের শাখানির্ণয়প্রসঙ্গে বীরভদ্রকে স্কন্ধ মহাশাখা বলা হইয়াছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বীরভদ্রের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশে নিত্যানন্দকে সংকর্ষণ এবং বীরভদ্রকে তাঁহার পয়োব্ধিশায়ী ব্যূহরূপে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-তত্ত্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বীরভদ্রের মহিমা বর্ণনাপ্রসঙ্গেও ঐরূপ তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি উদ্ধৃত হইল—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্মাতীত হৈয়া বেদধর্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তেহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ।
যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥ (১।১১।৯-১২)

অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ—বাংলার বৈষ্ণবসমাজের এই প্রভুদ্বয়ের কৃপায় স্ত্রীলোকও ধর্মাচরণে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী ও নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী দীক্ষাদানের সুযোগলাভ করিয়া গুরুরূপে মান্য হইয়াছিলেন। জাহ্নবা দেবীর এক শিষ্যের নাম রামচন্দ্র। তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তপরিকরদের অন্যতম বংশীবদনের পৌত্র ও শ্রীচৈতন্য দাসের পুত্র। তিনি অম্বিকা নগরের নিকটবর্তী এক বনভূমিতে বাসস্থান স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থান বাঘ্‌নাপাড়া নামে খ্যাত। শ্রীরামচন্দ্র বা রামাই বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াই গৌড়ীয় ধর্মের দর্শন, সিদ্ধান্ত ও স্মৃতি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। বৃন্দাবন গোস্বামীদের অনুমোদিত সিদ্ধান্তাদি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই বাংলাদেশে অল্প-বিস্তর প্রচার লাভ করে, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর সপ্ত বা অষ্টদশকে তাঁহাদের শাস্ত্র-গ্রন্থাদির ও সাধন-ভজনাদর্শের যথোচিত প্রচার হইয়াছিল। এই প্রচারের জন্য দুইজন বৈষ্ণবাচার্যের নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন রাজসাহী জিলার গড়েরহাট পরগণার জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এবং অপরজন চাখন্দির গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য। নরোত্তম ও শ্রীনিবাস বৃন্দাবনেই গোস্বামীদের নিকট দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরোত্তমের গুরু লোকনাথ গোস্বামী। শ্রীনিবাসাচার্য ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের শিষ্য। তাঁহাদের সমসাময়িক আর একজন আচার্য শ্যামানন্দ। তিনি অম্বিকা নগরের হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য, কিন্তু তিনিও বৃন্দাবনে গোস্বামীদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে বৃন্দাবন গোস্বামীদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলায় আনয়নের দায়িত্ব শ্রীনিবাসের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর এই শাস্ত্রগ্রন্থ অপহরণের দায়ে দায়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস গ্রন্থোদ্ধারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এমন কি, বনবিষ্ণুপুরের রাজাকে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিতও করেন। স্বকার্যসাধনপূর্বক শ্রীনিবাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। নরোত্তম ঠাকুর পূর্বেই বাংলায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় গমন করেন।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রচেষ্টায় বাংলার বৈষ্ণবধর্মে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। খেতুরীতে ছয় বিগ্রহমূর্তির প্রতিষ্ঠা নরোত্তমের এক বিশেষ কীর্তি। এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন শ্রীনিবাসাচার্য। বাংলার বৈষ্ণবভক্ত ও বিখ্যাত কীর্তনীয়াদের সমাগমে এই উৎসব যেরূপে মহোৎসবে পরিণত হইয়াছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার সালংকার বর্ণনা আছে। নরোত্তম ঠাকুর কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পঞ্চ-চন্দ্রিকাতে বৃন্দাবনগোস্বামীদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বৃন্দাবন গোস্বামীদের শিষ্যদ্বয়—নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পরে বাংলার বৈষ্ণবসমাজে নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি রূপিণী শ্রীরাধিকার প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং রাগমার্গে মধুরভাবে ভজনের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। ইহার পূর্ববর্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবই প্রচলিত ছিল। নিত্যানন্দের প্রচারিত রাগমার্গের সখ্যরসাত্মক সাধন ধারা পূর্বোক্ত আচার্যদ্বয় অঙ্গীকার করেন নাই। নরোত্তমের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতে,' উজ্জ্বলরসাশ্রয়ে সখীর অনুগত সাধনকেই একমাত্র রাগমার্গের সাধনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারই ফলে এ যুগে মধুরভাব প্রাধান্য লাভ করে।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুর নিম্নোক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত
লোকবেদ সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া
সেইভাবে জুড়াবে পরাণী॥

* * * * *

মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম
যুগল-বিলাস স্মৃতিসার।
সাধ্য সাধন এই ইহা পর আর নাই
এই তত্ত্ব সর্ববিধি সার॥" [প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা]

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল লীলাই সর্বতত্ত্বসার; রাগমার্গে সখীর আনুগত্যে উজ্জ্বল বা মধুরভাবে রাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলা স্মরণ ও সেবা চিন্তাই চরম সাধ্যবস্তু—রাগের পথে এইভাবে যুগলের সাধনাতেই বৈষ্ণবসাধকের সিদ্ধিলাভ। নরোত্তম ও শ্রীনিবাস এই বিশিষ্ট তত্ত্ব ও ভজনপদ্ধতির প্রচার দ্বারাই বৈষ্ণব-সমাজে নবযুগ আনয়নে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেইজন্যই এই দুই আচার্য বাংলার বৈষ্ণবসমাজে উচ্চস্থান লাভের অধিকারী।

নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের শিষ্য-সংখ্যা অগণিত। গৌড়বাসী দলে দলে তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের আর এক কীর্তি কীর্তন-আঙ্গিকের উন্নতি বিধান। বৃন্দাবনদাস কীর্তনের জনকরূপে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন; বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ এই কীর্তনের আঙ্গিকের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এই আচার্যদ্বয়ের সহায়তায়। উচ্চাঙ্গের কীর্তন সৃষ্টির ইতিহাসের সহিত নরোত্তমের নাম বিশেষরূপে জড়িত। তাঁহার প্রবর্তিত একটি ধারা গড়েরহাটি নামে পরিচিত। বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধন-ভজনে কীর্তনের একটি বিশিষ্ট স্থান বরাবরই ছিল। এই যুগে পদাবলীসাহিত্যও বিশেষরূপে সমৃদ্ধিলাভ করে। এই আচার্য-দ্বয়ও অনেক পদ রচনা করেন।

ভজনাদর্শে নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিত প্রভেদ থাকিলেও বীরভদ্র ও জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল, উভয়কেই তাঁহারা মান্য করিতেন। জাহ্নবাদেবী মধুরভাবেরই সমর্থক ছিলেন জানা যায়।

বৃন্দাবন গোস্বামীগণ এবং তাঁহাদের সাধনাদর্শের ধারক, বাহক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারক এই আচার্যদ্বয় বিশেষ ধরণের তন্ত্রাচার ও যৌগিক প্রক্রিয়াকে শুদ্ধাভক্তি ধর্ম হইতে দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব-ধর্ম হইতে যোগপদ্ধতি ও তন্ত্রাচারের দূরত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বের সহিত তন্ত্রানুমোদিত দেহতত্ত্বাদির সংমিশ্রণে দুইটি বিশিষ্ট শাখাসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ভক্তিভাবমূলক বৈষ্ণবধর্মে সহজিয়া তান্ত্রিকাচার ও যোগপদ্ধতির সংমিশ্রণ লাভের কারণটি বিশেষরূপ অনুসন্ধানযোগ্য। এই বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে, বীরভদ্রের আশ্রিত বৌদ্ধ নেড়ানেড়িগণই এই বিষয়ে কিছু পরিমাণে দায়ী। বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নেড়ানেড়িগণ বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের পতনের যুগে ব্যভিচার-দুষ্ট হইয়া কলংকময় জীবন যাপন করিতেছিলেন, বীরভদ্র তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া ভেক প্রথার সাহায্যে তাঁহাদের বিবাহের সুযোগ দান করেন।[১] বীরভদ্রের প্রচেষ্টার আন্তরিকতায় সন্দেহ নাই, নেড়া-নেড়িদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্যই তিনি তাঁহাদের বৈষ্ণবসমাজে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উচ্চাঙ্গের ভক্তিভাবমূলক এই বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত তন্ত্রাচার ও সাধন সঙ্গিনীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া যে শাখা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ইঁহাদের প্রভাব কার্যকর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেম-তত্ত্বের সহিত যোগতত্ত্বের সংমিশ্রণে আরও একটি শাখাসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে অবধূত নিত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের প্রভাব স্বীকার্য। এই সম্প্রদায় দুইটির তত্ত্ব ও সাধনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই পূর্ব-উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বাদির উপর ভিত্তি করিয়া যে দুইটি প্রধান শাখা-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি বৈষ্ণব-সহজিয়া ও অপরটি বাউল। নিম্নোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইবে যে, রাগমার্গে ব্রজসখীর আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল ভজনের যে ধারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব-সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

গৌড়ীয় মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা নিত্য; ব্রজলীলায় তিনি নরবপু ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ আদি সর্বপ্রকার অবতারের মধ্যে নরলীলার অনুরূপ দ্বিভুজ ও মুরলীধর কিশোর ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপই সর্বোত্তম।[২] সহজিয়াদের মতেও ঈশ্বরলীলা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের মতে এই লীলাই জগতে প্রচারিত।[৩] গঙ্গার ধারার ন্যায় রাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রবহমান, এই লীলা আদি-অন্তহীন।[৪]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, মৃগমদ ও তার গন্ধ যেমন অবিচ্ছিন্ন শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী ও তদ্রূপ অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্নতত্ত্ব।[৫] গৌড়ীয়দের এই তত্ত্বও বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রসাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দুই মূর্তি।[৬] এক অঙ্গে তিনি পুরুষ, অন্য অঙ্গে প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণ ও রাধিকার সম্মিলিত রূপ।[৭] দ্বৈতভাব ভিন্ন রসাস্বাদন সম্ভব হয় না, সেইজন্যই, স-ইচ্ছানুসারে রসাস্বাদনের অনুরূপ রূপাবেশ ও রসময় তনুর সাহায্যে তিনি লীলারসাস্বাদন করেন।[৮] শ্রীরাধিকার এই তত্ত্ব নির্ণয়ে গৌড়ীয় মতেরই প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

রাগমার্গে ব্রজভাব ভিন্ন শ্রীনন্দনকে লাভ করা যায় না। সেকথা বৈষ্ণব-সহজিয়াগণও স্বীকার করেন। চণ্ডীদাস ভণিতায় পদে এইমতের সমর্থন পাওয়া যায়।[৯] এই ভজনের জন্যও সখীভাব অবলম্বন প্রয়োজন। গৌড়ীয়মতের কান্তাভাবে সখীর অনুগত যে ভজন, সহজিয়া মতে তাহার জন্যই প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। তাঁহাদের মতে সখীরূপে ভাবনা করিলেই সখীভাবের উদ্বোধন সম্ভব নহে। প্রত্যেক মানুষেই প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুই রূপের সমন্বয় রহিয়াছে, কিন্তু পুরুষ সাধকের প্রকৃতি ভাবের উদ্বোধন করিতে হইলে প্রথমে প্রকৃতি সংসর্গে প্রকৃতি তত্ত্ব অবগত হওয়া প্রয়োজন। সখী প্রকৃতিস্বরূপা, সুতরাং প্রকৃতির সাহচর্যেই সখীভাবের উপলব্ধি বা সখী-স্বরূপতা লাভ সম্ভব। সেইজন্যই সহজিয়া গ্রন্থাদিতে 'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে,' 'আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে'—ইত্যাদিরূপ নির্দেশ রহিয়াছে।[১০]

প্রকৃতির আশ্রয়ে অর্থাৎ স্ত্রী-সাধনসঙ্গিনীর সাহচর্যে প্রকৃতি-স্বরূপ উপলব্ধি সহজিয়া সাধনের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি বা সাধন-সঙ্গিনী সাধকের গুরুস্বরূপিণী। চণ্ডীদাস ভণিতার পদে রজকিনী সাধন-সঙ্গিনীর আশ্রয়ে তত্ত্বশিক্ষার উল্লেখ আছে। প্রকৃতির কৃপা প্রাপ্ত হইলে দুই মন এক হয়, তখনই রূপে মিশা যায় অর্থাৎ স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।[১১] এইজন্য প্রকৃতি আশ্রয়ের এই সাধনকে স্বরূপ সাধনও বলা হয়। স্বরূপ উপলব্ধির পরে পুরুষ-অভিমানের লোপ হয়।

গৌড়ীয়মতে ব্রজ-গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি যে প্রেম তাহা পরকীয়া। সহজিয়াদের মতেও ব্রজসখীদের ভাব পরকীয়া, সেইজন্যই তাঁরা বলেন, "যুগধর্ম পরকীয়া দ্বাপরে জানিবে," "ব্রজের মাধুর্য রস পরকীয়া হয়"—অতএব 'নন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দন করয়ে ভজন উপপতি ভাব লয়া'। সহজিয়াগণ যুগলভজনে ব্রজসখীদের পরকীয়া প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্যও তাঁহাদের পরস্ত্রী সাধন-সঙ্গিনী প্রয়োজন। পরস্ত্রীর সাহচর্যে সাধনকেই পরকীয়া বা নায়িকা সাধন বলা হয়। এই সাধনের বাহ্য ও মর্ম ভেদে দুইটি স্তর। বাহ্য সাধন নায়িকার সঙ্গে এবং মর্ম বা অন্তরঙ্গ সাধন বাণের তরঙ্গে।[১২]

এই সাধনের তাৎপর্য এই যে, ইহার দ্বারা কামতত্ত্ব বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়[১৩] এবং প্রেমতত্ত্বেরও উপলব্ধি হয়।[১৪] সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন পরকীয়া সাধনেই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজিয়া সাধক ইহার তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মৌমাছি নানা ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাক সৃষ্টি করে, যে পুষ্প হইতে মধু আহরিত হয়, তাহাতে আর উহার প্রয়োজন থাকে না। তদ্রূপ প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির পরে সঙ্গিনীরও আর প্রয়োজন থাকে না।[১৫] মোটের উপর তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই সহজিয়াদের পরকীয়া সাধন অর্থাৎ সাধন-সঙ্গিনীর সহিত সাধনের প্রয়োজনীয়তা। স্বরূপতত্ত্ব, কাম ও প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদিরূপ তত্ত্বোপলব্ধিতে পরকীয়াসাধন সমাপ্ত।

সহজিয়াদের সাধনের তিনটি স্তর—প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ। প্রতিটি স্তরের সাধনবৈশিষ্ট্য আশ্রয়-তত্ত্বানুসারে স্বতন্ত্র। আশ্রয় পাঁচ প্রকার। সাধনার কোন্ স্তরে কি আশ্রয় সহজিয়াদের রচনা হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহারা বলেন, "প্রবর্তের নামাশ্রয় শান্তাশ্রয় হয়। সাধকের ভাবাশ্রয় জানিহ নিশ্চয়। সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর॥" বিভিন্ন আশ্রয়ের বিভিন্ন প্রাপ্তি। প্রবর্ত স্তরে শ্রীগুরুচরণ প্রাপ্তি, সাধক স্তরে সখীভাব এবং সিদ্ধ স্তরে ব্রজপুরে যুগলের সেবা প্রাপ্তি।[১৬]

সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন অর্থাৎ সহজ ধর্মের সাধন যোগপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাধন বাহ্য ও অন্তরভেদে দ্বিবিধ। সহজিয়া গ্রন্থে নির্দেশিত দেহমধ্যস্থ নাড়ী ও পদ্মের সংস্থান তন্ত্রানুমোদিত। যোগ-সাধনায় দেহস্থিত নাড়ী ও পদ্মের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই সহজিয়াগণ বলেন—সাধনের পূর্বে নিজেকে জানিতে হইবে। কারণ—'ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।' দেহমধ্যস্থিত কল্পিত মধ্য নাড়ী অবলম্বনে সরোবরের পদ্মগুলি অতিক্রম করাই মূল সাধন। এই সম্বন্ধে সহজ-সাধক চণ্ডীদাস বলেন—"প্রবর্ত সাধক হৃদ্-নাভি পদ্মের আশ্রয়। সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥ রতিস্থির প্রেম অষ্টদলে। সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে"।[১৭]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ-মধ্যস্থ নাড়ীর আশ্রয়ে যৌগিক-প্রক্রিয়াতে সহজাবস্থালাভ হয়, তাহাই জীয়ন্তে মরা অবস্থা। এই সাধন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্যই সহজিয়াগণ বলেন, জিয়ন্তে যারা মরিতে পারে তাহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ।[১৮] অন্তর বা মূল সাধনে সহস্রারে সহজানন্দ লাভ হয়। ইহাকেই সহজিয়াগণ ব্রজপুরে যুগলের সেবানন্দ রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া কিরূপে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে এবং উভয় ধর্মের সাধনতত্ত্বে কি পার্থক্য তাহা উপলব্ধি হইবে। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের পরকীয়া-সাধন রূপ তান্ত্রিকাচারটিতে পূর্বোক্ত বৌদ্ধ নেড়ানেড়িদের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব-সহজিয়াদের প্রেম-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা বৈষ্ণব-সহজিয়াদের গ্রন্থাদিতে প্রাকৃত প্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ ধারণা অমূলক। বৃন্দাবনের প্রেমলীলার নায়ক নর-রূপী ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌড়ীয়দের মতে নারায়ণ-আদি দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অনুসরণে সহজিয়াদেরও সিদ্ধান্ত—নরমানুষের অর্থাৎ নরবপু ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাই সর্বোত্তম; নারায়ণ-আদি দেবতার লীলায় ঐশ্বর্যভাবের প্রাধান্য, প্রাকৃত নরলীলাই মাধুর্যের সার;[১৯] মানুষ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রেমলীলাই জগতে প্রচারিত, জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রেম পিরিতি রসে কেলি করেন।[২০] এই মানুষেরই জয়গান সহজিয়া-সাহিত্যে প্রচারিত। এই জয়গান যদিও মর্তের সাধারণ মানুষের নহে, যিনি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই নরলীলা কৃষ্ণেরই এই যশোগাথা, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজ এইজন্য গৌরবান্বিত। সেইজন্যই সহজ-সাধক চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' বৈষ্ণব-ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে অন্য একটি শাখা ধর্মের অর্থাৎ বাউল ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহারাও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কারণ মানুষের হৃদয়েই তাঁহাদের সাধ্যবস্তুর অধিষ্ঠান।

এইবার বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও ধর্মবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি-প্রেমের অপূর্ব সমন্বয়ে বাউল ধর্ম সৃষ্ট। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত উড়িয়্যার গ্রন্থে 'বাউলী প্রতিজ্ঞা'র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ দেখা যায়।[২১] বাংলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বে কোনও গ্রন্থে বাউলসম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের মুখে মহা বাউলের লক্ষণ ব্যক্ত করা হইয়াছে।[২২] চৈতন্য-ভাগবতে উল্লিখিত পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বাউল সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা স্বীকার্য যে, বাংলার বাউলসম্প্রদায়ের উদ্ভব শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরবর্তী যুগে। নিম্ন আলোচনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে অবধূত নিত্যানন্দের সাধক জীবনে যেরূপ যোগ ও প্রেমভক্তি সাধনার সমন্বয় হইয়াছিল বাউলদের সাধনারও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাংলার বাউল সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দের সাধনবৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অনুমান অসঙ্গত নহে।

বাউলসম্প্রদায়ও যে যোগের সাধক, বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচারেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাউলদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত আছে। এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন, এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধনা করেন তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাস সংরোধ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল, যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে। এরূপ সাধারণ সমাজ-বহির্ভূত আচার-ব্যবহারসম্পন্ন ধর্মসম্প্রদায় বাউল"।[২৩]

যোগসাধনায় সমাধির অবস্থায় সাধক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উপনীত হইয়া পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করেন, তখন তাঁহার জাগতিক অনুভবের অতীত এক অবস্থার উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় বাহিরের কোন শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা আচার-বিচারের প্রয়োজন থাকে না। তখন বালকের ন্যায় নিশ্চয়তায় তিনি পরমেশ্বরকেই অবলম্বন করেন; মহাজ্ঞানী হইলেও তখন তাঁহার জড়ের ন্যায় আচার-ব্যবহার, ইহাই পার্থিব জগতের বাতুলের অবস্থা বিবেচিত হয়। বাউল সাধক এই অর্থেই বাতুল। শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের অবস্থাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐরূপ বাতুলেরই অবস্থা। সেইজন্যই চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই—"আমি ত কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ, সেইজন্যই আমার কথাবার্তার ঠিক নাই; আমি বাউল"। [২৪]

বাউলসম্প্রদায় সাংকেতিক ভাষায় গান রচনা করিয়া তাঁহাদের তত্ত্বাদি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের এই গান হইতেই জানা যায় যে, ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের সাধ্যবস্তু। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রেমের প্রয়োজন বাউলগণও স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারাও কৃষ্ণ-প্রেমিক। নামের ফলেই প্রেমলাভ, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি—গৌড়ীয় ধর্মের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহাদের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁহার চরণ লাভের জন্য পরম ব্যাকুলতা তাঁহাদের গানে প্রকাশ পাইয়াছে। [২৫] তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু তাঁহাদের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে কখনও তাঁহারা কৃষ্ণহরিও বংশীধারী, কখনও হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী, পূর্ণিমার চাঁদ বা মনের মানুষ ইত্যাদিরূপে অভিহিত করিয়াছেন। [২৬] ভবনদী পার হইতে পারিলেই সাধ্যবস্তুর দর্শন ও চরণলাভ হয়; শ্রীহরির দর্শন ও চরণলাভই বাউল সাধকদের কাম্য। নামের জোরে প্রেমরূপ পাথেয়লাভ হইলেই ভবনদী পার হওয়া যায়। [২৭] একান্ত শরণাগতজনকে শ্রীহরি কৃপা করেন, এই কৃপালাভও ভবনদী পার হইবার উপায়। [২৮]

গৌড়ীয়দের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্বিধ প্রেমভক্তির মধ্যে দাস্য, সখ্য ও মধুর—এই ভক্তিভাবই বাউলগণ বিশেষরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। [২৯] কিন্তু তাঁহাদের মধুর ভাবেও পরকীয়াপ্রেমের আদর্শ গৃহীত হয় নাই। [৩০]

বাউলদের গানে সাংকেতিক ভাষায় যে সকল তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেই জানা যায় যে, তাঁহারা যোগমার্গের সাধক। বাউলগণ বলেন—দেহরূপ তরির মনরূপ মাঝি, একাগ্রতা সহকারে মনমাঝি তরি চালনা করিতে পারিলে দেহমধ্যস্থ ভবনদী পার হইয়া অন্তর্জগতে শ্রীহরির সাক্ষাৎকার বা চরণলাভ হয়। [৩১] কিন্তু ব্যাঘ্ররূপী ছয়-রিপু মনমাঝির বিঘ্ন-স্বরূপ; দুইটি তীরের সাহায্যে তাহাদের বধ করা যায়, কিন্তু বধ না করিয়া উহাদের বশ করিতে পারিলেই ভবনদী পার হওয়া সহজসাধ্য হয়। [৩২] তাঁহাদের সাধনপদ্ধতিকে তাঁহারা 'উজান বাওয়া' বলিয়াছেন—অনুরাগের রসিক উজান বাঁকে নৌকা চালায়। [৩৩] উজান জলে পাড়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিবার জন্য ব্যগ্র বাউল আক্ষেপ করিয়া বলেন—উজান জলে পাড়ি ধরা আমার ঘটিল না, ভবের লীলা ত সাঙ্গপ্রায়, নৌকাখানিও ডুবু-ডুবু—গুরু, পাড়ি ত পাইলাম না। [৩৪]

একটি গানে বাউলদের সাধনতত্ত্ব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বাউলসাধক দেহ-দরিয়ার সখা সাগররূপ পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমার প্রাণ-স্রোতের প্রদীপ, প্রাণ-প্রদীপকে তুমি কোন্ ঘাটে ভাসাইয়াছ, চারিদিকেই ত রাত্রির অন্ধকার ব্যাপ্ত, এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে কেবল ঢেউএর গর্জন শোনা যাইতেছে; প্রাণ-প্রদীপের আলোই আমার সাথের সাথী, দিবারাত্রই এই আলো আমার সঙ্গে চলিতেছে; হে আমার প্রিয়তম সখা সাগর, আর কত বাঁক ঘুরিয়া তোমার দেখা পাইব, তুমি কখন আমাকে কোলে স্থান দিবে, তোমার কোলে নিবিড় সুখে আমার সকল জ্বালার অবসান হইবে। [৩৫] প্রাণবায়ুকে শূন্যপথে পরিচালিত করা হইয়াছে, দেহের অন্যসকল ইন্দ্রিয় নিঃসার; অন্ধকারই শূন্যের রূপ, উর্দ্ধ-অধঃ সর্বত্রই শূন্যতা; সমাধির প্রারম্ভে অনাহত নাদরূপ ঢেউএর গর্জন শ্রুত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে তাহাও লুপ্ত হইয়া গেলে পরম সখা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ হয় বা তাঁহার সহিত মিলন হয়—এই মিলনের জন্যই সাধকের ব্যাকুলতা এই গানে ব্যক্ত হইয়াছে। পার্থিব জগতের অগোচরে, সাধকের অন্তর্লোকে পরমাত্মার সহিত মিলনের আনন্দানুভূতিই সমাধির অবস্থা, ইহাই সহজ সমাধি। সন্ত-সাধক কবিরের পদেও এই সহজাবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় হরিকে লাভ করা যায়—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। [৩৬]

বাউল সাধক বলেন, দেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি। দেহ-মধ্যস্থ কল্পিত নাড়ী ও পদ্মের আশ্রয়ে তাঁহাদেরও সাধন। মধ্যনাড়ী সুষুম্নাই তাঁহাদের গানে উল্লিখিত ভবনদী। যোগ সাধনায় এই ভবনদী পার হইয়া শ্রীহরির চরণলাভ হয়। দেহমধ্যস্থ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অবলম্বনে যৌগিক পদ্ধতির সাধনই বাউলদের কায় সাধন বা চারিচন্দ্রভেদের সাধন। ইহার ফলেই সহজাবস্থার উদ্ভব হয়, ইহাকেই বাউল সাধক জ্যান্তে মরা অবস্থা বলেন। জ্যান্তে মরা অবস্থায় দেহমধ্যস্থ পদ্মদলে ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার বা চরণ লাভ হয়। কবির দাসও বলেন—জীবনের অপেক্ষা মরণেই আনন্দ, কারণ মরিয়াই পূর্ণ পরমানন্দময়ের সাক্ষাৎলাভ হয়। [৩৭]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাউলদের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে প্রথমেই বলিতে হয় যে, তাঁহারা জাতি-ভেদের বিরোধী ও লোকাচার, শাস্ত্রাচার বিষয়ে উদাসীন। রীতি-পদ্ধতিও তাঁহাদের ভিন্ন রকমের। ভগবৎ প্রেমে যাঁহারা আত্মহারা, বাহিরের আচরণে তাঁহাদের সমতা রক্ষিত হয় না। হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ভগবানের সহিত বাউলদের প্রেমের-লীলা, সেইজন্যই কখনও তাঁহাদের হাসি, কখনও কান্না। আপন মনে এই হাসি-কান্না বাহিরের জগতে উন্মত্ততার পরিচায়ক। একটি গানে বাউলদের বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, গানটির তাৎপর্যার্থ—ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক যে বাউল সাধক, বিপরীত তাঁহার রীতি-পদ্ধতি, তিনি কখন কিরূপ থাকেন কেউ জানে না; প্রেমানন্দ সলিলে তাঁহার দুইটি নয়ন ভাসে, কখনও তিনি হাসেন, কখনও কাঁদেন,—এইরূপ উন্মত্তবৎ তাঁহার আচরণ; আনন্দ-নিরানন্দে তাঁহার সমান অনুভূতি —তিনি নিরুদ্বিগ্ন; ভাব-সাগরের অকূল পাথারে মন ডুবাইয়া প্রেমের বাতি জ্বালাইয়া তিনি বসিয়া থাকেন, সুখের চাবি হস্তগত হইলেও তিনি সুখ অন্বেষণ করেন না, সে বিষয়েও তিনি নিস্পৃহ, আচার-ব্যবহার সকলই তাঁহার অশাস্ত্রীয়; চন্দনে ও পাঁকে তাঁহার সমরুচি, অর্থাৎ তিনি নির্লোভী, নিরাসক্ত; সুখ্যাতিতে তাঁহার কোন অহংকার জন্মে না—তিনি নিরহংকারী, পর-আপনে তাঁহার সমজ্ঞান—তিনি সমদর্শী; উত্তাপে চৌদ্দ ভুবন দগ্ধ হইলেও আকাশে তাঁহার ঘর-বাড়ী—অর্থাৎ তিনি সহজ-সাধক।[৩৮] বাউল সাধক এই বৈশিষ্ট্যগুণেই অবধূত নিত্যানন্দের সমগোত্রীয়। ভগবৎপ্রেমিক, সমদর্শী, সামাজিক রীতি-বিরোধী, ভাবের ভাবুক ও যোগসাধক অবধূতের সহিত বাংলার বাউলদের এই সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বাউল সম্প্রদায়ের দর্শন, সাধন ও আচার বিষয়ে অবধূত সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্য স্বীকার্য। বাউল সাধকের 'উজান বাওয়া' বা উল্টা সাধনের সহিত অবধূত সম্প্রদায়ের রাজযোগের সাধনের বিশেষ ঐক্য। অবধূত সাধকদের ন্যায় বাউলও অন্তরস্থিত কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার সহিত মিলন কামনা করেন। অবধূতদের ন্যায় বাউলও লোকাচার, শাস্ত্রাচারের বিরোধী, সমদর্শী, নিরাসক্ত, নিস্পৃহ, ও নিরহংকারী। বস্তুতঃ সন্ত, সুফী, ফকির ও বাউল প্রভৃতি ভারতীয় রহস্যবাদী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং উহারা যে একটি বিশেষ ধারার অনুবর্তী অর্থাৎ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুসরণে এই সম্প্রদায় সমূহের সাধন-ধারার উদ্ভব,—এই অনুমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসঙ্গত নহে। সন্ত গুরু কবীরদাস অবধূতদের প্রশস্তিমূলক পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন।[৩৯] তন্ত্রের প্রাধান্যের সময়ে অর্থাৎ মধ্যযুগে, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল অবধূত সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গ। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে এই সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির সহিত ভক্তিবাদীদের প্রেমতত্ত্বের সমন্বয়ে এই শাখা সম্প্রদায়-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বাউলদের সাদৃশ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, 'বৌদ্ধ ও জৈন দোহার সঙ্গে বাউলদের তত্ত্বের মিল আছে, ইহা ভিন্ন গোরক্ষপন্থী তত্ত্বের সহিত বাউলদের প্রায় সম্পূর্ণই মিল।[৪০] গোরক্ষনাথ অবধূত সাধক এবং নাথসম্প্রদায়ের গুরু। 'বৌদ্ধ দোহাতে' এবং "গোরক্ষ পন্থী তত্ত্বে" অবধূত সম্প্রদায়ের সাধন ধারার প্রভাব রহিয়াছে, সেইজন্যই বাউল-ধর্মের সহিত সাদৃশ্য। ক্ষিতিমোহন সেন আরও বলিয়াছেন—সন্তদের সহিতও বাউলদের ঐক্য। বাউলিয়া মতের সব কথাই কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়, কবীরের 'জীবত মেঁ মরণা', সূফীদের 'ফণা ফিলা' ও বাউলদের 'জ্যান্তে মরা' এক।[৪১]

বাংলার বাউলদের তত্ত্ব ও সাধনগত যে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বাংলাদেশে অবধূত নিত্যানন্দের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধন-পদ্ধতির আদর্শে বাউল ধর্মের উদ্ভব। বাউলগণও নিত্যানন্দকে নাম ও প্রেমপ্রচারের গুরুরূপে অভিহিত করিয়াছেন।[৪২] নিতাই-গৌরের চরণও তাঁহাদের কাম্য।[৪৩] নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ যে যোগ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, জয়ানন্দ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ লাভ হয়। এ বিষয়ে অধ্যায়ান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। বীরভদ্রও যোগসাধক ছিলেন। এই সকল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিক ও যোগসাধকদের সাধনধারাই পরবর্তী সময়ে বাউল ধর্মরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।[৪৪] সুতরাং নবদ্বীপেই যে বাউল ধর্মের উদ্ভব, জনাব মনসুর-উদ্দীনের এই অভিমত সমর্থনযোগ্য। পরবর্তী সময়ে সমস্ত বাংলাদেশে এই ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে।

পূর্বোল্লিখিত বৌদ্ধ নেড়া-নেড়িগণ, যাঁহারা ভেক ধারণ করিয়া বৈষ্ণব বৈরাগি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাউল ধর্ম গ্রহণ করেন। এই বৈরাগি বাউলদের নাড়ার বাউল বলা হয়।[৪৫] বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুসলমান সম্প্রদায় হইতে বাংলা দেশে ফকির শ্রেণীর সাধকদের উদ্ভব হইয়াছে, এই শ্রেণীও বাউলদের সমগোত্রীয়। বাউলগণ কৃষ্ণপ্রেমের সাধক ভিন্ন কাহাকেও ফকির রূপে স্বীকার করেন না। [৪৬]

নিত্যানন্দ-প্রচারিত ভক্তি-প্রেমের বাণী জাতিবর্ণ ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনগণের মর্মে পৌঁছাইয়াছিল; তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবধারার আদর্শেও গণ-মানস উদ্বোধিত হইয়াছিল। সেইজন্যই নিত্যানন্দের ধর্ম-প্রচার-ভূমি বাংলা দেশে বাউল সাধনার ন্যায় প্রেম-বৈরাগ্য মিশ্রিত একটি সাধন ধারার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদের গানেও এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পদাবলী কীর্তনের ন্যায় বাউলদের সঙ্গীতও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে এবং বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন রূপে জন-সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

নির্ঘণ্ট পত্র—

১। বীরভদ্র গোসাঞি তার জানি আমি মন।
বৈরাগীকে শিখাইলেন মনের করণ॥
যদি এই বাক্যে প্রতীত না হয় মনে।
বারশ নেড়াকে তেরশ নেড়ী দিলেন কেনে॥

সহজিয়া সাহিত্য—মনীন্দ্র বসু

২। কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবাহু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥ চৈতন্য চরিতামৃত—২।২১।

৩। 'নরমানুষের দেখ লীলা সর্বোত্তম'। (সুধামৃত কণিকা) (P. C. S. C.)

৪। "নিত্যলীলা কৃষ্ণের নাহিক পারাপার।
অবিশ্রাম বহে লীলা যেন গঙ্গাধার॥" (সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়)

৫। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজ্বালাতে যেছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥" চৈ, চ,—১।৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। রস আস্বাদন লাগি হৈলা দুই মূর্তি। এই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি॥
(দীপাকোজ্জ্বল গ্রন্থ।)

৭। অর্ধ অঙ্গ হৈতে আমি প্রকৃতি হইব। অংশিনী রাধিকা নাম তাহার হইবে॥
(দীপকোজ্জ্বল গ্রন্থ।)

৮। প্রাকৃত হইতে যদি কভু মনে হয়। রূপাবেশ হইয়া তবে লীলা আস্বাদয়॥

সর্বপর রসতত্ত্ব করিয়া আশ্রয়। রসময় দেহ ধরি রস আস্বাদয়॥ (ঐ)

৯। যুগল ভজন তাহার যাজন
বেদবিধি অগোচর।
ব্রজভাব লয়ে ভজন করিলে
সেই পায় গিরিধর॥ স, সা,—মণীন্দ্রনাথ বসু।

১০। পুরুষের দেহ ত্যাগ করিয়া
প্রকৃতি-স্বরূপ হবে।
তবে হে জানিহ রাধার স্বরূপ
হৃদয়ে দেখিতে পাবে॥ (চণ্ডীদাস) (ঐ)

১১। আশ্রয় হইয়া শিক্ষা সে করিব
দুই মন একু করি।
তুমি যদি কৃপা করহে আমারে
রূপেতে মিশাতে পারি॥ (চণ্ডীদাস) ঐ।

১২। বাহ্য মর্ম দুই পরকীয়াতে সাধন। বাহ্য পরকীয়া কর নায়িকার সঙ্গে। অন্তরঙ্গ পরকীয়া জনের তরঙ্গে॥ (বিবর্ত-বিলাস।)
P. C. S. C. M. N. Basu.

১৩। যখন সাধিয়া কাম পূর্ণ হয় মনে।
তবেত স্বরূপ কাম তত্ত্ব বস্তু জানে॥ (রসকদম্ব কলিকা)
P. C. S. C. M.N. Basu.

১৪। প্রকৃতি লইয়া তার করহ সাধন। প্রেমানন্দে মজিবারে যদি চাহ মন॥
(প্রেমানন্দ লহরী) P. C. S. C. M. N. Basu.

১৫। মধু আনি মধু মাছি চাক করে যবে। নানান পুষ্পের মধু যোগ করি তবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু পুষ্প হৈতে মধু করে আয়োজন। সেই পুষ্পে পুনঃ তার কিবা প্রয়োজন॥

(প্রেম বিলাস)। P. C. S. C.

১৬। প্রবর্ত ভাবের প্রাপ্তি শ্রীগুরু চরণ, সাধক ভাবের প্রাপ্তি হয় সখীগণ॥
সিদ্ধ ভাবের প্রাপ্তি সেবানুকরণ, এই তিন হয় এই তিনের করণ॥

(রাধারস কারিকা)। P. C. S. C.

১৭। P. C. S. C.—M. N. Basu.

১৮। 'মানুষ বলি যারে জীয়ন্তে যে মরে
সেই সে মানুষ হয়।' (অমৃত রত্নাবলী)। P. C. S. C.
'মানুষ যারা : জীয়ন্তে মরা : সেই সে মানুষ সার।' (চণ্ডীদাস)

১৯। প্রাকৃত নর-লীলাতে মাধুর্যের সার।
অপ্রাকৃত দেব লীলা ঐশ্বর্য অপার॥ P. C. S. C.

২০। মানুষ দেবের সার। যার প্রেম জগতে প্রচার॥
জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি। প্রেম পিরীতি রসে মানুষ করে কেলি।

P. C. S. C.

২১। গোরক্ষ নাথঞ্চ বিষ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা।
মল্লিকানাথঞ্চ যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা॥ শূন্যসংহিতা—১০ অধ্যায়—অচ্যুতানন্দ দাস।

নগেন্দ্রনাথ বসুর 'Modern Budhism and its followers in Orissa' হইতে উদ্ধৃত।

২২। চৈ, চ—৩।১৪।

২৩। হারামণি (২য় খণ্ড)—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। পৃঃ ৩-৪,

২৪। "আমি তো বাউল এক কহিতে আন্ কহি।"
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে সদা যাই বহি॥

২৫। "গৌর দাসের এই ভাবনা, হরি আমি কি দেখা পাবনা
পায়ে ধরি বংশীধারী দেখা দিও ডাকিলে॥" বাউল সঙ্গীত।
"গৌরদাসের এই বাসনা, তোমারে সদাই হেরি।
ভবপারে অবহেলে যাই লয়ে চরণ তরী॥" ঐ।
"আমায় দাও হে চরণ শ্রীহরি।
আমি ভবঘোরে পড়ে ডাকি, ওহে ভব কাণ্ডারী॥" ঐ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬। "চলরে ভাই হরি ভজে ভবপারে যাই।
ভজিলে হরি, বংশীধারী, ভবপারের ভাবনা নাই॥" ঐ
"আমি একটি পাখি ধরেছি।
পাখিটি দেখতে ভাল, চিকণ কাল, যতন করে রেখেছি॥
বাইশ কাটি দিয়ে, একটি পিঁজরা বানিয়ে দিয়েছি॥
ও তার বাম দিকেতে দুধের বাটি
ডাইনে খাবার দিয়েছি॥" ঐ
"অকূলে কাণ্ডারী সে শ্যাম, হৃদয় পিঞ্জরের পাখী।" ঐ
"আমার মনের মানুষ যে রে আমি কোথায় পাব তারে।" ঐ
বাংলার বাউল—ক্ষিতিমোহন সেন।

২৭। "হরি বলে ডাকরে রসনা।
ও তোর যাবে ভব যন্ত্রণা॥
* * *
হরি ভবের কাণ্ডারী
নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
তাদের মাশুল লাগবে না॥"
"জীবন কৃষ্ণের এই বাণী যদি পারে যাবে ওরে নেয়ে,
(ও তাঁর) নামের জোরে যাব পারে জয় করে ঐ যমেরে॥" ঐ

২৮। "ও দিন গেলরে কৃপা করি ভববারি কর পার।
আমায় তরাও হরি বংশীধারি ওহে ভববারি,
(ও দয়াময়) ভববারির কর্ণধার।
* * *
(দয়াময়) তোমার কৃপা বিনা নাই বিস্তার।
ভবের দেখে তরঙ্গ, হরি হয় হে আতংক।
ওহে বিপদভঞ্জন, মধুসূদন, বল লই কার শরণ,
(ওহে দয়াময়) বল কার শরণ লইব আর॥" ঐ

২৯। "আপন জোরে ভবপারে যেতাম দুবাহু তুলে।
কাঙ্গাল গৌরদাসে বলে শ্রীপদে প্রেম করিলে॥" ঐ
"কাঙ্গাল গৌরদাসের হরি, আর কোন সাধ নাহি মনে।
তোমার সেবা করবো সখা, ফাঁকি দিয়ে শমনে॥ ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০। "মন তুমি পুরুষ কি নারী,
ভেবে পেলাম না কিছু, এ যে মজা বলিহারি।
শুনতে পাই সাধুর মুখে, পুরুষে নির্গুণ দেখে,
প্রকৃতি আপন হতে সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড।
তাই বলি ব্রহ্মাণ্ড যত, কেউ পুরুষ নয়, প্রকৃতি গত,
পুরুষ এক আছে নিত্য নির্লিপ্ত রাস বিহারী।
কাঙ্গালের আকিঞ্চন, করিয়ে যোগ সাধন।
প্রকৃতি জান মন পরম উল্লাসে।
তা হলে তোর হবে গতি,
ও তোর মিলিবে আপন পতি, হইবি সাধ্বী সতী
হবে রাধার সহচরী॥" ঐ।

৩১। "ভবের তরঙ্গ দেখে ভয় পেয়োনা মন।
কাণ্ডারী সেই বংশীধারি ডাক তাঁরে অনুক্ষণ॥
তুফান দেখতেছ ভারি, যেন ডুবিয়ে দেয় তরী,
ঝলক ঝলক উঠতেছে জল কি করি;
তরঙ্গে আতংকে যেন হইওনা তায় বিস্মরণ।
যদি ঠিক থাকতে পার মন, স্মরি কাণ্ডারীর চরণ,
এদিক ওদিক নড়োনাক হয়ে উচাটন।
ও তোর ভবপারে যাবে তরী
দেখবে যত সাধুজন॥" ঐ

৩২। "ছটা বাঘ ঢুকেছে ঘরেতে।
তারা বাগ মানে না, ধরা দেয় না, ফেল্লে বিষম দায়েতে।
মারবার তরে, ধনুক ধরে, তীর নিলাম দু:টা হাতেতে।
কে একজনা, কল্লে মানা, বধো নাকো প্রাণেতে॥
বল্লে এদের তুষ্ট করে রাখ মিষ্ট কথাতে।" ঐ

৩৩। 'অনুরাগের রসিক যারা যাচ্ছে তারা উজান বাঁকে।'
—হারামণি।

৩৪। "উজান জলে পাড়ি ধরা ত গুরু আমার ঘেটল না।
ভবের নৌকা ডুবু ডুবু গুরু পাড়ি ত পাইলাম না॥"
বাংলার বাউল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৫। পরাণ আমার স্রোতের দীয়া আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার আন্ধার নিশুইত ঢালা
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা গো
তার তলেতে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা ;
সাথের সাথী চলে বাতি নাইকো কূল-কিনারা।
দিবা রাতি চলে গো—বাতি জ্বলে সাথে সাথে গো।
দরিয়ার সাগর ওগো অকূলের কূল-সথা
আর কয় বাঁকে, কেমন ডাকে, পাইমু দেখা।
তোমার কোলে লইবা তুলে জুড়াইমু জ্বালা।
তোমার বুকে নিঝুম সুখে জুড়াইমু জ্বালা॥ (বাউল গঙ্গারাম)
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৪৬।

৩৬। "সহজ সহজ সব কোই কহৈ, সহজন চি হ্নৈ কোই।
জিহ্নৈ সহজেঁ হরিজী মিলৈঁ, সহজ কহি য়ৈঁ সোই॥
(কবীর পদ সংগ্রহ—২১ নং)
কবীর—হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী।

৩৭। "জো মরণা সো মেরে আনন্দ।
কব মরীহোঁ কব ভেটিহোঁ পূরণ পরমানন্দ॥" ঐ

৩৮। ভাবের ভাবুক প্রেমের প্রেমিক হয় রে যেজন।
ও তার বিপরীত রীতি পদ্ধতি ; কে জানে সে থাকে ক্যামন।
(ভাবের মানুষ)
তার নাই আনন্দ নিরানন্দ, লভি নিত্য প্রেমানন্দ,
আনন্দ সলিলে য্যান তার ভাসছে দু'নয়ন ;
ও সে কভু আপন মনে হাসে, আবার কখন বা করে রোদন।
(ভাবের মানুষ)
সে জ্বালাইয়ে প্রেমের বাতি, বোসে থাকে দিবারাতি,
ভাব সাগরে অকূল পাথারে ডুবাইয়া মন ;
ও তার হস্তগত সুখের চাবি করেনা সুখ অন্বেষণ
(ভাবের মানুষ)
চাল চলন সকল বেয়াড়া, আর এয়াক কাণ্ড সৃষ্টি ছাড়া,
পূর্ণিমায় চাঁদ হৃদয় ব্যাড়া তার আছে সর্বক্ষণ ;
সে শশীর নিশি দিশি সমান উদয়, সে চাঁদের নাইরে অস্তগমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তার হৃদয় চাঁদের)

তার চন্দনে হয় ব্যামন প্রীতি, পাঁক দিলেও হয় তেমনি তৃপ্তি

চায়না সে সুখ্যাতি, তার তুল্য পর আপন ;

সে আসমানে বানায় ঘর বাড়ী, ধ্বংস হোলেও এ চৌদ্দ ভুবন।

Obscure Religious Cult—Dr. S. Das Gupta—P. 186.

৩৯। কবীর পৃঃ ২৪, ৩০। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী।

৪০। বাংলার বাউল (২য় সংখ্যা)—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৯ম বর্ষ।

৪১। ঐ।

৪২। "হরি নাম কি মধুর নাম।

নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে,

এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল, কি মধুর নাম।

এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল,

এই হরিনাম নিতাই হতে প্রচার হলো।" বাউল সঙ্গীত।

"নিতাই যদি এই দেশে এল।

জীবের সব জ্বালা দূরে গেল ॥

এত দিনে জীবের ভাগ্যে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হলো।

* * * *

পরম দয়াল নিতাই আমার জেতের বিচার নাই,

আবার কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম,

সবাকে হরিনাম দিল।" ঐ

৪৩। "গৌর দাসের যুক্তি রাখ, ওরে গৌর নিতাই বলে ডাক।

শমন ভয় থাকবে নাকো, তবিল সে গৌরাঙ্গ চরণ ॥" ঐ

"গৌর দাসের এই মিনতি।

যেন থাকে গৌর দাসের মতি,

হৃদয়ে নিতি নিতি হেরি যেন গৌর-নিতাই ॥" ঐ

"তীর্থ যাত্রা করবি যদি মন।

(ওরে) নিতাই চরণ লওরে শরণ,

অন্যে নাই তোর প্রয়োজন।" ঐ

৪৪। হারামণি—২য় খণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫। "যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক দিয়া নাম বাড়ালে বাউল নাড়া।" ঐ

৪৬। "পেটের দায়ে ফকির যত।
এরা, কেউ না রাধা-কৃষ্ণে রত,
কৃষ্ণ প্রেম জানে না ত, ফকিরী নয় ফকিরি।
ফকিরের আন্ত কালে, সাধু সঙ্গেতে মিলে,
কৃষ্ণ চৈতন্য তব জান্‌তে হল সকলি—

* * * *

রূপ সনাতন আমীর ছিল।
তারা প্রেমে মজে ফকির হলো,
সার করে ছেঁড়া কম্বল, ভজ্‌লো গিয়ে গৌর হরি॥" ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দী ও
বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের নব-জাগরণ

নরপতিদের সহায়তায় বহুকাল হইতেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিস্তৃতি সাধিত হইয়া আসিয়াছে। গুপ্তরাজাদের সময়ে ভাগবদ্ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়, গুপ্তরাজগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বাসুদেব-ভক্ত। এই যুগের একজন নরপতি সপ্তম শতকের রাজবংশীয় সমতটেশ্বর শ্রীধারণ—নিজেকে পুরুষোত্তমের পরমভক্ত বৈষ্ণবরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।[১] সপ্তম শতকের খড়্গবংশীয় নরপতিগণ ছিলেন সুগতের (বৌদ্ধের) উপাসক। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মেরও প্রসারলাভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন এবং য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণী হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী পাল চন্দ্র রাজগণ প্রত্যেকেই ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ। তাঁহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী একাগ্রচিত্তে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া এই ধর্মের প্রভাব বিস্তারে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।[২] কিন্তু এই রাজাদের রাণীগণ অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুগত রাজবংশীয়। সেই কারণেই দেখা যায় যে, তাঁহাদের রাণীদের মধ্যে কেহ শিবভক্ত, তাঁহাদের পুত্রদের মধ্যে কেহ বাসুদেব ভক্ত, কেহবা ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন।[৩]

এই যুগের লিপিমালা ও প্রতিমার নিদর্শন হইতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই প্রভাব লক্ষিত হয়। পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী লিপিমালায় গ্রথিত ও তাঁহাদের রূপ মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিমার মধ্যে বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যা অধিক, তাহার মধ্যেও বিষ্ণু-মূর্তি প্রধান। উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্তি এই সময়ের শৈবধর্মের নিদর্শন। শৈব ধর্ম বলিতে এই সময়ে লাকুলীশ প্রবর্তিত পাশুপাত ধর্মই বুঝা যায়। শাক্ত ধর্মের পৃথক সত্তা এই সময়ে স্বীকৃত হইয়াছিল।[৪] সুতরাং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পাশাপাশি থাকিয়াই প্রসার লাভ করিয়া আসিয়াছে—পাল চন্দ্র রাজাদের যুগে, এই রাজাদের পক্ষচ্ছায়ায় থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের চরম পরিণতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেন-বর্মন রাজাদের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ রাজাদের বংশধরেরা একাদশ শতকের শেষার্ধ হইতেই ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫] দশম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃতির চরম শিখরে উঠিয়া এই সময় হইতেই অধোগতি লাভ করিয়াছিল।

সেন-বর্মন রাজবংশের প্রত্যেকেই ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত।[৬] এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে। গুপ্তযুগে পাহাড়পুরে যে কৃষ্ণলীলা খোদিত হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল অলংকরণ, কিন্তু শ্রীহরির প্রতি ভক্তি-নিবেদন উদ্দেশ্যে হরি লীলা বর্ণনায় জয়দেবই শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। পরে ষোড়শ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণের লীলাগানে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস বিশেষরূপে মুখরিত হইয়াছিল। জয়দেবের কিছু পরবর্তী সময়ে শ্রীধর দাস তাঁহার সদুক্তি কর্ণামৃতে হরিভক্তিস্তুতি বিষয়ক অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণ ভজন যে বাংলাদেশে এই সময় হইতেই প্রাধান্যলাভ করিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেন ও বর্মন রাজবংশ বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন না। ভোজ বর্মার বেলাব লিপিতে বলা হইয়াছে যে, ত্রয়ী বা বেদত্রয়ের বিদ্যাই পুরুষের আবরণ এবং তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন। বৌদ্ধদের পাষণ্ড আখ্যা এই সময়েই প্রচলিত হয়, বল্লাল সেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থে বৌদ্ধদের পাষণ্ডি বলিয়াছেন।[৭] পালচন্দ্র রাজত্বে যেমন বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি থাকিয়াই বিস্তৃতিলাভের সুযোগ পাইয়াছিল, এই রাজাদের রাজত্বে তদ্রূপ ঘটে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কোন বিরোধ ছিল মনে হয় না। বল্লাল সেন নিজেকে পাষণ্ডি বৌদ্ধ দলনের উদ্দেশ্যে নারায়ণাবতাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হরিচরণে ভক্তিকামনায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সেন বংশের পারিবারিক দেবতা সদাশিব। সেন-বর্মন পর্বের লিপিতে ও সমসাময়িক সাহিত্যে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে।[৯]

জয়দেব গীত-গোবিন্দে হরিভক্তরূপে নিজেকে পরিচয় দিলেও তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদেবতারই উপাসক। তাঁহার রচিত মহাদেব স্তুতির শ্লোক সদুক্তি কর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরপতিদের সহায়তায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিণতি ও বিস্তৃতি সাধন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে বাংলায় বিদেশী ও পরধর্মীর আক্রমণের বিশৃংখলায় সমাজে সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনে অচল ও বিমূঢ় অবস্থার উদ্ভব সহজেই অনুমেয়। সেইজন্যেই এইদেশে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অন্ধকার যুগের উদ্ভব হইয়াছিল। দুইশত বৎসর পর্যন্ত বিদেশী-শাসকদের অত্যাচারের গ্লানি কাটাইয়া হোসেন শার রাজত্বের কিছু পূর্ব হইতেই বাংলায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়েই বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিকাশলাভ হয় হোসেনশার রাজত্বকালে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম বিকাশ, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের নিস্তেজ অবস্থার পরিচয় মেলে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার ধর্ম সমাজে আর এক জাতীয় ধর্ম-জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। লোকায়েত সমাজের দেব বা দেবীগণ এই সময়েই সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। লৌকিক দেবতা বিষহরি, বাশুলী, ধর্মঠাকুর, মঙ্গলচণ্ডী,—পৌরাণিক দেব-দেবীর সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া উচ্চ সমাজের পূজার্চনা আদায়ের পথ সুগম করিয়া লইয়াছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে কোন বিশেষরূপ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিস্তেজ অবস্থার সুযোগে লোকায়ত সমাজের দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া এই লৌকিক ধর্ম বাংলার ধর্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের সুন্দর পরিচয় লাভ করা যায়। এই গ্রন্থে বাংলার অন্যতম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপের ধর্মজীবনের যে চিত্র অংকিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্মসমাজের প্রকৃত চিত্র। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা এইরূপ—

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্যৎ আচার ॥
ধর্ম-কর্ম-লোক সভে এইমাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম করে। শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন। দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে জনেতে পড়ায়। ভক্তির ব্যাখান নাহি তাহার জিহ্বায়।"

বৃন্দাবন দাসের এই উক্তি হইতে স্পষ্টতই জানা যায় যে, পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব কমিয়া এই সময়ে লৌকিক দেবদেবী অর্থাৎ মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস বাসুলী ও ধর্ম-ঠাকুরের পূজার উল্লেখ করিয়াছেন—'বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥' শ্রীকৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে এই দুই শতাব্দী অত্যন্ত দুঃসময়। পঞ্চদশ শতাব্দীর স্মার্ত, নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের কটাক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী ও মিশ্র উপাধিধারী শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণ কলির যুগধর্ম কৃষ্ণকীর্তনের কোন নির্দেশ দেন নাই; বিরক্ত, তপস্বী—অর্থাৎ ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিরা স্নানাদির সময়েই সাধারণতঃ গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, নাম উচ্চারণ করিতেন—কৃষ্ণকীর্তনে তাঁহাদেরও বিশেষ আগ্রহ ছিল না; যাঁহারা গীতা, ভাগবত পাঠ করিতেন তাঁহাদের ব্যাখ্যাতেও ভক্তির প্রাধান্য প্রচারিত হয় নাই। সেইজন্যই বৃন্দাবন দাস পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলাকে কৃষ্ণভক্তি শূন্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাসের এই উল্লেখকে অনেকেই অতিশয়োক্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণভক্তি বাংলার চিরকালের বৈশিষ্ট্য, সন্ধ্যাপূজায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ, শালগ্রাম শীলাকে নারায়ণরূপে নমস্কার বঙ্গদেশে বহুদিন হইতেই প্রচলিত।[১০] এই উক্তি ভ্রমাত্মক নহে। কিন্তু বৃন্দাবন দাস এইরূপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে মধ্যস্থ সমাজরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমাজ উচ্চস্বরে কীর্তনের বিরোধী ছিলেন. কারণ তাঁহাদের ধারণা, ইহাতে গোসাঞির নিদ্রাভঙ্গে তিনি কুপিত হইবেন, দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে; একাদশীর দিন নিশি জাগরণ করিয়া গোবিন্দ নাম করিলেই পুণ্য হয়, প্রতিদিন কীর্তন অনাবশ্যক—ইহাও তাঁহাদেরই অভিমত।[১১] এইরূপ মধ্যস্থ সমাজকে বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণভক্তের পর্যায়ে গণনা করেন নাই। ইঁহারাই স্মৃতির শাসন অনুসরণকারী স্মার্ত।

কেহ কেহ এই কৃষ্ণভক্তিশূন্য সংসারের উল্লেখে মনে করেন যে কৃষ্ণভক্তিধর্ম শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজের উচ্চস্তরে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নাই।[১২] এই অভিমতও সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্ত যুগে পাহাড়পুরে যে শ্রীকৃষ্ণলীলার চিত্র অংকিত এবং ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে যে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ তাহা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির পরিচায়ক না হইলেও কৃষ্ণ-লীলা যে সমাজের উচ্চস্তরেও আদৃত ছিল তাহারই পরিচায়ক। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের কাব্যকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির নিদর্শনরূপে গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধা নাই, সদুক্তি কর্ণামৃতের শ্লোক হইতে কৃষ্ণ ভক্তের সন্ধান মিলিবে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি যে শুধু নিম্ন সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা প্রমাণিত হয় না, বরং ইহা হইতে বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের পরদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইবার ক্রম-বিকাশের ধারাটির সন্ধান পাওয়া যায়। উচ্চ সমাজে কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত না হইলে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই তিনি পর-দেবতারূপে স্বীকৃত হইতে পারিতেন না। যাহা হউক, কৃষ্ণ-ভক্তের উল্লেখে বৃন্দাবন দাস ভাগবত সম্প্রদায় নামে সুনির্দিষ্ট এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই বুঝাইয়াছেন! যবন রাজাদের বিশৃংখল শাসন ব্যবস্থার সময়ে হিন্দুর কৃষ্টি যখন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম সেই সময়েই লৌকিক দেবতার পূজার প্রচলন হয়। ইহা ভিন্ন এই সময়ে শাক্ততান্ত্রিকাচারও বাংলার ধর্মসমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে।[১৩] কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেইজন্যই বৃন্দাবন দাসের এই অভিযোগ।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর ন্যায় ভগবদ্ভক্তদের আবির্ভাব ঘটিত। মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণভক্তির খ্যাতি বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। বৃন্দাবনদাস তাঁহার কৃষ্ণভক্তির নিম্নোক্তরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার। বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য কৃপায়। প্রেম সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ অশ্রু কম্প। হুংকার গর্জন মহাহাস্য স্তম্ভঘর্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য। আপনেও না জানেন কি করেন কার্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি। নাচেন পরমানন্দে করি হরিধ্বনি॥
কখনো বা হেন সে আনন্দ মূর্ছা হয়। দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখনো বা বিরহে করেন রোদন। গঙ্গাধারা বহে যেন অদ্ভুত কথন॥
কখনো হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস। পরানন্দ রসে মনে হয় দিগবাস॥"

(চৈ, ভা, ৩৪, পৃঃ ৪৩৯-৪০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণভক্ত এই মাধবেন্দ্রকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল বলা হয়। তাঁহার প্রভাবে বাংলায় এক বৈষ্ণব গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, নবদ্বীপেও তাঁহাদের অস্তিত্ব ছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধেই বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥
সভে মিলি জগতেরে করে আশীর্বাদ। শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রকাশ॥"

এই ভাগবত গোষ্ঠীতে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য—যিনি জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের গুরু এবং কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যায় শংকর তুল্য; এই গোষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীবাসেরা চারিভাই—যাঁহারা ত্রিকাল কৃষ্ণপূজা, গঙ্গা-স্নান ও প্রতিরাত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রত থাকিতেন; এই গোষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীচন্দ্রশেখর, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, মুরারী, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাসাদি শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পারিষদগণ।[১৪] সকল ভক্ত একত্রে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের উপায় চিন্তা করিতেন।

এই সময়েই ১৪০৭ শকাব্দের অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের শুভ ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। বাইশ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত তিনি তৎকালীন ভাগবতগোষ্ঠীর সহিত মিলিত হন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংকরারণ্য নাম পরিগ্রহ করিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি তখন বালক মাত্র। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়, সংসারের দায়িত্বভার তখন তাঁহার উপর ন্যস্ত। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাচর্চা করিয়াই সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, কৃষ্ণভক্ত রূপে নহে। পরমভক্ত বিশ্বরূপের ভ্রাতা বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণানুরাগ অপেক্ষা বিদ্যার প্রতি আসক্তি ভাগবতসম্প্রদায়কে নিরাশ করিয়াছিল। কিন্তু এই পণ্ডিতশিরোমণি অত্যল্পকাল মধ্যেই বিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া ভাগবত সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ভাগবদ্ধর্মের বিস্তৃতির পথ সুগম করিয়াছিলেন। পিতৃপিণ্ড প্রদানোদ্দেশ্যে গয়াগমনের পরে তিনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। সেই হইতেই তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হয়, এবং এই প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার জীবনেরই শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন সাধিত হয়। অধ্যাপনা কার্যে পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া তিনি সর্বতোভাবে ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হন। বিশ্বম্ভরের চেহারায় মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের লক্ষণ এবং তাঁহার দিব্যভাবাদি দর্শনে বৈষ্ণবসমাজ এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বম্ভর রূপে মর্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছেন অথবা তাঁহার কোন অবতার! ভাগবৎ সম্প্রদায়ের এই আনন্দ-সংশয়ের অবস্থায় নবদ্বীপে নিত্যানন্দ অবধূতের আবির্ভাব।

ভাগীরথী তীরবর্তী নবদ্বীপভূমির আকর্ষণে মধ্যে মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটিত। মাধবেন্দ্র পুরী, বালগোপাল উপাসক তৈর্থিক সন্ন্যাসী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি মহাত্মাদের পদরজে নবদ্বীপধামের ধূলিকণা পবিত্র হইয়াছিল। সর্বতীর্থ পরিভ্রমণান্তে অবধূত নিত্যানন্দও এই নবদ্বীপ ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর মহামান্য অবধূতকে পরমশ্রদ্ধা ভরে গ্রহণ করেন।

মহাযোগেশ্বর অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপের ভাগবৎগোষ্ঠীর সহিত মিলিত হইলেন। ভক্ত নিমাইর মধ্যে অন্তর্নিহিত অলৌকিক শক্তির সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, সেইজন্যই ব্যাসপূজার উৎসবে ব্যাসদেবে উৎসর্গীকৃত মালা তিনি বিশ্বম্ভরকেই অর্পণ করেন। তাঁহার ইষ্টদেবও তাঁহাকে কৃষ্ণ-বলরামের মিলিত মূর্তিতে দর্শন দান করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করেন। সেই হইতেই নবদ্বীপে অবধূতের প্রেমধর্ম প্রচারের সূচনা।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলার বৈষ্ণবধর্ম নূতন ভাবাদর্শে রূপায়িত হয়। ভক্তিকে এই ধর্মে অতিশয় প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। কৃষ্ণই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। কৃষ্ণোপাসনায় জ্ঞানের প্রয়োজন অস্বীকার্য, উহা এই মতে ভক্তির বাধক। নবদ্বীপের ভাগবৎসম্প্রদায় এই নব-বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ সানন্দচিত্তেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহাদের গভীর আস্থা, তিনি যে যুগধর্ম প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণাবতার—এই বিশ্বাস ছিল তাঁহাদের মনে দৃঢ়মূল। নূতন আদর্শানুযায়ী এই বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক বিষয়েই সনাতনপন্থী ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমাজের সকলকেই শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল; সকল জাতির মিলিত কণ্ঠের সংকীর্তন ধ্বনিতে বৈষ্ণবভক্তদের অংগন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সনাতন ধর্মানুমোদিত স্মৃতির অনুশাসন সঠিক অনুধাবনও ছিল তাঁহাদের পক্ষে আচারবিরুদ্ধ। এই সম্প্রদায়ে জাতিভেদ বিচারের সংকীর্ণতা দূর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাভিমান পরিত্যক্ত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ ছিলেন উপবীত-ত্যাগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাত্যাভিমানরহিত অবধূত, শ্রীগৌরাঙ্গও উপবীতের মর্যাদা রক্ষা করিতে প্রয়াসী ছিলেন না। 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে'—ইহাই তৎকালীন জাতি বিচারের তাৎপর্য। এইভাবেই ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুরাতন প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী এক নূতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, নব-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সংস্কার প্রচেষ্টা তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সনাতনপন্থীদের দ্বারা উৎপীড়িত ও জাতিচ্যুত হিন্দুগণের পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে কোন বাধা ছিল না। কৃষ্ণার্চনার দ্বার এই সকল জাতিচ্যুত ও পতিত শ্রেণীর জন্য অবারিত ছিল। বৈষ্ণবরূপেই তাহাদের পরিচয় ছিল, তাহাদের সান্ত্বনা ছিল এই যে, তাহারা হিন্দু-সমাজেরই অন্তর্গত। মুসলমান অধ্যুসিত চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ সম্বন্ধে দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের উক্তি হইতে তৎকালীন হিন্দু সমাজ সে সময়ে কিরূপ আত্মঘাতী-পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—"হিন্দু-সমাজ অতি বিশৃংখল ও আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কথায় কথায় হিন্দুর জাতি পাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি সমাজে গৃহীত হইত না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজ হইতে পৃথক হইয়া একাকী থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দু সমাজ হইতে পরিত্যক্ত লোকেরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমাজে মিলিতে বাধ্য হইত"।[১৫] এইরূপ জাতিচ্যুত হিন্দুগণ ভিন্ন নাথপন্থী ও বৌদ্ধগণ যাহারা পূর্বের ন্যায় রাজশক্তির সহায়তার অভাবে সমাজে অবহেলিতভাবে দিন কাটাইতেছিল তাহারাও এই বিজেতৃদের ধর্ম গ্রহণ করিতে নানা কারণেই বাধ্য হইতেছিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সম্প্রদায় সামাজিক বাধা দূর করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের পতাকাতলে তাহাদের আশ্রয়দান করিয়া বিজাতীয় ধর্ম গ্রহণের প্রবল স্রোতকে প্রতিহত করিয়াছিলেন।[১৬] ঐতিহাসিকগণ বাংলার নব-বৈষ্ণবধর্মের এই কল্যাণকর সংস্কার কর্মের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দুজাতি তাহাদের দুঃখলাঘবের উপায়রূপে চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।[১৭] ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই উদার নৈতিকধর্মের জন্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—"এই সনাতনী-প্রপীড়িত সমাজ যখন স্রোতের ন্যায় বিদেশীদের ধর্ম গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছিল, সেই স্রোতের বিপক্ষে বাঁধ বাধিয়া দিয়া নিজেদের উদার মতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বেশীর ভাগ হিন্দুদের টানিয়া আনিয়াছেন এই বৈষ্ণবেরা"।[১৮]

শুধু বাংলাদেশেই নহে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের পরে ভারতের সর্বত্রই সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। সমাজে সনাতনপন্থী সর্বত্রই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং হিন্দুদের নিপীড়নের ইতিহাসও সর্বত্রই ছিল একই প্রকারের। ফলত নিপীড়িত হিন্দু ও অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় ইসলামের দিকেই ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতেছিল। এই সময়েই অর্থাৎ চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক প্রয়োজনেই ভারতের সর্বত্র একটি ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহাই ভক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ভিত্তি করিয়াই ইহার উৎপত্তি, কিন্তু কার্যত সর্ব বিষয়েই ইহা সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করিয়াছিল। সেইজন্যই ইহাকে আন্দোলনরূপে অভিহিত করা হয়। বিজেতৃদের ধর্ম ইসলামের হাত হইতে ভারতীয় হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার প্রয়োজনেই যে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ সে বিষয়ে একমত। রামকৃষ্ণ মুখার্জি তাঁহার The Rise and Fall of East India Company নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে সামাজিক কারণেই যে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব সেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— This movement (Bhakti) in India, 'compared to the Protestant Reformation in Europe,' flourished greatly during the fifteenth and sixteenth century, and continued till later years. It is well to remember how extensive was this movement, how it sprang up simultaneously in various parts of India without any apparent connection, proving thereby that it was the social system which gave rise to this movement in India".[১৯].

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তিতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"তুর্কি-মুসলমান আক্রমণের পরে চতুর্দশ শতাব্দী হ'তে ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম ও তৎসঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতের সর্বত্র প্রকট হয়। 'শ্রী' সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ উত্তরে হাসিয়া এই আন্দোলন তথায় প্রবর্তিত করেন। এই আন্দোলন, উত্তর-ভারতে বিপুলাকার ধারণ করে। ভারতীয় সমাজকে সময়োপযোগী সংস্কার করে নূতনভাবে সংগঠন কর্মে ব্যাপৃত হয়। এই আন্দোলনকে হিন্দী ভাষায় 'সন্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়। বাঙ্গলার চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নব-আন্দোলন ভারতব্যাপী ধর্ম ও সামাজিক জীবনের নূতন স্পন্দনের ও স্ফুরণের একাংশ মাত্র। যাঁহারা ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী তাঁহারা এই ভারতব্যাপী আন্দোলনের ভিত্তি ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত দেখেন।"[২০]

এই ভক্তি আন্দোলন ইসলামধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইহার বিস্তৃতির পথ রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সনাতনী আচারের গোড়ার ভিতটির ধ্বংস সাধনেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। উত্তর-ভারতে রামানন্দ প্রবর্তিত সন্ত-আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে রামদাসের আন্দোলন, শিখগুরুদের ধর্মীয় আন্দোলন ও বাংলাদেশের শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন একই আদর্শে অনুপ্রাণীত। নিত্যানন্দ তাঁহার প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যাপী ধর্মপ্রচারে বাংলা দেশে ছুঁতমার্গের সংকীর্ণতা দূর করিয়াছিলেন। জাতিভেদের বৈষম্য দূর করার মানসে তিনি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিয়াছেন; স্বয়ং সকলের গৃহে আহার্য গ্রহণ করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্য যবন হরিদাসকে তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ে স্থান দিয়াছেন। অব্রাহ্মণ রঘুনাথের উপর তাঁহার সালগ্রাম শিলা পুজার্চনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবাচার্যদের কার্য-কলাপের এইরূপ অনেক দৃষ্টান্তই বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভব, যাহা সনাতনবাদী স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। সুতরাং উহা যে উদ্দেশ্যমূলক বিরুদ্ধাচার তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলার নব-গঠিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রথমদিকে সমাজের উচ্চবর্ণ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের ন্যায় ব্রাহ্মণশ্রেণীই ছিলেন কর্ণধার, তাঁহারাই এই ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। বাংলার রূপ-সনাতনের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, উদ্ধারণ দত্ত ও রঘুনাথের ন্যায় ধনী ও জমিদারপুত্র এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজকর্মচারী রামানন্দ রায় প্রভৃতি অভিজাত-শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গই ছিলেন এই ধর্মের উৎসাহী ভক্ত। শ্রীচৈতন্যের জীবিত সময়ে সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ে সমাজের উচ্চ ও অভিজাতশ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীই সংখ্যায় গরিষ্ঠতা লাভ করে। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণভজনের অধিকার দান করিয়া বহু লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, পরে নিত্যানন্দ বাংলার ভার গ্রহণ করিয়া সকলকে উদ্ধার করেন।[২১]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, নিত্যানন্দের জীবিত সময় মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্মের বহুল বিস্তার সাধিত হয়, এবং সমাজের নিম্নশ্রেণী এই সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যতা লাভ করে। বর্তমান সময়ে বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব সংখ্যায় গরিষ্ঠ, এবং তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু-নিম্নশ্রেণী ও সমাজের পতিতশ্রেণীর সংখ্যাই অধিক।[২২] ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, এই সম্প্রদায়ের উদারতাই ব্রাহ্মণেতর বা সামাজিক কারণে উৎপীড়িত ব্যক্তিদের এই ধর্মে আকৃষ্ট করিয়াছে। এই নব-বৈষ্ণবধর্মের আচার্যগণ নূতন ধর্মতত্ত্ব প্রচারের সহিত প্রসঙ্গত সমাজ সংস্কারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত করিয়া কৃষ্ণোপাসনার দ্বার অবারিত করিয়াছিলেন। সমাজের নিম্ন ও পতিতশ্রেণী এই ধর্মের আশ্রয়ে নিজেদের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন; সেই জন্যই এই ধর্মগ্রহণে তাহাদের প্রলোভনও বর্ধিত হইয়াছিল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর সংখ্যাধিক্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃত হইল—

"বৈষ্ণব নেতারা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণীয় শিষ্যদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্ন আহার করিতে থাকেন; (স্বর্ণবণিক্ উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম। যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ॥ —প্রেমবিলাস ২৪ বিলাস,) তাহাদের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া ছুঁই-ছুঁই ভাবটা (don't touchism) উঠাইয়া দেন। যে-সব জাতীয় লোক পূর্বে সম্মান পাইত না, তাহারা এই নূতন সমাজে খাতির পাইতে থাকে। নব্য-স্মৃতি যে-প্রকারের বিধি-নিষিধের বাড়াবাড়ি ব্যবস্থা দেয়, গোস্বামীদের প্রদত্ত বিধানে সেই প্রকার কড়াকড়ি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই। যে-সব জাতি পূর্বে পুরোহিত পাইত না, তাহারা নিজেদের জন্য ধর্মযাজক পাইতে লাগিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যের ধর্ম প্রথম যুগে খানিকটা বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করায় সম্প্রদায়মধ্যে ধর্মক্ষেত্রে জাতি এবং স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যতার বিভেদ কমিয়া যায়। পুরীতে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে জগন্নাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥" (চৈ, ভা, অ, ১০)।

সমাজে দুঃখগ্রস্থ নিপীড়িত লোকের পক্ষে ইহা এক বড় প্রলোভন।[২৩] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সহযোগিতায় বাংলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। এই আচার্যদ্বয় যেমন ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন, ধর্ম-সংস্কার বিষয়েও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না। এই সময়ে বৈষ্ণবধর্মে তত্ত্ব ও সাধন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বিষ্ণু-নারায়ণের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণই এই সময়ে পরদেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানের অগম্য, একমাত্র ভক্তির অনুশীলনেই তিনি লভ্য ; ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁহার উপাসনা নিরর্থক, তিনি প্রেমেরই বশ। শাস্ত্রমতে বিষ্ণু অর্চনা ও নামজপ বাংলায় পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রজবাসীদের ন্যায় স্নেহ-প্রীতি-প্রেমের সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাংলায় প্রচলিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের তাৎপর্যও এইরূপে পূর্বে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিভাব জয়দেবের সময়েও বাংলাদেশে সম্ভবত ছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তিভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ভক্তি ব্রজবাসীদের ভক্তিভাবের অনুগত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব, সেই ভাবানুগত্যই ইহার তাৎপর্য। দ্বারকাতে দাস্য, সখ্য ইত্যাদি ভাবের অস্তিত্ব থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বারকাবাসীর ঐশ্বর্যভাব প্রবল, কিন্তু ঐশ্বর্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি মধুর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় না। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই নরলীলা শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্নেহ, সখ্য ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে অভিলাষী, সেইজন্যই তাঁহারা ব্রজবাসী ও গোপ-গোপীদের ভাব গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ স্বয়ং বলরামের ন্যায় সখ্য বা প্রেয়ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়েরও ব্রজসখার ভাব। ব্রজবাসীদের ন্যায় সঙ্গী, সখা, পুত্র বা পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতে ভক্তের স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এইরূপ ভজন শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না, সেইজন্যই ইহা রাগের ভজন রূপে পরিচিত।

রাগমার্গের সাধনে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। নাম সংকীর্তনে চিত্তশুদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, কৃষ্ণপ্রেমোদয়েই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি। কৃষ্ণ নামে সকল অবিদ্যা, সকল আসক্তি দূরীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই ঐকান্তিক ভক্তি, এইরূপ ভক্তিতেই কৃষ্ণলাভ সম্ভবপর। গৌড়ীয় মতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সম্বন্ধ, ভক্তি-অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন—এই তত্ত্বত্রয়ের স্বীকৃতিতেও নামের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নাম কীর্তনে কৃষ্ণপ্রেমোদয়, প্রেমোদয়ে কৃষ্ণচরণে ভক্তি, ভক্তিতেই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদপদ্ম লাভ—ইহাই বাহ্য সাধনের ফল। এই সাধনের পরিপক্কাবস্থায় অন্তর সাধনের প্রয়োজনীয়তা, অন্তর সাধনে মানসে লীলাস্মরণ, অন্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবালাভ। ইহাই রাগমার্গে ভজনের তাৎপর্য।

রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজন শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের নূতন বৈশিষ্ট্য। বৈধীর পরিবর্তে রাগমার্গের প্রচার দ্বারা নিত্যানন্দ বাংলার ধর্মের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন এবং ভক্তির অনুষ্ঠানে অর্থাৎ তাঁহার নামকীর্তনেই তাঁহার অর্চনা—কৃষ্ণোপাসনার এই সহজ পন্থা জনসাধারণের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হইয়াছিল। বাশুলী, বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতির ন্যায় অপৌরাণিক দেবতার উপাসনা, ভক্তিভাবশূন্য নির্গুণ ব্রহ্মের শুষ্ক আরাধনা, ও তন্ত্রাচারের কাঠিন্য অপেক্ষা কৃষ্ণোপাসকের প্রেমভক্তির সাধনা জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিল। সেইজন্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দলে দলে লোক এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপেই বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতির পথ সুগম হইয়াছিল।

অল্পসময়ের মধ্যেই এই নব-বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি সাধিত হইলেও প্রচারকের কার্য সহজসাধ্য ছিল না। চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে এই কার্যের জন্য প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ন্যায়াধীশ রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত রঘুনন্দনের সমর্থকগণ এবং তন্ত্রাচারী শাক্ত সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ ও কটূক্তি করিতে কার্পণ্য করেন নাই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে উভয়পক্ষের বিরোধিতার সাক্ষ্য রহিয়াছে। 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই সময়ের ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় প্রসঙ্গে এই তথ্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভক্তির উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাস্তবিক বঙ্গদেশে তখন ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। একদিকে রঘুনাথ শিরোমণি, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে ও প্রসারে ব্রতী। অন্যদিকে চৈতন্যদেবের ভক্তির প্রবাহ কঠোরে কোমল, রৌদ্রে করুণ এই অপূর্ব ভাবের সমাবেশ করিতেছিল। একদিকে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের গণ্ডি ও অধিকারভেদ কতকটা ভাঙ্গিতেছিলেন, অন্যদিকে স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন সমাজকে শৃংখলায় আনিতে সচেষ্ট"।[২৪] এই ধর্মনৈতিক ও সমাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে শ্রীচৈতন্যই তৎকালে জয়টীকা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজ ও ধর্মের আদর্শে বিপ্লবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। সেই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।[২৫] মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে আসামে ভক্তিধর্মের আন্দোলনে যে ধরনের রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিতহইয়াছিল, বাংলাদেশে সে ধরনের বিপ্লব কখনই হয় নাই, সেইজন্য ঐতিহাসিকদের উক্তিতে চৈতন্যসম্প্রদায়কে দুর্বলচেতা প্রতিপন্নের চেষ্টা দেখা যায়। এই সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি বিরূপ হইলেও মুসলমানদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তাঁহাদের আদর্শ ছিল সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি অহিংসা ও ভ্রাতৃভাব। বৈষ্ণবধর্মের পতাকাতলে মুসলমানদের আহ্বান করা হইয়াছে, তাহারা কেহ কেহ যে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্টও হইয়াছেন—তাহার প্রমাণও বৈষ্ণব ইতিহাসে বিরল নহে, কিন্তু এই দেশ হইতে তাহাদের বিতাড়ন যে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের ভক্তি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম যে অনেক বিষয়েই জনসাধারণের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিল তাহা স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। রামানুজাচার্য ও মধ্বতীর্থ শূদ্রদের শাস্ত্রচর্চার অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন, জাতিভেদ শৃংখলার প্রতি তাঁহাদের সমর্থন ছিল, ভক্তিবাদের প্রচারেও জ্ঞানের কাঠিন্য আশ্রয় করিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহাদের মতবাদের প্রসারও ছিল সীমাবদ্ধ। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মের প্রসার তাঁহাদের তুলনায় সম্ভাব্যতার সীমানা লংঘন করিয়াছে। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে একদিকে আনন্দ ও মাধুর্যের আস্বাদ ও অন্যদিকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। জনগণের চিত্ত সেইজন্যই এই ধর্মের প্রতি সহজেই প্রলুব্ধ হইয়াছে। একথা ঠিক যে, "কেবল ভাব-প্রবণতা দ্বারাই লোকসমূহ ধর্মান্তর গ্রহণ করে না, কঠোর বাস্তব জগতে ইহার কার্যকারণ নির্দিষ্ট হয়।" হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা ও জাতিভেদপ্রথার বিলোপ সাধন দ্বারা এক নূতন সামাজিক আদর্শ এই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। এই আদর্শের দৃষ্টিতে বিচার করিয়াই 'Modern Religious movement' গ্রন্থের প্রণেতা J. N. Farquehar শ্রীচৈতন্য ধর্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'During Chaitanya's lifetime, the movement was wholesome and uplifting, but it soon degenerated to carelessness and uncleanness." (P. 294)

Farquehar চৈতন্যধর্মের অধোগতি যত তরান্বিত হইয়াছিল মনে করিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ষোড়শ শতাব্দীর পরে চৈতন্য ধর্মের পবিত্র আদর্শে মলিনতার কিছু প্রলেপ পড়িলেও দীপশিখার ন্যায় এই আদর্শটি আরও প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক শতাব্দী পর্যন্ত উজ্জলতা দান করিয়াছে। যাহা হউক, চৈতন্য-ধর্মের পরিণতির ইতিহাস স্বতন্ত্র, এস্থলে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তথায় শ্রীচৈতন্যমতানুগ ধর্ম-প্রচারের পথ সুগম হইয়াছিল। গৌড়দেশে সেইরূপ রাজকীয় সহায়তা সম্ভব হইলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় মুসলমান গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের রাজত্বে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ন্যায় মহাভাগ, মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাবের ফলে গৌড়ে ও উড়িষ্যায় যেরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে ষোড়শ শতাব্দী ঐ দুই প্রদেশের বৈষ্ণব-ধর্মের যুগরূপে গণ্য হইতে বাধ্য। ভক্তি-ধর্মের বিস্তারের পরোক্ষ ফল প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি। উড়িষ্যাও বাংলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রাধান্য যে এই শতাব্দীর পরেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার প্রমাণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অসংখ্য বৈষ্ণব-পদাবলী হইতেই মিলিবে।

নির্ঘণ্ট পত্র

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬০১

২। ঐ পৃঃ ৬৩১

৩। ঐ পৃঃ ৬৩০

৪। ঐ পৃঃ ৬২৪

৫। ঐ পৃঃ ৬৫৫

৬। ঐ পৃঃ ৬১১

৭। ঐ পৃঃ ৬৬৮

৮। ঐ পৃঃ ৬৬৮

৯। ঐ পৃঃ ৬৬৩

১০। চৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য—ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ভারতবর্ষ ১৩৪৬ মাঘ।

১১। চৈ, ভা,—১।১১।

১২। মধ্যযুগের বাংলা—কালীপ্রসন্ন। পৃঃ ৪৭২

১৩। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর ধর্মাচরণকে দোষারোপ করিয়া বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেন—

"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে। নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন। খাইয়া তা সভা সনে বিবিধ রমন।
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ। এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবদের এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের এই অনুমান অমূলক সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উক্তি হইতে তৎকালীন শাক্তসম্প্রদায়ের তান্ত্রিকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪। চৈ, ভা,—১।২

১৫। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—দুর্গা চরণ সান্যাল, পৃঃ ৮৭।

১৬। সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ১২০০ শত বৌদ্ধকে নিত্যানন্দ বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন জানা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বীরভদ্র তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহারাই 'নেড়ানেড়ি'র দলরূপে খ্যাত।

১৭। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—পৃঃ ৮৭-৮৮

১৮। বৈষ্ণবসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার আন্দোলন —পৃ ঃ ৭২।

১৯। The Rise and Fall of the East India Company,
Emergence of new forces—pp. 101-102.

২০। বৈষ্ণবসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—মুখবন্ধ—পৃঃ ।৵০

২১। চৈতন্য ভাগবত—

২২। বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—নিত্যানন্দের কর্ম—পৃঃ ২৭।

২৩। ঐ, —চৈতন্য ধর্মের প্রসার—পৃঃ ১১৯—১২০।

২৪। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—পঞ্চদশ শতাব্দী—পৃঃ ৬৪০

২৫। বৈ,সা,স,—পৃঃ ১২৩ ও চারুচন্দ্রদত্তের রামদাস ও শিবাজী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi